মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২০তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী ২০১৭

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২০তম বর্ষ	৫ম সংখ্যা
জুমাঃ উলাঃ	১৪৩৮ হিঃ
মাঘ-ফাল্গুন	১৪২৩ বাং
ফেব্রুয়ারী	২০১৭ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **দরসে হাদীছ :**
তিনটি শপথ ও একটি বাণী ০৩
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

◈ **প্রবন্ধ :**
♦ ইখলাছ *-অনুবাদ : আব্দুল মালেক* ০৬
♦ তাক্বদীরে বিশ্বাস *-ড. মুহাম্মাদ আবু তাহের* ১০
♦ ইসলামে তাক্বলীদের বিধান *(৪র্থ কিস্তি)* ১৮
-অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ
♦ মসজিদের আদব *-হাফীযুর রহমান* ২৩
♦ পাঠদানে দুর্বল শিশুদের নিয়ে সমস্যা ২৮
-আফতাব চৌধুরী
♦ বিশ্ব ভালবাসা দিবস *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩০

◈ **নবীনদের পাতা :** ৩২
♦ অপ্রয়োজনীয় কথা পরিহার করা যরূরী
-আব্দুল্লাহ

◈ **সরেযমীন প্রতিবেদন :** ৩৫
♦ রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে কয়েকদিন
-শামসুল আলম

◈ **কবিতা :** ৩৯
♦ অন্ধ গোরের বাতি ♦ প্রভুর পথে
♦ প্রাত্যহিক বিধান ♦ ইসলামের কার্বন কপি
♦ মিয়ানমারে মুসলিম নির্যাতন

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৪০

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪১

◈ **মুসলিম জাহান** ৪৪

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪৫

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড

বস্তুবাদী ধারণায় দুনিয়ার আদালতই হ'ল সত্য-মিথ্যার সর্বশেষ মানদণ্ড। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষ যখন নিজেরা ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য আইন রচনা করে, তখন সেখানে খুঁৎ থেকে যায়। তবুও সেটা সে করে নিজের অক্ষমতা ও আল্লাহ্র প্রতি অবাধ্যতাকে আড়াল করার জন্য। সে অজ্ঞ হয়েও নিজেকে বিজ্ঞ দাবী করে এবং মুখে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে স্বীকার করলেও এবং তাঁর বিধানের কল্যাণকারিতাকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মেনে নিলেও অনীহ অন্তর তা মানতে চায় না। তাই সে বহু চিন্তা-ভাবনা করে আইন তৈরী করে। যাতে সে অন্যায় করেও অন্ততঃ নিজে বাঁচতে পারে। ফলে আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে এবং আইনী ব্যাখ্যার আড়ালে দুর্নীতির রাঘব-বোয়ালরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদালত গলিয়ে বেরিয়ে যায় এবং আগের চেয়ে দাপটে বুক ফুলিয়ে দুর্নীতি করে। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে অনেকে আটকে যায়। আবার অনেক নির্দোষ মানুষ নির্যাতনের শিকার হয়।

বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশে বিভিন্ন দেশে সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে কখনও কখনও চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারিতার খবর পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি এর একটা নযীর দেখা গেল গত ১০ই জানুয়ারী'১৭ ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালতের রায়ের মাধ্যমে। আদালত স্কুলে ছেলেদের সাথে মেয়েদের বাধ্যতামূলকভাবে একত্রে সাঁতার প্রশিক্ষণের পক্ষে রায় দিয়েছে। সুইজারল্যাণ্ডের বাসেলের এক মুসলিম দম্পতি স্কুলে তাদের মেয়েদের বাধ্যতামূলকভাবে ছেলেদের সাথে সাঁতার প্রশিক্ষণের বিরোধিতা করে আদালতের শরনাপন্ন হন। কিন্তু আদালত তাদের আপত্তি খারিজ করে দেয়। বাদী দম্পতি তাদের আবেদনে বলেছিলেন যে, সহশিক্ষা তাদের মুসলিম ধর্মবিশ্বাসকে লংঘন করে। এর বিপরীতে আদালত তাদের রায়ে বলেছেন, পিতা-মাতার ইচ্ছার চেয়েও সামাজিক একীকরণের লক্ষ্য অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বিচারকগণ স্বীকার করেন যে, এ বিষয়ক আইন ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক। কিন্তু তা মানবাধিকার লংঘন করে না। তারা বলেন, এ আইন হচ্ছে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করার জন্য। আদালতের রায়ে বলা হয়, মুসলিম মেয়েদের অবশ্যই ছেলেদের সাথে সাঁতার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে'।

জনৈক নিবন্ধকার ড. এইচ.এ. হেলিয়ার বলেন, এ রায়কে ইউরোপব্যাপী মুসলিম বিরোধী মনোভাব থেকে পৃথক করা কঠিন। স্মরণযোগ্য যে, সুইজারল্যাণ্ড হ'ল সেই দেশ, যেখানে ২০০৯ সালে মসজিদের মিনার বিষয়ে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় (যদিও সেখানে মিনারের সংখ্যা বিরল) এবং তার ফলস্বরূপ সুইসরা মিনার নিষিদ্ধ করে। তবে সুইসদের এ ঘটনা দিয়ে সার্বিকভাবে বিচার করা যায় না। কেননা সাধারণভাবে তারা সহিষ্ণু জাতি এবং তারা বৈচিত্র্য অনুমোদন করে। ...বর্তমানে ইউরোপ এক ভীষণ চ্যালেঞ্জিং সময় পাড়ি দিচ্ছে। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকে তাই সর্বোত্তমভাবে এগিয়ে যাবার ব্যাপারে তৎপর হ'তে হবে। সর্বশেষ এই ঘটনা এক্ষেত্রে ভালো উদাহরণ নয়। তবে কেউ পসন্দ করুক বা না করুক, মুসলমানরা ইউরোপীয়' *(দৈঃ ইনকিলাব, ১৫ই জানু'১৭)*।

নিবন্ধকারের উপরোক্ত মন্তব্যে এটা পরিষ্কার যে, গণভোট বা আদালতের রায় কোনটাই চূড়ান্ত নয়। ইউরোপীয় মুসলিমদের নিকট আল্লাহ্র বিধানই চূড়ান্ত। তাই আদালতকেই ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

সর্বদা বলা হয়ে থাকে যে, আদালত যাবতীয় অনুরাগ ও বিরাগের ঊর্ধ্বে। তাহ'লে ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালতের উপরোক্ত রায় কিসের ভিত্তিতে হ'ল? বাক, ব্যক্তি ও ধর্মীয় স্বাধীনতা একটি সর্বস্বীকৃত বিষয়। অথচ ইসলামের বেলায় এর ব্যত্যয় কেন? গত ২০শে জানুয়ারী শুক্রবার সদ্য দায়িত্ব গ্রহণকারী আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন শাখা এবং ইহূদী ও মুসলিম সহ ২৬ জন ধর্মগুরুর বাণী শ্রবণের পর বাইবেলের উপর বাম হাত রেখে ডান হাত উঁচু করে প্রধান বিচারপতির নিকট শপথবাক্য পাঠ করেন। তাঁর স্ত্রী একটি ট্রেতে করে বাইবেল ধরে রাখেন। তার আগে ট্রাম্প ও তার স্ত্রী গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করেন। যদিও সেদেশের সংবিধানে সরকারী পদ গ্রহণের জন্য কোন ধর্মপালনের বিধান নেই, তবুও অধিকাংশ প্রেসিডেন্ট গির্জায় যান। কারণ সে দেশের জনগণের 'গড' ও যীশু খ্রিষ্টে রয়েছে অবিচল আস্থা। তাদের ভাষায় ও তাদের ডলারে রয়েছে, 'ইন গড উই ট্রাষ্ট'। সেদেশের কোন মিডিয়া এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেনি। অথচ বাংলাদেশের কোন প্রেসিডেন্ট যদি শপথ নেওয়ার আগে বায়তুল মুকাররমে গিয়ে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করতেন এবং দেশের ধর্মনেতাদের সামনে প্রধান বিচারপতির নিকট আল্লাহ্র নামে শপথ বাক্য পাঠ করতেন, তাহ'লে এ দেশের কথিত বস্তুনিষ্ঠ মিডিয়া ও বিশিষ্ট নাগরিকেরা (?) তাকে 'মৌলবাদী' বলে তুলোধুনা করতেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত অনুষ্ঠানে একমাত্র মুসলিম ইমাম মুহাম্মাদ আব্দুল মজীদ সূরা হুজুরাত ১৩ এবং সূরা রূম ২২ আয়াত পাঠ করেন। অতঃপর তা ইংরেজীতে অনুবাদ করে শুনান। ট্রাম্প গভীর মনোযোগে তা অনুধাবন করেন। বলা বাহুল্য, নতুন প্রেসিডেন্টের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রার্থনা রীতি তাদের প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের সময় থেকে বিগত ২৪০ বছর ধরে চলে আসছে।

২০০৯ সালে দিল্লী হাইকোর্ট সমকামিতা ও সমলিঙ্গের বিয়ের পক্ষে রায় দিয়েছিল ব্যক্তি স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে। ২০১৩ সালে সুপ্রীম কোর্ট উক্ত রায় বহাল রাখে। কিন্তু ২০১৪ সালে তা অবৈধ ঘোষণা করে। আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট ১৯৭৩ সালে গর্ভপাত এবং ২০১৫ সালে সমকামিতা বৈধতার পক্ষে রায় দেয় ব্যক্তি স্বাধীনতার অজুহাত দেখিয়ে। যা ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক। এটা কি ব্যক্তি স্বাধীনতা না স্বেচ্ছাচারিতা? স্বেচ্ছাচারিতা তো সর্বদা অন্যের ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে এবং তা কোন মূল্যবোধের তোয়াক্কা করে না। তাই দু'টি কখনো এক নয়। এক্ষণে কথিত ব্যক্তি স্বাধীনতাই যদি সর্বোচ্চ বিষয় হয়, তাহ'লে তো স্বেচ্ছাচারীরা পার পেয়ে যাবে। বাস্তবে হচ্ছেও তাই। তাহ'লে সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড কি? আইন-আদালত কিসের জন্য? সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কি কারণে? বনের উলঙ্গ পশু আর সমাজের পোষাকপরা মানুষের মধ্যে ফারাক কিসের? ২০১০ সালে বাংলাদেশের উচ্চ আদালত থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতি নির্দেশনা জারি করা হয়েছিল যেন কোন মেয়েকে হিজাব পরতে বাধ্য করা না হয়। দেশে এতকিছু অনাচার হচ্ছে আদালতের সেদিকে নযর নেই। অথচ হিজাব ও নিক্বাব যা মেয়েদের রক্ষাকবচ, সেদিকেই শ্যেনদৃষ্টি। কারণ তাদের মধ্যেও রয়েছে ইউরোপীয় আদালতের মত ইসলামের প্রতি বিরাগ ও বস্তুবাদের প্রতি অনুরাগ। তাহ'লে যারা ইসলামী বিধানকে সহ্য করতে পারেন না, তারা মুসলিম নাগরিকদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবেন কিভাবে? জানা উচিত যে, ইসলামী বিধান কেবল মুসলিমের জন্য নয়, বরং বিশ্ব মানবতার জন্য আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কল্যাণ বিধান। আর এটাই হ'ল সত্য-মিথ্যার চূড়ান্ত মানদণ্ড। অতএব তার অনুসরণ ও বাস্তবায়নই হবে আদালতের প্রধান দায়িত্ব। নইলে আল্লাহ্র সর্বোচ্চ আদালতে তাদের কৈফিয়ত দিতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন! *(স.স.)*।

তিনটি শপথ ও একটি বাণী

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنْ أَبِيْ كَبْشَةَ الأَنْمَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ثَلاَثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ. قَالَ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلاَّ زَادَهُ اللهُ عِزًّا وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِى مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِى مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لاَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالاً وَلاَ عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِى مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ-

আবু কাবশাহ আনমারী (রাঃ) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, তিনটি বিষয় রয়েছে, যার উপরে আমি কসম করছি। আর আমি তোমাদের একটি হাদীছ বলব, যা তোমরা মুখস্ত রেখ। অতঃপর আমি যেগুলির উপর কসম করছি, তা এই যে, (১) ছাদাক্বার ফলে বান্দার সম্পদ হ্রাস পায় না। (২) যুলুমের শিকার হয়ে বান্দা ধৈর্য্যধারণ করলে আল্লাহ তার সম্মান বৃদ্ধি করে দেন। (৩) যে বান্দা চাওয়ার দুয়ার উন্মুক্ত করে, আল্লাহ তার অভাবের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি যে হাদীছটি তোমাদের বলব, তা ভালভাবে স্মরণ রেখ। নিশ্চয়ই দুনিয়া মাত্র চার শ্রেণীর লোকের জন্য। (১) এমন বান্দা, যাকে আল্লাহ মাল ও ইলম দান করেছেন। আর সে তা ব্যয় করতে স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে (অর্থাৎ অন্যায় পথে ব্যয় করে না)। সে আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং তাতে আল্লাহ্র হক সম্পর্কে জানে (অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যথাস্থানে ব্যয় করে)। এ ব্যক্তি হ'ল সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারী। (২) এমন বান্দা, যাকে আল্লাহ ইলম দিয়েছেন, কিন্তু মাল দেননি। কিন্তু সে সঠিক নিয়তে বলে যে, যদি আমার মাল থাকত, তাহ'লে আমি অমুকের ন্যায় সৎকর্মে ব্যয় করতাম। এই দুই ব্যক্তির পুরস্কার হবে সমান। (৩) এমন বান্দা, যাকে আল্লাহ মাল দিয়েছেন, কিন্তু ইলম দেননি। ইলম না থাকার দরুন সে তার সম্পদের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হয়। এতে সে আল্লাহকে ভয় করে না। আত্মীয়দের সাথে আর্থিক সদ্ব্যবহার রাখে না এবং নিজ সম্পদে আল্লাহ্র হক অনুযায়ী আচরণ করে না (অর্থাৎ হক পথে আয় ও ব্যয় করে না)। এ ব্যক্তি হ'ল নিকৃষ্টতম স্তরের অধিকারী। (৪) এমন বান্দা, যার মালও নেই, ইলমও নেই, সে আকাংখা করে বলে, যদি আমার কাছে মাল থাকত, তাহ'লে আমি তাতে অমুক ব্যক্তির মত আচরণ করতাম। এই বান্দাও তার মন্দ নিয়তের কারণে তৃতীয় ব্যক্তির ন্যায় পাপী হবে। উভয়ের পাপ সমান'।[১]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীছে আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্যপূর্ণ কাজ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্পদ বৃদ্ধির কামনা সিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। সেই সাথে এটাও বলা হয়েছে যে, নেকীর কাজে ব্যয় করার জন্য মাল-সম্পদ কামনা করলেও তাতে ছওয়াব পাওয়া যাবে, যদিও তার মাল না থাকে। পক্ষান্তরে মন্দ কাজে ব্যয়ের জন্য মালের আকাংখা করলে তাতে পাপ হবে, যদিও তার মাল না থাকে। এছাড়াও হালাল রূযী অল্প হ'লেও তার উপর সন্তুষ্ট থাকার প্রতি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যেটি অন্য হাদীছে স্পষ্টভাবে এসেছে যে, لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلاَ يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللهِ، فَإِنَّهُ لاَ يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللهِ إِلاَّ بِطَاعَتِهِ– 'নিশ্চয়ই কোন প্রাণী মরবে না যতক্ষণ না সে তার রূযী পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হবে। অতএব সাবধান! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সম্পদ উপার্জনে উত্তম (অর্থাৎ বৈধ) পন্থা অবলম্বন কর। প্রাপ্য রিযিক পৌঁছতে দেরী হওয়া যেন তোমাদেরকে তা অন্বেষণে অন্যায় পথ অবলম্বনে প্ররোচিত না করে। কেননা আল্লাহ্র নিকটে যা রয়েছে, সেটা তাঁর আনুগত্য ব্যতীত লাভ করা যায় না'।[২]

এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'আমি কসম করছি' বলেছেন বিষয়টির অধিকতর গুরুত্ব ও তাকীদ বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ أُخْبِرُكُمْ بِثَلاَثٍ أُؤَكِّدُهُنَّ بِالْقَسَمِ عَلَيْهِنَّ أُقْسِمُ عَلَيْهِمْ অর্থ 'তোমাদেরকে তিনটি বিষয়ে খবর দিচ্ছি যেগুলির উপর শপথ দ্বারা তাকীদ করার মাধ্যমে'। অতঃপর أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا অর্থ أُحَدِّثُكُمْ تَحْدِيثًا عَظِيمًا 'একটি মহতী বর্ণনা পেশ করছি' *(মিরক্বাত)*।

অতঃপর যে তিনটি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কসম করে বলেছেন, তার প্রথমটি হ'ল 'ছাদাক্বায় সম্পদ হ্রাস পায় না'।

১. *তিরমিযী হা/২৩২৫; ইবনু মাজাহ হা/৪২২৮; মিশকাত হা/৫২৮৭ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ।*
২. *বায়হাক্বী শো'আব হা/১০৩৭৬; মিশকাত হা/৫৩০০; ছহীহুল জামে' হা/২০৮৫; ছহীহাহ হা/২৮৬৬।*

বরং বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ 'আল্লাহ সূদকে নিঃশেষ করেন ও ছাদাক্বায় প্রবৃদ্ধি দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ কোন অবিশ্বাসী পাপীকে পসন্দ করেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৬)*। তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُوْنَ مَا أَنْفَقُوْا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ 'যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, অতঃপর ব্যয় করার পর খোটা দেয় না বা কষ্ট দেয় না, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে পুরস্কার। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৬২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ– 'যে ব্যক্তি স্বীয় হালাল উপার্জন হ'তে একটি খেজুর পরিমাণও দান করে। আর আল্লাহ হালাল ব্যতীত কবুল করেন না, তিনি সেটি স্বীয় ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর সেটি লালন-পালন করেন, যেরূপভাবে তোমরা তোমাদের ঘোড়ার বাচ্চা পালন করে থাক। এভাবে তার নেকীর পরিমাণ পর্বতসম হয়ে যায়'।[৩]

এটির বাস্তবতা ব্যাখ্যা করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, পূর্বকালের জনৈক ব্যক্তি বলল, আমি অবশ্যই ছাদাক্বা করব। অতঃপর তার ছাদাক্বা নিয়ে সে বের হ'ল। কিন্তু (না জেনে) এক চোরকে দিল। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, রাতে একজন চোরকে ছাদাক্বা দেওয়া হয়েছে। একথা শুনে সে বলল, হে আল্লাহ! তোমার শুকরিয়া যে, আমি চোরকে দান করতে পেরেছি। সে বলল, আমি আরেকটি ছাদাক্বা করব। অতঃপর সে তা নিয়ে বের হ'ল এবং একজন ব্যভিচারিণীকে সেটা দিল। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, রাতে একজন ব্যভিচারিণীকে ছাদাক্বা দেওয়া হয়েছে। একথা শুনে সে বলল, হে আল্লাহ তোমার শুকরিয়া যে, আমি একজন ব্যভিচারিণীকে দান করতে পেরেছি। সে বলল, আমি আরেকটি ছাদাক্বা করব। অতঃপর সে বের হ'ল এবং একজন ধনী লোকের হাতে সেটা দিল। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, রাতে একজন ধনী লোককে দান করা হয়েছে। সে বলল, হে আল্লাহ! তোমার জন্য হাযারো শুকরিয়া যে, আমি চোর, বেশ্যা ও ধনী ব্যক্তিকে দান করতে পেরেছি। অতঃপর তাকে স্বপ্নে দেখানো হয় এবং বলা হয় যে, তোমার দানের মাধ্যমে সম্ভবতঃ চোর তার চুরি থেকে, বেশ্যা তার বেশ্যাবৃত্তি থেকে বাঁচতে চেষ্টা করবে। আর ধনী ব্যক্তি হয়ত এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং আল্লাহ তাকে যা দান করেছেন, তা থেকে সে দান করবে'।[৪]

এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, দানের মাধ্যমে সম্পদ বিস্তৃত হয় এবং মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাতে সম্পদ একস্থানে জমা না হয়ে সর্বত্র সঞ্চালিত হয় এবং ছাদাক্বার ফলে অভাবের তাড়নায় মানুষ যেসব অন্যায় করে, তা হ্রাস পায়। ব্যবসায়ীর মালামাল অধিক বিক্রি হয় এবং তাতে দাতা ছাদাক্বা দানকারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তার দানের সুফল ভোগ করে। বরং সে ছাদাক্বার চেয়ে বহুগুণ ফেরৎ পায়। এভাবে ছাদাক্বার মাধ্যমে পুঁজিবাদের ধস নামে।

দুই- যুলুমের শিকার ব্যক্তি যদি ছবর করে এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তাহ'লে মযলূমের সম্মান বৃদ্ধি পায়। যালেমের অত্যাচার কমে যায়। তাতে সমাজে শান্তি থাকে। অন্যদিকে আল্লাহ দুনিয়াতেই তার প্রতিশোধ নেন; কখনো অন্য যালেমের মাধ্যমে, কখনো সরাসরি গযব নাযিলের মাধ্যমে। অথবা ক্বিয়ামতের দিন তার থেকে বদলা নিয়ে মযলূমকে দিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। অথবা দুনিয়া ও আখেরাতে দু'দিকেই তার থেকে বদলা নেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ 'বস্তুতঃ আল্লাহ যদি একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহ'লে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি একান্ত দয়ালু' *(বাক্বারাহ ২/২৫১)*।

পৃথিবীর ইতিহাসে নমরূদ, ফেরাঊন, হামান, ক্বারূন প্রমুখ যালেমরা চিরদিন ধিকৃত এবং ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা চিরদিন সম্মানিত। যুগে যুগে এটাই বাস্তব ও চিরন্তন সত্য।

তিন- যে ব্যক্তি চাইতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তার অভাব কখনো শেষ হয় না। সে এক সময় বঞ্চিত হয় এবং হতাশ হয়ে পড়ে। এজন্য আমাদেরকে প্রতিদিনের ছালাতে প্রতি রাক'আতে বলতে হয়, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ 'আমরা কেবল তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি' *(ফাতেহা ১/৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিশোর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসকে বলেন, যখন তুমি চাইবে, আল্লাহ্র কাছে চাইবে। আর যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য চাইবে।[৫] জাহেলী কবি যুহায়ের বিন আবু সুলমা বলেন,

سَأَلْنَا فَأَعْطَيْتُمْ وَعُدْنَا فَعُدْتُمُ * وَمَنْ أَكْثَرَ التَّسْآلَ يَوْماً سَيُحْرَمِ

'আমরা চেয়েছিলাম, তোমরা দিয়েছিলে। পুনরায় চেয়েছিলাম, তোমরা পুনরায় দিয়েছিলে। কিন্তু যে ব্যক্তি বেশী বেশী চায়,

৩. *বুখারী হা/১৪১০; মুসলিম হা/১০১৪; মিশকাত হা/১৮৮৮ 'যাকাত' অধ্যায় 'ছাদাক্বার মাহাত্ম্য' অনুচ্ছেদ।*

৪. *বুখারী হা/১৪২১; মুসলিম হা/১০২২; মিশকাত হা/১৮৭৬ 'যাকাত' অধ্যায় 'দানের প্রশংসা ও কৃপণতার নিন্দা' অনুচ্ছেদ।*

৫. *তিরমিযী হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৫৩০২, সনদ ছহীহ।*

সে একদিন বঞ্চিত হয়'।[৬]

এর বিপরীতে আমরা বলি, وَمَنْ أَكْثَرَ التَّسْآلَ رَبًّا سَيُكْرَمِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট বারবার চায়, সে সম্মানিত হয়'।

অতঃপর যে হাদীছটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুখস্ত রাখার জন্য তাকীদ করেছেন, সেটিতে চারটি বিষয় বলা হয়েছে। যা দু'ভাগে বিভক্ত। এক- যে ব্যক্তিকে আল্লাহ ইলম ও মাল দু'টিই দান করেছেন এবং সে ব্যক্তি তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে। এ ব্যক্তি হ'ল সর্বোত্তম স্তরের সম্মানিত ব্যক্তি। অন্য জনকে ইলম দেওয়া হয়েছে মাল দেওয়া হয়নি। কিন্তু সে ব্যক্তি কামনা করে যে, তাকে মাল দেওয়া হ'লে সে প্রথম ব্যক্তির মত তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করবে। এ ব্যক্তিও প্রথম ব্যক্তির সমান উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে। যদিও সে মাল না পায়।

দুই- এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ মাল দিয়েছেন, কিন্তু ইলম দেননি। সে তার মালে স্বেচ্ছাচারিতা করে। এ ব্যক্তি হ'ল নিকৃষ্টতম স্তরের অধিকারী। অন্য জনের মালও নেই, ইলমও নেই। কিন্তু সে আকাংখা করে যে, আমার কাছে মাল থাকলে আমি তৃতীয় জনের মত স্বেচ্ছাচারিতা করতাম। উভয় ব্যক্তি সমান পাপী ও নিকৃষ্টতম স্তরের হবে। যদিও শেষোক্তজন মালের অধিকারী না হয়। কিন্তু সে তার নিয়ত অনুযায়ী মন্দ ফল পাবে। এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, পাপের আকাংখা থাকলে সে পূর্ণ পাপী হবে। কিন্তু এই বক্তব্যটি বাহ্যতঃ নিম্নের হাদীছটির বিপরীত।-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم- فِيمَا يَرْوِى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ قَالَ : إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে, যা তিনি বর্ণনা করেন তাঁর মহান প্রভু হ'তে, তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পুণ্য ও পাপ সমূহ লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর তিনি ব্যাখ্যা দেন, যে ব্যক্তি কোন নেকীর কাজের সংকল্প করে, অথচ সেটি করে না, আল্লাহ তার জন্য পূর্ণ একটি নেকী লেখেন। আর যদি সেটার সংকল্প করে ও তা বাস্তবায়ন করে, আল্লাহ তার জন্য ১০টি থেকে ৭০০ ও তার চেয়ে বহুগুণ বেশী নেকী লেখেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজের সংকল্প করে, কিন্তু তা করে না, আল্লাহ তার জন্য একটি পূর্ণ নেকী লেখেন। আর যদি সংকল্প করে, অতঃপর সেটি করে, তাহ'লে আল্লাহ তার জন্য একটি পাপ লেখেন'।[৭]

এক্ষণে উভয় হাদীছের মধ্যে সমন্বয় এই যে, পাপ চিন্তা করা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি পাপ কাজ করেনি, যদি সে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও স্রেফ আল্লাহ্র ভয়ে তা থেকে বিরত হয়, তাহ'লে তার জন্য পূর্ণ একটি নেকী লেখা হয়। যেমনটি অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِى فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً 'যদি সে আমার ভয়ে পাপ পরিত্যাগ করে থাকে, তাহ'লে তোমরা এর বিনিময়ে তার জন্য একটি পূর্ণ নেকী লেখ' *(বুখারী হা/৭৫০১)*। অতএব মাল না পেলেও পাপের আকাংখা থাকার কারণে সে পূর্ণ পাপী হবে। কেননা সে আল্লাহ্র ভয়ে পাপ থেকে বিরত হওয়ার সংকল্প করেনি। যদি সেটা করত, তাহ'লে পাপী হওয়ার বদলে সে পুণ্যবান হ'ত।

মূলতঃ অন্তরজগতকে পাপচিন্তা থেকে বিরত রাখা এবং আল্লাহভীতি অর্জন করাই দরসে বর্ণিত হাদীছের মুখ্য উদ্দেশ্য। কেননা আত্মশুদ্ধি লাভ করাই হ'ল ইবাদতের মূল। আর খালেছ অন্তরে আল্লাহ্র ইবাদত ও আখেরাতভীতি মানুষকে আত্মশুদ্ধিতা অর্জনে সাহায্য করে। কুরআন ও সুন্নাহ্র নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধিতা অর্জিত হয় ও তা বজায় থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ- 'তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের মধ্য থেকেই একজনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করে শুনান। তাদেরকে পবিত্র করেন এবং কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন। যদিও ইতিপূর্বে তারা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল' *(জুম'আ ৬২/২)*।

মোদ্দাকথা হ'ল, বাহ্যিকভাবে অনেকে দ্বীনদার বলে পরিচিত হ'লেও তার মনের জগত যদি রিয়া ও শ্রুতির কলুষমুক্ত না হয় এবং সেটি দুনিয়াবী উদ্দেশ্য হাছিলের ক্লেদ হ'তে পরিচ্ছন্ন না হয়, তাহ'লে তার সকল সৎকর্ম নিষ্ফল হবে।

আল্লাহ আমাদের দুনিয়াবী স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের মহতী উদ্দেশ্যে সকল সৎকর্ম করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

৬. *মু'আল্লাক্বা যুহায়ের, সর্বশেষ ৬৪ নং লাইন।*

৭. *বুখারী হা/৬৪৯১; মুসলিম হা/১৩১; মিশকাত হা/২৩৭৪।*

জনৈক আরবী কবি বলেন,

لَو كانَ لِلعِلمِ دُونَ التُقى شَرَفٌ

لَكانَ أشرَفُ خَلقِ اللهِ إبليسُ

'যদি তাক্বওয়া বিহীন ইলমের কোন মর্যাদা থাকত, তাহ'লে ইবলীস আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের সেরা বলে গণ্য হ'ত'।

ইখলাছ

মূল (আরবী) : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ*
অনুবাদ : আব্দুল মালেক**

সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক। দয়া ও শান্তি বর্ষিত হোক নবী ও রাসূলকুলের শ্রেষ্ঠজন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের সকলের প্রতি।

অতঃপর মহান আল্লাহ্র অশেষ কৃপায় আমার পক্ষে অন্তরের আমল সমূহ (أعمال القلوب) বিষয়ে বারটি জ্ঞানগর্ভ আলোচনা রাখার সুযোগ হয়েছিল। এই আলোচনাগুলো তৈরীতে যাদ গ্রুপের একদল চৌকস জ্ঞানী-গুণী আমাকে সহযোগিতা করেছে। আজ তা ছাপার অক্ষরে বের হ'তে যাচ্ছে।

অন্তরের এই আমল সমূহের প্রথমেই রয়েছে 'ইখলাছ'। ইখলাছই সকল ইবাদতের সার ও প্রাণ। কোন ইবাদত কবুল হওয়া না হওয়া ইখলাছের উপর নির্ভর করে। এটি অন্তরের আমল সমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবার উপরে এবং সকলের মূলভিত্তি। যুগে যুগে আগত নবী-রাসূলদের দাওয়াতের চাবিকাঠি ছিল ইখলাছ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ 'অথচ তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খালেছ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৫)*। তিনি আরও বলেন, أَلاَ لِلَّهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ, 'সাবধান, খালেছ দ্বীন বা ইবাদত কেবল আল্লাহ্র' *(যুমার ৩৯/৩)*।

আমাদের নিয়ত খালেছ হোক, আমাদের মন পাপের কালিমা মুক্ত হোক এবং আমাদের আমল আল্লাহ্র দরবারে কবুল হোক মহান আল্লাহ্র দরবারে আমাদের এটাই বিনীত প্রার্থনা। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও দো'আ কবুলকারী।

আভিধানিক অর্থে ইখলাছ :

ইখলাছ শব্দটি আরবী أَخْلَصَ ক্রিয়া থেকে গঠিত। এর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াবাচক শব্দ يُخْلِصُ এবং মাছদার বা ক্রিয়ামূল إِخْلاَصًا। যার অর্থ কোন জিনিস পরিশুদ্ধ করা, অন্য কোন কিছুর সাথে তাকে না মেশানো। আরবীতে أَخْلَصَ الرَّجُلُ دِيْنَهُ لِلّٰهِ অর্থাৎ লোকটি তার দ্বীনকে শুধুই আল্লাহ্র জন্য নির্ভেজাল করেছে; তার দ্বীনের মধ্যে আল্লাহ্র সাথে আর কাউকে মেশায়নি।

আল্লাহ বলেন, إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ 'তবে তাদের মধ্য থেকে তোমার নির্বাচিত বান্দারা ব্যতীত' *(হিজর ১৫/৪০)*।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ছা'লাব (রহঃ) বলেছেন, আল-মুখলিছীন তারাই যারা নির্ভেজালভাবে আল্লাহ্র জন্য ইবাদত করে। আর আল-মুখলাছীন তারা, যাদেরকে আল্লাহ খালেছ, নির্ভেজাল ও নিষ্কলুষ করেছেন।

আল্লাহ্র বাণী,-وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا 'তুমি এই কিতাবে মূসার বৃত্তান্ত বর্ণনা কর। নিশ্চয়ই সে ছিল নির্বাচিত' *(মারিয়াম ১৯/৫১)*। এখানে 'মুখলাছ' শব্দ সম্পর্কে যুজাহ বলেছেন, মুখলাছ সেই, যাকে আল্লাহ খালেছ করেছেন; সকল আবিলতা বা পাপ থেকে তাকে মুক্ত করেছেন। আর মুখলিছ সেই, যে নিরেট নির্ভেজালভাবে আল্লাহ্র একত্ববাদ তথা তাওহীদে বিশ্বাসী। এজন্য (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) সূরাকে সূরাতুল ইখলাছ বলা হয়।

ইবনুল আছীর (রহঃ) বলেছেন, এই সূরা ইখলাছে নির্ভেজালভাবে কেবলই মহামহিম আল্লাহ্র গুণ বর্ণিত হয়েছে। তাই সূরাটির নাম হয়েছে ইখলাছ। অথবা এই সূরাটি পড়ে সে খালেছ বা নির্ভেজালভাবে আল্লাহ্র একত্ববাদের স্বীকৃতি দেয় বলে সূরাটির নাম ইখলাছ। কালেমায়ে তাওহীদকে এজন্য 'কালেমায়ে 'ইখলাছ'ও বলা হয়।

আবার খালেছ জিনিস (الشيئ الخالص) বলতে, الصَّافِي الَّذِيْ زَالَ عَنْهُ شَوْبُه الَّذِيْ كَانَ فِيْه- 'খাঁটি জিনিসকে বুঝায়, যার থেকে সব রকম মিশ্রণ দূরীভূত করা হয়েছে'।[1] আল্লামা ফীরোযাবাদী (রহঃ) বলেছেন, أَخْلَصَ لِلّٰه: تَرَكَ الرِّيَاءَ 'লৌকিকতা বর্জন করে কোন কাজ আল্লাহ্র জন্য করা'।[2] জুরজানী (রহঃ) বলেছেন, الإخلاص في اللغة ترك الرياء في الطاعات 'আভিধানিক অর্থে ইখলাছ হ'ল, সৎকাজে লৌকিকতা পরিহার করা'।[3]

পারিভাষিক অর্থে ইখলাছ :

আলেমগণ ইখলাছের বেশ কয়েকটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল :

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, الإخلاص : هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة- 'স্বেচ্ছায় একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ইবাদত নিবেদনকে ইখলাছ বলে'।[4] জুরজানী (রহঃ) বলেছেন, 'অন্তরকে পরিস্কার করার জন্য সকল দূষিত পদার্থের মিশ্রণ থেকে মুক্ত করা। বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- প্রত্যেক বস্তুর সাথেই কোন না কোন কিছু মিশে আছে বলে ধারণা করা হয়। সুতরাং যখন তা মিশ্রণ থেকে পরিস্কার ও মুক্ত হয় তখন তাকে 'খালেছ' বা খাঁটি বলে। আবার পাপ-পঙ্কিলতামুক্ত কাজকে বলে ইখলাছ। আল্লাহ বলেছেন, نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِيْ بُطُوْنِه مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِيْنَ- 'আমরা তোমাদেরকে তাদের থেকে বিশুদ্ধ দুধ পান করাই, যা পানকারীদের জন্য অতীব

* সঊদী আরবের প্রখ্যাত আলেম ও দাঈ।
** ঝিনাইদহ।

১. *ইবনু মানযূর, লিসানুল আরব ৭/২৬; তাজুল 'আরাস, পৃঃ ৪৪৩৭।*
২. *ফীরোযাবাদী, আল-কামূসুল মুহীত্ব, পৃঃ ৭৯৭।*
৩. *জুরজানী, আত-তা'রীফাত, পৃঃ ২৮।*
৪. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন, ২/৯১ পৃঃ।*

উপাদেয়। যা নিঃসৃত হয় উক্ত পশুর উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হ'তে' *(নাহল ১৬/৬৬)*। এখানে দুধের নির্ভেজালতা বা পিওরিটি অর্থ- তাতে গোবর ও রক্তের মিশ্রণ না থাকা।[৫] কেউ কেউ বলেছেন, الإخلاص تصفية الأعمال من الكدورات، 'আমল বা কাজকে দূষণমুক্ত করাই ইখলাছ'।[৬]

হুযায়ফা আল-মার'আশী (রহঃ) বলেছেন, الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن– 'বান্দার কাজ ভেতর-বাহির থেকে এক রকম হওয়াকে ইখলাছ বলে'।[৭] কেউ কেউ বলেছেন, الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مجازيا سواه– 'নিজের আমলের উপর আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাক্ষী এবং প্রতিদানদাতা হিসাবে না মানার নাম ইখলাছ'।[৮]

সালাফে ছালেহীন থেকে ইখলাছের আরো কিছু অর্থ বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

(১) আমল শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্য হবে, তাতে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কোন অংশ থাকবে না। (২) সৃষ্টিকুলের মনঃস্তুষ্টি সাধন থেকে আমলকে মুক্ত করা। (৩) সবরকম কলুষ-কালিমা থেকে আমলকে মুক্ত রাখা।[৯]

আর মুখলেছ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র সঙ্গে তার আন্তরিক সম্পর্ক তৈরী হওয়ার কারণে জনগণের অন্তরে তার প্রতি যত রকম শ্রদ্ধা-ভক্তি জন্মে সে তার কোন পরোয়া করে না এবং তার আমলের বিন্দু-বিসর্গও মানুষ টের পাক তা সে পসন্দ করে না। শরী'আতে যেমন তেমনি মানুষের কথাতেও বহু ক্ষেত্রে ইখলাছের স্থলে নিয়ত শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ফকীহদের মতে নিয়ত হ'ল ইবাদতকে অভ্যাস থেকে এবং এক ইবাদতকে অন্য ইবাদত থেকে পৃথক করা।[১০] ইবাদতকে অভ্যাস থেকে আলাদা করার উদাহরণ যেমন দেহ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য গোসল একটি অভ্যাসমূলক আমল। অপরদিকে জানাবাত বা দৈহিক অপবিত্রতা জনিত গোসল ইবাদতমূলক আমল। এখানে জানাবাতের গোসলের নিয়ত করলে তা অভ্যাসমূলক গোসল থেকে পৃথক হয়ে যাবে।

আবার এক ইবাদত থেকে অন্য ইবাদত পৃথক করার উদাহরণ যেমন, যোহর ছালাত থেকে আছর ছালাত পৃথক করা। উক্ত সংজ্ঞানুসারে নিয়ত ইখলাছের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু যখন শর্তহীন ভাবে নিয়ত শব্দ উল্লেখ করা হবে এবং তা দ্বারা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিবেদিত ইবাদতকে পৃথক করা বুঝাবে যেমন ইবাদত কি অংশীদারমুক্ত এক আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে নাকি অন্যের উদ্দেশ্যে- তখন অবশ্য নিয়ত ইখলাছের অর্থে আসবে।

ইবাদতে ইখলাছ আর ইবাদতে সত্য উভয়ই কাছাকাছি অর্থবোধক। অবশ্য উভয়ের মধ্যে কিছু তফাৎও রয়েছে। **প্রথম পার্থক্য :** সত্য মূল এবং ইখলাছ তার শাখা ও অনুগামী। **দ্বিতীয় পার্থক্য :** কাজে মশগূল না হওয়া পর্যন্ত ইখলাছ আছে কি-না তা বুঝা যায় না। কিন্তু কাজে নামার আগেও কখনো কখনো সত্য উদ্ভাসিত হয়।[১১]

ইখলাছ অবলম্বনের আদেশ

ইখলাছ সম্পর্কে আল্লাহ্র বাণী :

আল্লাহ তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে তাঁর বান্দাদেরকে ইখলাছ অবলম্বনের আদেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ، 'অথচ তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খালেছ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৫)*।

নবী করীম (ছাঃ) নিজে যে ইখলাছের সাথে আল্লাহ্র ইবাদত করে থাকেন সে কথা মানুষকে জানিয়ে দিতে তিনি তাঁকে আদেশ দিয়েছেন। এ মর্মে তিনি বলেন, قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِيْنِيْ– 'বল, আমি আল্লাহ্র ইবাদত করি তাঁর জন্য আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করার মাধ্যমে' *(যুমার ৩৯/১৪)*।

তিনি আরো বলেন, قُلْ إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ– لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ– 'বল, আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ, সবই বিশ্বপালক আল্লাহ্র জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। আর এ ব্যাপারেই (অর্থাৎ শরীক না করার ব্যাপারে) আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম' *(আন'আম ৬/১৬২-১৬৩)*।

আল্লাহ নিজে জন্ম-মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন, মানুষের মাঝে কে অধিকতর ভাল কাজ করে তা দেখার জন্য। তিনি বলেছেন, الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ– 'যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর আমল করে। আর তিনি মহা পরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল' *(মুলক ৬৭/২)*।

ফুযায়েল বিন ইয়ায (রহঃ) সুন্দর আমল সম্পর্কে বলেছেন, সুন্দর আমল তাই যা অধিকমাত্রায় ইখলাছপূর্ণ এবং অধিকমাত্রায় সঠিক। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আবু আলী! অধিকমাত্রায় ইখলাছপূর্ণ এবং অধিকমাত্রায় সঠিক আমল কী? তিনি বললেন, আমল ইখলাছপূর্ণ হ'লেও যদি সঠিক নিয়মে না হয়, তবে তা কবুল হবে না; আবার সঠিক নিয়মে হ'লেও যদি ইখলাছপূর্ণ না হয় তবে তাও কবুল হবে না। ইখলাছপূর্ণ ও সঠিক হ'লেই কেবল তা কবুল হবে। যা আল্লাহ্র জন্য করা হয় তাই ইখলাছপূর্ণ এবং যা সুন্নাত অনুযায়ী হয় তাই সঠিক। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) তাঁর কথার সাথে যোগ করে

---

৫. *আত-তা'রীফাত, পৃঃ ২৮।*
৬. *ঐ।*
৭. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আত-তিবইয়ান ফী আদাবি হামালাতিল কুরআন, পৃঃ ১৩।*
৮. *মাদারিজুস সালিকীন ২/৯২।*
৯. *ঐ, ২/৯১-৯২।*
১০. *ইবনু রজব, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১/১১ পৃঃ।*
১১. *আত-তা'রীফাত, পৃঃ ২৮।*

বলেছেন, এ যেন ঠিক আল্লাহ্র বাণী, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا– ‘অতএব যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে’ *(কাহফ ১৮/১১০)*-এর প্রতিধ্বনি।[১২] কবি আমীর ছান‘আনী বলেছেন, তোমার জীবনের সময়গুলো কেটে গেছে আল্লাহ্র আনুগত্য ছাড়া। তুমিতো তোমার মনপসন্দ কাজে বিভোর ছিলে- যা কিনা শুধুই মরীচিকা। যখন তোমার কাজ শুধুই আল্লাহ্র জন্য না হবে তখন যত কিছুই তুমি বানাও না কেন তা সবই বরবাদ হবে। আমল কবুলের জন্য ইখলাছ থাকা শর্ত, সে সঙ্গে তা হ’তে হবে কুরআন ও সুন্নাহ মাফিক।

মহান আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ইহসানের পথে নিবেদিত আমলকে সর্বোত্তম দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, وَمَنْ أَحْسَنُ دِيْنًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، ‘তার চাইতে উত্তম দ্বীন কার আছে, যে তার চেহারাকে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছে ও সৎকর্ম করেছে’ *(নিসা ৪/১২৫)*। আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ হ’ল ইখলাছ আর ইহসান বজায় রাখা অর্থ সুন্নাতের অনুসরণ।

আল্লাহ তাঁর নবীকে এবং সেই সাথে তাঁর উম্মতকে মুখলেছ বান্দাদের সাথে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ، ‘আর তুমি নিজেকে ধরে রাখো তাদের সাথে যারা সকালে ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে আহ্বান করে তাঁর চেহারা কামনায়’ *(কাহফ ১৮/২৮)*।

যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাজ করে তিনি তাদের সফল বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন, فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ– ‘অতএব নিকটাত্মীয়কে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকে। এটা তাদের জন্য উত্তম, যারা আল্লাহ্র চেহারা কামনা করে। আর তারাই হ’ল সফলকাম’ *(রূম ৩০/৩৮)*।

ইখলাছওয়ালাদের প্রতি আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন সন্তুষ্ট থাকার এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى– الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهُ يَتَزَكَّى– وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى– إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى– وَلَسَوْفَ يَرْضَى– ‘সত্বর এ থেকে দূরে রাখা হবে আল্লাহভীরু ব্যক্তিকে। যে তার ধন-সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য এবং কারু জন্য তার নিকটে কোনরূপ অনুগ্রহ থাকে না যা প্রতিদান যোগ্য। কেবলমাত্র তার মহান পালনকর্তার চেহারা অন্বেষণ ব্যতীত। আর অবশ্যই সে অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে’ *(লায়েল ৯২/১৭-২১)*।

আল্লাহ জান্নাতবাসীদের গুণাবলী বলতে গিয়ে দুনিয়াতে তাদের ইখলাছ অবলম্বনের কথা বলেছেন। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لاَ نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوْرًا– ‘(এবং তারা বলে) শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমরা তোমাদের খাদ্য দান করে থাকি এবং তোমাদের নিকট থেকে আমরা কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না’ *(দাহর ৭৬/৯)*। তিনি ইখলাছ ওয়ালাদের পরকালে মহাপুরস্কার দানের ঘোষণা দিয়ে বলেন, لاَ خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا– ‘তাদের অধিকাংশ শলা-পরামর্শে কোন মঙ্গল নেই। কিন্তু যে পরামর্শে তারা মানুষকে ছাদাক্বা করার বা সৎকর্ম করার কিংবা লোকদের মধ্যে পরস্পরে সন্ধি করার উৎসাহ দেয় সেটা ব্যতীত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সেটা করে, সত্বর আমরা তাকে মহা পুরস্কার দান করব’ *(নিসা ৪/১১৪)*। তিনি আরও বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِيْ حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ– ‘যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমরা তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি ইহকালের ফসল কামনা করে, আমরা তাকে সেখান থেকে কিছু দিয়ে থাকি। কিন্তু পরকালে তার কোনই অংশ থাকবে না’ *(শূরা ৪২/২০)*।

ইখলাছ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী :

নবী করীম (ছাঃ) ইখলাছের গুরুত্ব ও নিয়তে সততার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি এ দু’য়ের উপর সকল আমলের ভিত্তি রেখেছেন। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، ‘নিশ্চয়ই প্রতিটি কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পায়’।[১৩] এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদীছ। কেননা এতে শরী‘আতের এমন একটি মূলনীতি বিধৃত হয়েছে যার আওতায় সকল ইবাদত এসে পড়ে। কোন ইবাদতই তার থেকে বাদ যায় না। সুতরাং ছালাত, ছিয়াম, জিহাদ, হজ্জ, যাকাত, দান-ছাদাক্বা ইত্যাদি প্রত্যেক ইবাদত সৎ নিয়ত ও ইখলাছের মুখাপেক্ষী। রাসূল (ছাঃ) মানুষের জন্য শুধু এই মূলনীতি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হননি; বরং তিনি বেশ কিছু আমলও উল্লেখ করেছেন এবং তাতে নিয়তের গুরুত্ব হেতু তা বিশুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এমন কিছু আমল নিম্নে তুলে ধরা হ’ল-

১২. *মাজমূ ফাতাওয়া ১/৩৩৩।*

১৩. *বুখারী হা/১; মুসলিম হা/১৯০৭; মিশকাত হা/১।*

তাওহীদ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَا قَالَ عَبْدٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَطُّ مُخْلِصًا إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِىَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ– ‘যে ব্যক্তি একনিষ্ঠচিত্তে *‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ’* বলবে, তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হবে। এমনকি আরশ পর্যন্ত এর নেকী পৌঁছানো হবে; যদি সে কাবীরা গোনাহ সমূহ থেকে বিরত থাকে’।[১৪]

মসজিদে যাওয়া : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, صَلاَةُ الرَّجُلِ فِى الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِىْ بَيْتِهِ وَفِىْ سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَامَ فِى مُصَلاَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ– ‘ব্যক্তির নিজ বাড়ীতে কিংবা বাজারে ছালাত আদায় অপেক্ষা জামা‘আতে ছালাত আদায়ে ২৫ গুণ বেশী ছওয়াব হয়। কেননা সে যখন উত্তমরূপে ওযূ করে মসজিদ পানে বের হয় এবং ছালাত আদায় ব্যতীত তার অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে তখন প্রতি পদক্ষেপে তার একটি পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং একটি গোনাহ বিদূরিত হয়। তারপর যখন সে ছালাত শেষ করে তখন ছালাতের স্থানে তার অবস্থান করা অবধি ফেরেশতারা তার জন্য এই বলে দো‘আ করতে থাকে যে, হে আল্লাহ! তাকে তুমি শান্তি দাও এবং তাকে দয়া কর। আর তোমাদের কেউ যতক্ষণ (মসজিদে) জামা‘আতে ছালাতের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ সে ছালাত আদায়ে রত বলে গণ্য হ’তে থাকে’।[১৫]

ছিয়াম : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ– ‘যে ব্যক্তি রামাযানে ঈমানের সাথে ও ছওয়াব লাভের আশায় ছিয়াম পালন করে, তার পূর্ববর্তী গোনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়’।[১৬] তিনি আরো বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا– ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে একটি ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন হ’তে সত্তর বছরের পথ দূরে রাখবেন’।[১৭]

রাতের ছালাত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ– ‘যে ব্যক্তি রামাযানের রাত্রিতে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত্রির ছালাত আদায় করে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হয়’।[১৮]

ছাদাক্বা ও আল্লাহকে স্মরণ : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِى عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّى أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ–

‘সাত শ্রেণীর লোকদের আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তাঁর বিশেষ ছায়ার নিচে স্থান দিবেন। যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক ২. ঐ যুবক যে তার প্রভুর আনুগত্যে যৌবনকে অতিবাহিত করেছে ৩. সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লটকানো থাকে ৪. সেই দুই ব্যক্তি যারা পরস্পরকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভালবাসে এবং তারা সেকারণে পরস্পরে মিলিত হয় এবং পরস্পর পৃথকও হয়। ৫. সেই ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত বংশের সুন্দরী নারী (ব্যভিচারের জন্য) আহ্বান করে আর সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৬. সেই ব্যক্তি যে গোপনে এমনভাবে দান করে যে, তার ডান হাত কি দান করে তা বাম হাত জানে না। ৭. সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার দুই চক্ষু অশ্রু বিসর্জন করে’।[১৯]

জিহাদ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ غَزَا فِى سَبِيلِ اللهِ وَلَمْ يَنْوِ إِلاَّ عِقَالاً فَلَهُ مَا نَوَى– ‘যে ইকাল (রশি) লাভের আশা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে জিহাদ করে না তার জন্য তাই মিলবে যার সে নিয়ত করবে’।[২০]

জানাযায় অংশগ্রহণ : রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ– ‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় কোন মুসলমানের জানাযার গমন করে এবং তার জানাযার ছালাত আদায় ও দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সঙ্গে থাকে, সে দুই ক্বীরাত ছওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। প্রতিটি ক্বীরাত হ’ল ওহোদ পর্বতের মতো। আর যে ব্যক্তি শুধু তার জানাযা আদায় করে, তারপর দাফন সম্পন্ন হবার পূর্বেই চলে আসে, সে এক ক্বীরাত ছওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে’।[২১]

[চলবে]

১৪. *তিরমিযী হা/৩৫৯০; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৬৪৮, সনদ হাসান।*
১৫. *বুখারী হা/৬৪৭; মিশকাত হা/৭০২।*
১৬. *বুখারী হা/৩৮; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮।*
১৭. *বুখারী হা/২৮৪০; মুসলিম হা/১১৫৩; মিশকাত হা/২০৫৩।*
১৮. *বুখারী হা/৩৭; মুসলিম হা/৭৫৯; মিশকাত হা/১২৯৬।*
১৯. *বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১।*
২০. *নাসাঈ হা/৩১৩৮; মিশকাত হা/৩৮৫০।*
২১. *বুখারী হা/৪৭; মিশকাত হা/১৬৫১।*

তাক্বদীরে বিশ্বাস

*ড. মুহাম্মাদ আবু তাহের**

উপক্রমনিকা :

ঈমানের অন্যতম রুকন হচ্ছে তাক্বদীরে বিশ্বাস। জগত সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকুলের ভাগ্য নির্ধারণ করে স্বীয় দফতর লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এ বিশ্বাসই তাক্বদীরে বিশ্বাস। এর বিপরীত বিশ্বাস বা ধারণা করা হ'ল ঈমান বিরোধী। বক্ষমান প্রবন্ধে তাক্বদীরে বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হ'ল।-

তাক্বদীরের পরিচয় :

'তাক্বদীর' শব্দের অর্থ নির্ধারণ করা বা নির্দিষ্ট করা। শারঈ পরিভাষায় তাক্বদীর হ'ল আল্লাহ কর্তৃক বান্দার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল বিষয় নির্ধারণ করা।

আল্লামা সা'দ বলেন, هُوَ تَحْدِيْدُ كُلِّ مَخْلُوْقٍ بِحَدِّهِ الَّذِيْ يُوجَدُ عَلَيْهِ مِنْ حُسْنٍ وَقُبْحٍ وَنَفْعٍ وَضَرٍّ وَمَا يَحْوِيهِ مِنْ زَمَانٍ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ ثَوَابٍ وَعِقَابٍ– 'সৃষ্টির যাবতীয় বিষয় তথা ভাল-মন্দ, উপকার-অপকার, ইত্যাদি স্থান-কাল এবং এ সবের শুভ ও অশুভ, ইষ্ট-অনিষ্ট, পরিণাম পূর্ব এবং ছওয়াব ও আযাব হ'তে নির্ধারিত হওয়া'।[১]

মূলতঃ তাক্বদীর বলতে জগতের যাবতীয় বস্তু তথা মানুষ ও জিনসহ যত সৃষ্টি রয়েছে সবকিছুর উৎপত্তি ও বিনাশ, ভাল ও মন্দ, উপকার ও অপকার ইত্যাদি কখন কোথায় ঘটবে এবং এর পরিণাম কি হবে প্রভৃতি মাখলূক সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে রেখেছেন। জগতে যা কিছু ঘটছে এবং ঘটবে সবই তাক্বদীরে লিপিবদ্ধ আছে। এর বাইরে কিছুই নেই। ছাহাবীগণ এভাবেই তাক্বদীর-এর পরিচয় তুলে ধরেছেন। ত্বাঊস বলেন, أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُوْنَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ– 'আমি বহু ছাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, তাঁরা বলতেন, প্রত্যেক জিনিসই তাক্বদীর অনুসারে সংঘটিত হয়'।[২] রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ أَوِ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ 'প্রত্যেক জিনিসই তাক্বদীর অনুসারে সংঘটিত হয়ে থাকে। এমনকি অক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা'।[৩]

তাক্বদীর লেখার সময় :

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করেছেন আসমান-যমীন সৃষ্টির ৫০ হাযার বছর পূর্বে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ– 'আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জগতের ভাগ্য লিখে রেখেছেন আকাশ সমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে'।[৪]

তাক্বদীর-এর বিষয় অজ্ঞাত :

তাক্বদীর একটি গায়েবী বিষয়, যা মহান আল্লাহ ব্যতীত কেউ অবগত নয়। আল্লাহ তা'আলা তাক্বদীরের বিষয় সৃষ্টিকুল থেকে গোপন রেখেছেন। এজন্য রাসূল (ছাঃ) এ প্রসঙ্গে অহেতুক বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে নিষেধ করেছেন।[৫] একদিন ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে কেবল তাক্বদীরের উপর ভরসা করে সকল আমল ছেড়ে দেওয়ার আবেদন জানালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা নেক আমল করে যাও। কেননা যাকে যেজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার পক্ষে সে কাজ সহজসাধ্য হবে। যারা সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত তাদের জন্য সেরূপ আমল এবং যারা দুর্ভাগাদের অন্তর্ভুক্ত তাদের জন্য সেরূপ আমল সহজ করে দেওয়া হয়েছে'।[৬]

তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনার গুরুত্ব :

তাক্বদীর ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুকন। হাদীছে জিবরীলে এ ব্যাপারে উল্লেখ আছে যে, জিবরীল (আঃ) যখন রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ঈমান কি? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ 'ঈমান হচ্ছে আল্লাহ্র উপরে তাঁর ফেরেশতার উপরে, তাঁর রাসূলগণের উপরে, তাঁর কিতাব সমূহের উপরে, বিচার দিবসের উপরে এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপরে বিশ্বাস রাখা'।[৭] অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ يُؤْمِنُ بِأَرْبَعٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّى مُحَمَّدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ عَبْدٌ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ– 'কোন বান্দাই মুমিন হ'তে পারবে না যতক্ষণ না এই চারটি কথায় বিশ্বাস করবে, ১. এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল। তিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। ২. মৃত্যুতে বিশ্বাস করবে। ৩. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করবে। ৪. তাক্বদীরে বিশ্বাস করবে'।[৮]

তাকদীর অস্বীকার করার বিধান :

তাক্বদীর অস্বীকার করা কবীরা গুনাহ এবং অস্বীকারকারী মুমিন থাকে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْقَدَرِيَّةُ مَجُوْسُ هَذِهِ الأُمَّةِ إِنْ مَرِضُوْا فَلاَ تَعُوْدُوْهُمْ وَإِنْ مَاتُوْا فَلاَ تَشْهَدُوْهُمْ 'কাদারিয়ারা এ উম্মতের অগ্নিপূজক। তারা অসুস্থ হ'লে দেখতে যাবে না এবং তারা মারা গেলে জানাযায় হাযির হবে না'।[৯]

---

* পরিচালক, কিউসেট, সিলেট।

১. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, তাকদীর শব্দের ব্যাখ্যা দ্রঃ।
২. মুসলিম হা/২৬৫৫; রিয়াযুছ ছালেহীন, পৃঃ ২৮২।
৩. মুসলিম হা/২৬৫৫; মিশকাত হা/৮০।
৪. মুসলিম হা/২৬৫৩; মিশকাত হা/৭৯।
৫. তিরমিযী হা/২১৩৩; মিশকাত হা/৯৮।
৬. বুখারী হা/৪৯৪৯; মুসলিম হা/২৬৪৭; মিশকাত হা/৮৫।
৭. ইবনু মাজাহ হা/৬৩; তিরমিযী হা/২৬১০, সনদ ছহীহ।
৮. তিরমিযী হা/২১৪৫; ইবনু মাজাহ হা/৮১; মিশকাত হা/১০৪, সনদ ছহীহ।
৯. আবু দাউদ হা/৪৬৯১; মিশকাত হা/১০৭, সনদ হাসান।

তাক্বদীর বা ভাগ্যে বিশ্বাসের রুকন :

তাক্বদীর বা ভাগ্যে বিশ্বাসের মূল চারটি বিষয় রয়েছে। এ চারটি বিষয়ে বিশ্বাসের সমন্বিত নাম পূর্ণ তাক্বদীর বিশ্বাস। যথা- ১. আল্লাহ্র জ্ঞান সম্বন্ধে বিশ্বাস, ২. আল্লাহ্র লিখন বা লাওহে মাহফূযে বিশ্বাস, ৩. আল্লাহ্র ইচ্ছা সম্পর্কে বিশ্বাস ও ৪. আল্লাহ্র সৃষ্টি সম্পর্কে বিশ্বাস।

১. আল্লাহ্র জ্ঞান সম্বন্ধে বিশ্বাস : আল্লাহ সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন, তাঁর জ্ঞানের বাইরে কিছুই নেই। তিনি আদি-অনন্ত ও অন্তর্যামী। আর সকল বিষয় ঘিরে আছে তাঁরই জ্ঞান। আল্লাহ বলেন, أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ 'তুমি কি জানো না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ জানেন' *(হজ্জ ২২/৭০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِيْ كِتَابٍ مُبِيْنٍ– 'আর গায়েবের চাবিকাঠি তাঁর কাছেই রয়েছে। তিনি ব্যতীত কেউই তা জানে না। স্থলভাগে ও সমুদ্রভাগে যা কিছু আছে, সবই তিনি জানেন। গাছের একটি পাতা ঝরলেও তা তিনি জানেন। মাটিতে লুক্কায়িত এমন কোন শস্যদানা নেই বা সেখানে পতিত এমন কোন সরস বা শুষ্ক ফল নেই, যা (আল্লাহ্র) সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই' *(আন'আম ৬/৫৯)*। তিনি আরো বলেন, عَالِمِ الْغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِيْ الْأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَّ فِيْ كِتَابٍ مُبِيْنٍ– 'তিনি অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে অনু পরিমাণ বস্তুও তাঁর অগোচরে নয়। আর তার চাইতে ছোট ও বড় সবকিছু সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে' *(সাবা ৩৪/৩)*। হাদীছে এসেছে, سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اللهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ. 'রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয় মুশরিকদের ছোট বাচ্চা সম্বন্ধে (তারা জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে যাবে)। তিনি বললেন, আল্লাহ ভাল জানেন, সে (বড় হয়ে) কি আমল করত'।[১০]

কুরআন-হাদীছের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ রাখেন। এসবের অণুপরিমাণ তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই। এমনকি মানুষ অন্তরে যে কল্পনা করে আল্লাহ তাও জানেন। সুতরাং এ বিশ্বাস থাকতে হবে যে আল্লাহ্র জ্ঞানের বাইরে বা তাঁর অজানা কিছুই নেই।

২. সব কিছুই লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ রয়েছে : সৃষ্টির পূর্বে ও পরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সে বিষয় আল্লাহ স্বীয় জ্ঞানে একটি কিতাব লিখে রেখেছেন, যা কুরআনের ভাষায় লাওহে মাহফূয। ভাগ্যনামা লিখন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِيْ إِمَامٍ مُبِيْنٍ 'আর প্রত্যেক বস্তু আমরা স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি' *(ইয়াসীন ৩৬/১২)*। তিনি আরো বলেন, قُلْ لَنْ يُصِيْبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا– 'তুমি বল, আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত কিছুই আমাদের নিকট পৌঁছবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক' *(তওবা ৯/৫১)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে ছিলাম। তিনি বললেন, হে বালক! আমি তোমাকে কিছু কথা শিক্ষা দিব। তুমি আল্লাহ্র অধিকার সংরক্ষণ কর, তবে তিনি তোমাকে হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহকে লক্ষ্য রাখবে, তাহ'লে তাঁকে তোমার সামনে পাবে। আর যখন তুমি কোন সাহায্য চাইবে, তখন আল্লাহ্র কাছেই চাইবে। আর তুমি একথা জেনে রাখো যে, সমস্ত মানুষ যদি একত্রিত হয় তোমার কোন উপকার করার জন্য, তবে তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না অতটুকু ব্যতীত যা আল্লাহ তোমার ভাগ্যলিপিতে লিখে রেখেছেন। আর যদি তারা সকলে একত্রিত হয় তোমার কোন ক্ষতি করার জন্য, তাহ'লে তারা তোমার কোন ক্ষতিও করতে পারবে না অতটুকু ব্যতীত যা আল্লাহ তোমার ভাগ্যলিপিতে লিখে রেখেছেন। ভাগ্যনামা লিখার কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর ঐ খাতাগুলো শুকিয়ে গিয়েছে'।[১১]

৩. আল্লাহ্র ইচ্ছা কার্যকর : অর্থাৎ এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্র ইচ্ছায় সবকিছু কার্যকর হয়ে থাকে। আকাশ ও যমীনে আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হয় না। তিনি যা করেন তাকে জিজ্ঞেস করার কেউ নেই। কিন্তু অপর সকলেই জিজ্ঞাসিত হয়। তিনি যা করতে ইচ্ছা করেন তখন সে বস্তুকে আদেশ দান মাত্র তা হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ– 'যখন তিনি কিছু করতে ইচ্ছা করেন তখন তাকে কেবল বলে দেন, হও। অতঃপর তা হয়ে যায়' *(ইয়াসীন ৩৬/৮২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَا تَشَاءُوْنَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ 'আর তোমরা ইচ্ছা করতে পারো না কেবল অতটুকু ব্যতীত যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন। যিনি বিশ্বচরাচরের পালনকর্তা' *(তাকভীর ৮১/২৯)*। তিনি আরো বলেন, وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّيْ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ– 'আর তুমি কোন বিষয়ে বলো না যে, ওটা আমি আগামীকাল করব। (বরং তুমি বলো) 'যদি আল্লাহ চান' *(কাহফ ১৮/২৩)*। আল্লাহ আরো বলেন, فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا– 'অতঃপর আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান

১০. *বুখারী হা/১৩৮৩; মুসলিম হা/২৬৫৯।*

১১. *তিরমিযী হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৫৩০২, সনদ ছহীহ।*

তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে বিপথগামী করতে চান তার বক্ষকে অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন' *(আন'আম ৬/১২৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ قُلُوْبَ بَنِى آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ– 'নিশ্চয়ই আদম সন্তানের অন্তঃকরণ সমূহ করুণাময়ের আঙ্গুল সমুহের মধ্যেকার দু'টি আঙ্গুলের মাঝে একটি অন্তরের মত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন তাকে পরিবর্তন করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, হে আল্লাহ, হৃদয় সমূহের পরিবর্তনকারী! আমাদের হৃদয়গুলোকে তোমার আনুগত্যে ফিরিয়ে দাও'।[১২]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন বিষয়ে কার্যকর হওয়ার জন্য সৃষ্টিকুলের ইচ্ছা যথেষ্ট নয়। তাদের ইচ্ছার সাথে আল্লাহ্র ইচ্ছার মিল অবশ্যই থাকতে হবে। তাহ'লেই তা কার্যকর হবে। কারণ কাজ করার জন্য সৃষ্টিকুলের যে শক্তির প্রয়োজন হয় তা কেবল সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ই দিয়ে থাকেন। এজন্য আল্লাহ্র ইচ্ছার প্রয়োজন। তাই সৃষ্টিকুলের ইচ্ছা আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। অনেক সময় মানুষ কিছু করার সংকল্প করে। কিন্তু পরে দেখা যায় তা কার্যকর হয়নি। অতএব কেউ যদি নিজের ইচ্ছাকে সবকিছু মনে করে আল্লাহ্র ইচ্ছাকে অস্বীকার করে তবে সে বেঈমানে পরিণত হবে।

৪. আল্লাহ্র সৃষ্টি সম্পর্কে বিশ্বাস : আল্লাহ ব্যতীত কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। একমাত্র তিনিই জগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেক বিচরণকারী এবং তার কাজও তিনি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا– 'আর তিনি সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে যথাযথ পরিমিতি দান করেছেন' *(ফুরক্বান ২৫/২)*। তিনি আরো বলেন, اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ– 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো' *(আন'আম ৬/১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَسْبَحُوْنَ– 'তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। প্রত্যেকেই আকাশে আপন কক্ষপথে বিচরণ করে' *(আম্বিয়া ২১/৩৩)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, اَلَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً– 'যিনি সৃষ্টি করেছেন জীবন এবং মরণ যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ' *(মুলক ৬৭/২)*। তিনি বলেন, هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، 'আল্লাহ ব্যতীত কোন সৃষ্টিকর্তা আছে কি যিনি তোমাদেরকে আকাশ ও যমীন থেকে রিযিক দান করেন'? *(ফাতির ৩৫/৩)*। তিনি আরো বলেন, وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ– 'আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যেসব কাজ কর তাকেও' *(ছফফাত ৩৭/৯৬)*।

অতএব আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ মানুষের কর্মশক্তি এবং তারা যা তৈরী করে তাতে আল্লাহ্র লিখন ও ইচ্ছা মিলিত হ'লে তা তৈরী হয়। তাই কেউ যদি আল্লাহ্র কোন সৃষ্টিকে অবিশ্বাস করে তাহ'লে তাকদীরকে অবিশ্বাস করা হবে। ফলে সে ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

তাকদীরের প্রকারভেদ :

তাকদীর সাধারণত দুই প্রকার হয়ে থাকে। ১. অপরিবর্তনীয় (مبرم)। ২. পরিবর্তনশীল (معلق)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে' *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ 'প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংস হবে তাঁর চেহারা ব্যতীত' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৮)*।

প্রথম আয়াতে বলা হয় প্রত্যেক প্রাণীকেই মরতে হবে। ২য় আয়াতে আল্লাহ ব্যতীত সকল জিনিসের ধ্বংস হওয়া অনিবার্য। এতে কোন পরিবর্তন নেই। এটা অপরিবর্তনীয় ভাগ্য। ২য় বিষয় যে কোন প্রাণী কখন মরবে তা আল্লাহ্র ইচ্ছায় কিছু আগে পরে হ'তে পারে। তাই ভাগ্যের কিছু অংশ পরিবর্তনশীল থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ 'আল্লাহ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন। আর তাঁর নিকটেই রয়েছে মূল কিতাব' *(রা'দ ১৩/৩৯)*।

এই আয়াতের তাফসীরে ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, দু'টি কিতাব আছে। একটিতে কম-বেশী হয়ে থাকে। কারো দো'আ কিংবা ভাল-মন্দ কাজের কারণে ভাগ্যলিপিতে যে পরিবর্তন হয় সেটা কোন সময়ে বিশেষ শর্তের সাথে সংযুক্ত থাকে। শর্ত পাওয়া গেলে পরিবর্তন হবে, আর শর্ত না পাওয়া গেলে পরিবর্তন হবে না। ভাগ্য পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ 'আল্লাহ্র ফায়ছালাকে কোন বস্তু পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না দো'আ ব্যতীত'।[১৩]

অর্থাৎ আল্লাহ স্বীয় ফায়ছালার পরিবর্তন করেন যখন বান্দা তাঁর নিকটে দো'আ করে। ছহীহ হাদীছে রয়েছে যে রক্ত সম্পর্ক রক্ষাকারীর আয়ু বৃদ্ধি পায়। আনাস বিন মালিক (রাঃ)

১২. *মুসলিম হা/২৬৫৪; মিশকাত হা/৮৯।*

১৩. *তিরমিযী হা/২১৩৯; মিশকাত হা/২২৩৩; ছহীহাহ হা/১৫৪।*

হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ– 'যে ব্যক্তি পসন্দ করে যে তার রূযী বৃদ্ধি হোক এবং তার আয়ু দীর্ঘায়িত হোক সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে'।[১৪] উক্ত আয়াত ও হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দো'আ ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখলে রিযক্ব ও আয়ু বৃদ্ধি পায়।

তাক্বদীর নিয়ে বিতর্ক করা :

তাক্বদীরের উপর ঈমান রাখা আবশ্যক। তাক্বদীর নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ এ বিতর্ক অনেক ক্ষেত্রে কুফরী ও নাস্তিকতার পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدَرِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّمَا فُقِئَ فِيْ وَجْنَتَيْهِ الرُّمَّانُ فَقَالَ أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْا فِيْ هَذَا الأَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تَتَنَازَعُوْا فِيْهِ–

একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বের হয়ে আমাদের নিকট আসলেন আমরা তখন তাক্বদীর সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত ছিলাম। এ দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের উপর এত রাগ করলেন যে, রাগে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা মোবারক লাল হয়ে গেল, যেন তাঁর গণ্ডদেশে আনারের দানা নিংড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর তিনি বললেন, তোমাদেরকে কি এ বিষয়ে হুকুম করা হয়েছে, না কি আমি এ নিয়ে তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ বিষয়ে বির্তকে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে তোমাদেরকে বলছি, তোমরা এ বিষয়ে কখনো যেন বিতর্কে লিপ্ত না হও'।[১৫]

তাক্বদীরের স্তরসমূহ :

কুরআন-হাদীছের আলোচনায় দেখা যায় ভাগ্যের পাচঁটি স্তর রয়েছে। ১. সাধারণ ভাগ্য ২. মানুষের ভাগ্য ৩. সারা জীবনের ভাগ্য ৪. বার্ষিক ভাগ্য ৫. দৈনন্দিন ভাগ্য।

১. সাধারণ ভাগ্য হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টি জগতের ভাগ্য যা আকাশ এবং যমীন সৃষ্টির ৫০ হাযার বছর পূর্বে আল্লাহ লাওহে মাহফূযে লিখে রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, সৃষ্টি জগতের ভাগ্য আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে লিখিত হয়েছেন।[১৬] এই সাধারণ ভাগ্যলিপির মাঝে সকল সৃষ্টিই অন্তর্ভুক্ত।

২. দ্বিতীয় প্রকার ভাগ্য মানুষের ভাগ্য লিপি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِيْنَ– 'আর (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক বনু আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদের বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলল, হ্যাঁ। আমরা সাক্ষী থাকলাম। (এটা এজন্য) যাতে তোমরা ক্বিয়ামতের দিন বলতে না পার যে, আমরা এ বিষয়ে জানতাম না' *(আ'রাফ ৭/১৭২)*।

ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এ আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি ডান হাত আদমের পিঠে বুলান। অতঃপর তা থেকে কিছু সন্তান বের করেন। তারপর বলেন, এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা জান্নাতীদের মত আমল করবে। এরপর তিনি আবার আদমের পিঠে হাত বুলান তা থেকে কিছু সন্তান বের করে বলেন, এদেরকে আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। এরা জাহান্নামীদের মত কাজ করবে। তখন একজন লোক বলল, তবে আমল কিসের জন্য হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন এমনকি তখন তাকে জান্নাতীদের কাজে ব্যবহার করবেন এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে জান্নাতীদের কাজ করা অবস্থায়। অতঃপর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যদি কোন বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন তাকে জাহান্নামীদের কাজে ব্যবহার করেন। জাহান্নামীদের কাজে তার মৃত্যু হবে। আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন'।[১৭]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَ يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَ يَسْمَعُوْنَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ– 'আমরা বহু জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য। যাদের হৃদয় আছে কিন্তু বুঝে না। চোখ আছে কিন্তু দেখে না। কান আছে কিন্তু শোনে না। ওরা হ'ল চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চাইতে পথভ্রষ্ট। ওরা হ'ল উদাসীন' *(আ'রাফ ৭/১৭৯)*।

যারা তাদের জ্ঞান দ্বারা ভাল-মন্দের বিচার করে না বরং নিষিদ্ধ কাজ করে বেড়ায়। তারা চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শুনে উপদেশ গ্রহণ করে না, অন্যায়-অপকর্মে লিপ্ত হয়ে থাকে। এসব মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট। এরাতো তারা যাদেরকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ এসব লোকদের জাহান্নামে দিচ্ছেন তাদের কৃতকর্মের জন্য। তিনি ইচ্ছা করে জাহান্নামে দিচ্ছেন না।

১৪. বুখারী হা/৫৯৮৬; মুসলিম হা/২৫৫৭; মিশকাত হা/৪৯১৮।
১৫. তিরমিযী হা/২১৩৩; মিশকাত হা/৯৮, সনদ হাসান।
১৬. মুসলিম হা/২৬৫৩; মিশকাত হা/৭৯।
১৭. আবু দাউদ হা/৪৭০৩, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৯৫।

৩. ভাগ্যের তৃতীয় স্তর হ'ল সারা জীবনের ভাগ্য : আল্লাহ যখন মায়ের গর্ভে মানুষের আকৃতি সৃষ্টি করে তার ভিতরে রূহ দান করে তাকে জীবিত করেন, তখন তার ভাগ্যলিপিতে কিছু বিষয় লিখে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের প্রত্যেকে তার মায়ের পেটের মধ্যে চল্লিশ দিন বীর্য রূপে জমা থাকে। তারপর পরিবর্তিত হয়ে রক্তপিণ্ডের আকার হয়। তারপর পরিবর্তিত হয়ে গোশতপিণ্ড হয়। তারপর আল্লাহ তার কাছে ফেরেশতা পাঠিয়ে রূহ ফুঁকে দেন। আর তার প্রতি চারটি নির্দেশ করা হয়। লিখে দেওয়া হয় তার আয়ু এবং তার রূযী, তার আমল এবং সে দুর্ভাগা না সৌভাগ্যবান। অতঃপর তার মাঝে রূহ ফুঁকে দেওয়া হয়। তোমাদের অপর কেউ জাহান্নামের কাজ করবে, অবশেষে তার এবং জাহান্নমের মাঝে এক গজ বাকী থাকবে। তখন তার ভাগ্যলিপি অগ্রগামী হয়ে যাবে। ফলে সে জান্নাতীদের মত কাজ করবে আর সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। তোমাদের একজন জান্নাতবাসীদের মত কাজ করতে থাকে পরিশেষে তার ও জান্নাতে মাঝে এক গজ বাকী থাকে। এ অবস্থায় তার ভাগ্যলিপি অগ্রগামী হয়ে যায়। ফলে সে জাহান্নামীদের মত কাজ করবে, আর সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[১৮]

হাদীছটিতে মানুষের সারা জীবনের কর্ম সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে, যা তার মায়ের পেটে রূহ দেওয়ার সাথে লিখে দেয়া হয়েছে। এটাই তার সারা জীবনের ভাগ্যলিপি। হাদীছের শেষাংশে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কোন লোক সারা জীবন জান্নাতের কাজ করে শেষে তার ভাগ্য তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। কারণ মানুষ ভাল কাজ করে অনেক ক্ষেত্রে সে অহংকারী হয়ে যায়। যেমন সে চিন্তা করে, আমি এত ভাল কাজ করছি, আমি জান্নাতে যাব না তবে কে যাবে? অথবা তার ভাল কাজের দ্বারা তার সম্মান ও খ্যাতি অর্জন লক্ষ্য ছিল ইত্যাদি। এরূপ বহু কাজের ফলে তার আমলগুলো নষ্ট হয়ে সে জাহান্নামে চলে যাবে। আর অপর ব্যক্তি সারা জীবন খারাপ কাজ করেছে। কিন্তু জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তার অনুভূতি জাগে, সে তওবা করে। সব অন্যায় কাজ পরিহার করে ও আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করতে থাকে। ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাই সর্বাবস্থায় বান্দার জ্ঞান থাকতে হবে কিসে তার আমল নষ্ট হয়, কিসে তার আমলের নেকী বৃদ্ধি পায়। নচেৎ শিরক করে জীবনের সমস্ত আমল বরবাদ করে দিবে সামান্য কথা ও কাজের মাধ্যমে।

৪. ভাগ্যের চতুর্থ স্তর হ'ল বার্ষিক ভাগ্য : বৎসরের নির্দিষ্ট এমন কোন সময় আছে যখন আল্লাহ এ বৎসরের পরিকল্পনা ফেরেশতাদের কাছে প্রদান করেন। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ، أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ– 'নিশ্চয়ই আমরা একে নাযিল করেছি এক বরকতময় রাত্রে। নিশ্চয়ই আমরা সতর্ককারী। এ রাতে প্রতিটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থির করা হয়েছে। আমাদের আদেশক্রমে আমরাই প্রেরণকারী' *(দুখান ৪৪/৩-৫)*।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ওটা হচ্ছে কুরআন অবতরণের রাত। ঐ রাত্রে সৃষ্টি সম্পর্কিত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত দেয়া হয় লাওহে মাহফূযে রক্ষিত মূল গ্রন্থ থেকে আগামী এক বৎসরের ঘটিতব্য বিষয়। অর্থাৎ এ বছর শবে ক্বদর হ'তে। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সকল ফায়ছালা এ রাত্রিতে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে অর্পণ করা হয়। যা আল্লাহ তা'আলা মানুষ জন্মের পূর্বে লাওহে মাহফূযে লিখে রেখেছেন। এ রাত্রিতে এগুলো স্থির করার অর্থ এই যে, ফেশেতাগণের মাধ্যমে তাক্বদীর প্রয়োগ করা হয়, তাদের কাছে এ রাত্রে অর্পণ করা হয় *(কুরতবী, দুখান ৪ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

৫. ভাগ্যের পঞ্চম স্তর হ'ল দৈনিক ভাগ্য :

মহান আল্লাহ বলেন, يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَأْنٍ– 'আকাশ সমূহে ও পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই আল্লাহ্র কাছে প্রার্থী। তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত' *(আর-রহমান ৫৫/২৯)*।

তাফসীরে ইবনে কাছীরে 'শান'-এর ব্যাখায় বলেন, আল্লাহ্র শান হ'ল যে তাঁকে ডাকবে তার ডাকে সাড়া দেওয়া, যে তাঁর কাছে চায় তাকে দান করা। অভাবগ্রস্তের অভাব দূর করা। গুনাহগার ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করা। সমস্ত যমীনবাসী ও আকাশবাসীর প্রতিদিনের প্রয়োজন পূরণ করা। ইবনে জারীরের বরাতে ইবনে কাছীর বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তখন ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এ শান কি? তিনি বললেন, গুনাহ সমূহকে ক্ষমা করা, দুঃখ-কষ্ট দূর করা, মানুষের উন্নতি অবনতি করা। ইবনে কাছীর আরও বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ তা'আলা লাওহে মাহফূযকে সাদা মূর্তি দ্বারা বানিয়েছেন তার দু'পাশ লাল ইয়াকূত পাথরের, তার কলম নূরের, তার দৈর্ঘ্য আকাশ ও যমীনের সমান, প্রতিদিন তিনশত ষাট বার দৃষ্টিপাত করেন। প্রতি দৃষ্টিপাতে তিনি নতুন সৃষ্টি করেন এবং জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন। আর সম্মান দেন ও লাঞ্ছিত করেন এবং যা ইচ্ছা তিনি তা করতে পারেন। *(তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা কাফ ২৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশ যখন বাকী থাকে তখন আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশে নেমে এসে বলেন, কে আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার কাছে চায় আমি তাকে দান করব? কে আমার কাছে ক্ষমা চায় আমি তাকে ক্ষমা করব'।[১৯] সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ বান্দার ডাকে সাড়া দিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য

১৮. বুখারী হা/৩৩৩২; মুসলিম হা/২৬৪৩; মিশকাত হা/৮২।

১৯. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩।

বান্দার অভিযোগ পুরা করেন। ফলে কারো রূযী বেড়ে যায় কারো রূযী কমে যায়। কারো হায়াত বৃদ্ধি পায়, কারো কমে যায়। কেউ তওবা করে পাপের পথ পরিহার করে। এসব কাজ প্রতি দিনের ভাগ্যের অন্তর্ভুক্ত।

তাক্বদীর বিরোধী কিছু কাজ ও উক্তি :

মানুষ বিভিন্ন সময় তাক্বদীর বিরোধী কাজ করে বা কথা বলে থাকে। তা জ্ঞাতসারেও হয়। যা মারাত্মক গুনাহের কাজ। হিংসা করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র কৃত ভাগ্যের বিরুদ্ধে আপত্তি করা। কারণ হিংসুক ব্যক্তি আল্লাহ্র সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারে না। তাই সে বলে থাকে অমুক ব্যক্তিকে দেয়া হয়েছে অথচ সে এটার যোগ্য নয়। অমুককে বঞ্চিত করা হয়েছে অথচ সে এটার যোগ্য ছিল। এ কথা বলার ফলে হিংসুক ব্যক্তি আল্লাহ্র সৃষ্টি কৌশল ও তাঁর নির্ধারিত তাক্বদীরের সিদ্ধান্তকে ভুল মনে করে। তাই পূর্ণাঙ্গ ঈমানের দাবী হচ্ছে হিংসা পরিহার করে সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহ্র নির্ধারিত ভাগ্যকে বিশ্বাস করে আল্লাহ্র সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়া। আল্লাহ সকলের ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন। তিনি যাকে চান দান করেন, যাকে চান তার রহমত থেকে বঞ্চিত করেন। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ শুনে একথা বলা যে লোকটি অকালে মারা গেল। এরূপ বলাও ভুল। কারণ তার জন্য আল্লাহ্র নির্ধারিত বয়সসীমা শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ যেটা নিয়ে যান সেটা তার আর যেটা দেন সেটাও তার। সুতরাং আল্লাহ নির্ধারিত ভাগ্যে বিশ্বাস করা যরূরী। আর গণকদের নিকট গিয়ে ভাগ্যের বিষয় জানার এবং ভবিষ্যতের খবরাখবর জানার চেষ্টা করা, তাদেরকে সত্যবাদী মনে করা তাক্বদীরে বিশ্বাসের বিপরীত।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً– 'যে ব্যক্তি গণকের নিকট যায় আর সে যা বলে তা বিশ্বাস করে তার চল্লিশ দিনের ছালাত ক্ববূল হবে না'।[২০]

অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল এবং ইচ্ছাকৃত অন্যায়ের জন্য ভাগ্যের দোহাই দেয়া সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, সৌভাগ্যবান দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ করে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ 'অতএব তুমি ছবর কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। আর তুমি স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর' *(মুমিন ৪০/৫৫)*। আর হতভাগা ব্যক্তি বিপদের সময় অধৈর্য হয় এবং ভাগ্যের দোহাই দিয়ে তা ঢাকার চেষ্টা করে।

আল্লাহ্র আইন ভঙ্গকারী পাপী বান্দার বিরুদ্ধে আল্লাহ্র শাস্তি মূলক কোন সিদ্ধান্ত মানুষ জানতে পারে না যতক্ষণ সে শাস্তি তার উপর কার্যকর না হয়। তাই আল্লাহ্র শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র কাছে এই বলে দো'আ করতেন, وَقِنِى شَرَّ مَا قَضَيْتَ 'হে আল্লাহ! তুমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছ তার কুফল থেকে আমাকে বাঁচাও'।[২১]

তিনি উম্মতকে এভাবে দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন যে, يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ– 'তোমরা আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় কামনা করে বল, হে আল্লাহ! তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি বিপদের কঠোরতা থেকে ও দুর্ভাগ্যের ধর-পাকড় থেকে এবং আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের অনিষ্ট থেকে। আর শত্রুদের খুশি হওয়া থেকে'।[২২]

মানুষ জ্ঞাতসারে অন্যায় করুক অথবা অজ্ঞাতসারে, তার ঐ অন্যায়ের জন্য অল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চেয়ে কান্নাকাটি করতে হবে। কিন্তু তা না করে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে বেপরওয়া আচরণ করলে অল্লাহ্র ক্রোধে পড়তে হবে। জ্ঞাতসারে যে গুনাহ করবে সেটাতো মারাত্মক পাপ। কিন্তু বান্দা অপরাধ করার পর তার মধ্যে যখন অনুশোচনা আসে তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন।

তাক্বদীর অস্বীকারকারীদের যুক্তি খণ্ডন :

কুরআন ও সুন্নাহ প্রমাণ করে তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস ঈমানের রুকনসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বীনের মূলনীতির অন্যতম। এটাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত-এর আক্বীদা। এ থেকে বিচ্যুত হয়েছে ক্বাদারিয়া ও জাবারিয়ারা। এই দল দু'টি পরস্পর বিরোধী।

ক্বাদারিয়ারা বান্দার বাসনা, ইচ্ছা ও জবাবদিহিতা প্রমাণকারী দলীলসমূহ প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছে। বস্তুতঃ তাদের এ কাজ সঠিক। কিন্তু তারা তাক্বদীরকে ও তাক্বদীর প্রমাণকারী দলীল সমূহকে অস্বীকার করেছে। জাবরিয়ারা তাদের মোকাবিলা করেছে উল্টোভাবে, তাক্বদীর প্রমাণ করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তাতে বাড়াবাড়িও করেছে। ফলে মানুষকে সকল কর্মের ব্যাপারে তারা অপারগ জ্ঞান করে। তারা কাদারিয়াদের সকল দলীল অস্বীকার করে।

কাদারিয়াদের বিশ্বাসের খণ্ডন :

ছহীহ মুসলিমের প্রথম হাদীছের ভূমিকায় ইমাম মুসলিম বছরার একজন ব্যক্তিকে তাক্বদীরের ব্যাপারে প্রথম পথভ্রষ্ট হিসাবে উল্লেখ করেন। তার নাম মু'আয আল-জুহানী। তার থেকেই প্রথম এই বিভ্রান্তি শুরু হয়ে যুগে যুগে নানা গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়, যারা তাক্বদীর সম্বন্ধে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা প্রদান করে। যেমন মু'তাযিলা, জাহমিয়াহ ও আশ'আরিয়া সম্প্রদায়।

ক্বাদারিয়ারা তাক্বদীরে বিশ্বাস করে না। তারা বলে, মানুষ তার ভাগ্য নিজেই সৃষ্টি করে। মানুষ কাজ করার পূর্বে তার ভাগ্য সম্বন্ধে কোন কিছু লিখা হয় না। কাজের পরও কিছু লিখা হয় না। বিভিন্নভাবে কাদারিয়াদের বিশ্বাস খণ্ডন করা যায়।

---

২০. মুসলিম হা/২২৩০; মিশকাত হা/৪৫৯৫।

২১. আবু দাউদ হা/১৪২৫; ইবনু মাজাহ হা/১১৭৮; মিশকাত হা/১২৭৩, সনদ ছহীহ।

২২. বুখারী হা/৬৩৪৭; মিশকাত হা/২৪৫৭।

আল-কুরআনে তাক্বদীরের প্রমাণ :

তাক্বদীরে বিশ্বাসের প্রমাণে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ 'আমরা সবকিছু সৃষ্টি করেছি পরিমিতভাবে' *(ক্বামার ৫৪/৪৯)*। আল্লাহ আরও বলেন, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا 'তিনি সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে যথাযথ পরিমিতি দান করেছেন' *(ফুরক্বান ২৫/২)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِيْ كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ– 'তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ জানেন। সবই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে। আর এটা আল্লাহ্র নিকটে খুবই সহজ' *(হজ্জ ২২/৭০)*। তিনি আরও বলেন, مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ، لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ– 'পৃথিবীতে অথবা তোমাদের নিজেদের উপর এমন কোন মুছীবত আসে না যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রাখি না, এটা করা আল্লাহ্র জন্য খুবই সহজ। এটা এজন্য যে, তোমাদের যে ক্ষতি হয়েছে সেজন্য তোমরা যেন হাতাশাগ্রস্ত না হও। আর তোমাদেরকে যা দান করা হয়েছে তার জন্য তোমরা যেন উৎফুল্য না হও। কেননা আল্লাহ অহংকারী ও গর্বকারীকে পসন্দ করেন না' *(হাদীদ ৫৭/২২-২৩)*। আল্লাহ আরও বলেন, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِيْ إِمَامٍ مُبِيْنٍ 'সবকিছুই আমরা স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি' *(ইয়াসীন ৩৬/২১)*। তিনি আরও বলেন,

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِيْنٍ–

'আর গায়েবের চাবিকাঠি তাঁর কাছেই রয়েছে। তিনি ব্যতীত কেউই তা জানে না। স্থলভাগে ও সমুদ্রভাগে যা কিছু আছে, সবই তিনি জানেন। গাছের একটি পাতা ঝরলেও তা তিনি জানেন। মাটিতে লুক্কায়িত এমন কোন শস্যদানা নেই বা সেখানে পতিত এমন কোন সরস বা শুষ্ক ফল নেই, যা (আল্লাহ্র) সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই' *(আন'আম ৬/৫৯)*।

হাদীছে তাক্বদীরের প্রমাণ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে বলেন, جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاَقٍ– 'যা কিছু তোমার পাবার তা সব লিখে কলম শুকিয়ে গেছে'।[২৩] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نَتَّكِلُ قَالَ لاَ، اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى إِلَى قَوْلِهِ (فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى–

'তোমাদের প্রত্যেকের ঠিকানা লেখা হয়ে গিয়েছে, হয় তা জাহান্নামে অথবা জান্নাতে। (একথা শুনে) এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তবে কি আমরা তাক্বদীরের উপর ভরসা করব না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না, আমল করতে থাক। প্রত্যেককে তা-ই সহজ করে দেয়া হবে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পরে এ আয়াত তেলাওয়াত করেন, 'অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য দান করে ও আল্লাহকে ভয় করে আমি তার জন্য সহজ পথে চলা সহজ করে দিব। আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করে বেপরওয়া হয়। আর যা উত্তম তা অমান্য করে আমি তার জন্য কঠিন পথ সহজ করে দিব'।[২৪] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَأْتِى ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَىْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيْهِ الْقَدَرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মানুষের মানত মানার কারণে তার ভাগ্যে যা নির্ধারিত নেই তা সে পাবে না। বরং যা তার ভাগ্যে আছে তাই হবে। তবে মানতের মাধ্যমে কৃপণ ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু মাল বের করা হয় মাত্র'।[২৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ 'প্রত্যেক বস্তু নির্ধারিত ভাগ্যানুযায়ী হয়ে থাকে। এমনকি অক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তাও'।[২৬]

কুরআনের উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছ হ'তে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যা কিছু করে এবং মঙ্গল-অমঙ্গল যা কিছু সংঘটিত হয় সবকিছু ভাগ্যলিপি অনুসারে হয়ে থাকে। এতে কারও কোন ক্ষমতা নেই। সুতরাং ক্বাদারিয়াদের আক্বীদা ভ্রান্ত।

জাবারিয়াদের বিশ্বাস খণ্ডন :

জাবারিয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হ'লেন জা'দ বিন দিরহাম। পরবর্তীতে জাহম বিন ছাফওয়ান এ মতবাদের প্রসার ঘটান। জাবরিয়ারা বলে মানুষ আল্লাহ্র লিখা ভাগ্যের অধীন, তার কোন ক্ষমতা নেই। তাকে দিয়ে যা করানো হয়, তাই সে করে। পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতে, বান্দার কর্মের স্বাধীনতা রয়েছে। সৎকর্ম করলে তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। আর অসৎকর্ম করলে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে।

---

২৩. বুখারী তরজমাতুল বাব; তিরমিযী হা/৩২১৫; মিশকাত হা/৮৮।

২৪. বুখারী হা/৪৯৪৭।
২৫. বুখারী হা/৬৬০৯।
২৬. মুসলিম হা/২৬৫৫।

মানুষকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কর্মের এমন একটি শক্তি প্রদান করা হয়েছে, যা সৃষ্টি ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু অর্জনের ক্ষমতা রাখে। মানুষের মধ্যে এই অর্জনের ক্ষমতা আছে বলেই ভালোর জন্য প্রতিদান এবং মন্দের জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। আবার এ ক্ষমতাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ায় মানুষকে নিজ ইচ্ছা ও কর্মের স্রষ্টা বলে অভিহিত করা যায় না। অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যে এ শক্তি আছে বলে তাকে শক্তিহীন জড়-পদার্থের মতও গণ্য করা যায় না। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন, বান্দার ইখতিয়ার ও স্বাধীনতা তো আছে তবে এ ইখতিয়ার আল্লাহ তা'আলার ইখতিয়ারের অধীন। অর্থাৎ কর্মের ইচ্ছা ও কর্মের শক্তি মানুষের মধ্যে আছে। কিন্তু এর সাথে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতিফলন না ঘটলে কোন কিছুই বাস্তবায়িত হবে না।

মানুষ ও মানুষের কর্ম সবই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ 'আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে ও তোমরা যা কর সেগুলোকেও' *(ছফফাত ৩৭/৯৬)*। অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ 'আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা। আর তিনি সবকিছুর অভিভাবক এবং কর্ম সম্পাদনকারী' *(যুমার ৩৯/৬২)*।

মোটকথা আল্লাহ হ'লেন কর্মের স্রষ্টা এবং বান্দা হ'ল কর্মের বাস্তবায়নকারী। অদৃষ্টবাদী জাবারিয়ারা বান্দাকে ইচ্ছা ও কর্মশক্তিহীন বাধ্যগত জীব বলে মনে করে, যা সম্পূর্ণ ভুল।

তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসের ফলাফল :

১. তাক্বদীরে বিশ্বাস ঈমানের একটি রুকন। যা আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে। কাজ ও তার কারণ ও উপায় সকলই আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ভাগ্যলিপির জন্য হয়ে থাকে।

২. নিজের কর্ম কৌশলের জন্য গর্ববোধ না করে কাজে সফলতার জন্য আল্লাহ্‌র শুকরিয়া করা। কারণ সফলতা আল্লাহ্‌র নে'মত যা নির্ধারিত হয়েছে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত লিখন ভাগ্যের দ্বারা। তাই এজন্য শুকরিয়া আদায় করা হবে।

৩. মনে শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করে। যখন সে বিশ্বাস করে কাজটি আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত অনুসারে হয়েছে। তাই সে না চাইলেও বিষয়টি সংঘটিত হবেই। তখন তার অন্তরে প্রবোধ পায়। এজন্য ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তির চেয়ে সাচ্ছন্দ্য জীবন ও শান্ত মন এবং অধিক তৃপ্ত ব্যক্তি অপর কেউ হ'তে পারে না।

৪. তাক্বদীরে বিশ্বাসী ব্যক্তি কোন কাজে আশা পূরণ না হওয়ার সময় অথবা অপসন্দনীয় কিছু ঘটার সময় হাহুতাশ করে না। সে বিশ্বাস করে এসবই আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তে ঘটেছে যার অধিকারে রয়েছে আকাশ সমূহের ও যমীনের রাজত্ব।

৫. ভাগ্য বিশ্বাসের ফলে দুশ্চিন্তা দূর হয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন ঈমানদার ব্যক্তির কোন দীর্ঘ ক্লান্তি বা সাময়িক অশান্তি এবং দুঃখ-কষ্ট বা কোন বেদনা পৌঁছায়, এমনকি কাটা ফুটে যায়, এর কারণে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন'।[২৭] ফলে সে ক্ষতি থেকে নির্ভীক হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলেন, সমস্ত পৃথিবীর সকলে মিলে তোমার কোন উপকার করতে পারবে না, ততটুকু ব্যতীত যা আল্লাহ তোমার ভাগ্য লিপিতে লিখে রেখেছেন।[২৮] তাই ভাগ্য বিশ্বাসী ব্যক্তি সৃষ্টি জগতের দ্বারা লাভ-ক্ষতির কোনই ভয় করে না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুমিন ব্যক্তির ব্যাপারটা আশ্চর্য ধরনের। প্রত্যেকটা ব্যাপারই তার জন্য কল্যাণকর। এ ব্যাপারটা ঈমানদার ছাড়া আর কারো জন্য হয় না। তার কাছে যদি কল্যাণ পৌঁছায় তবে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এটা তার কল্যাণ বহন করে। আর যদি তার কাছে দুঃখ-কষ্ট পৌঁছায় তবে সে ধৈর্য ধারণ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়'।[২৯]

উপসংহার :

পরিশেষে আমরা বলতে পারি তাক্বদীর একটি গায়েবী বিষয়, যার রহস্য মহান আল্লাহ ব্যতীত কেউ অবগত নয়। এজন্য সাধারণভাবে বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, যেমন একজন লোকের সামনে ফলের রস ভর্তি গ্লাস রাখা রয়েছে। সে ইচ্ছা করলে তা পান করতে পারে, নাও পারে। অর্থাৎ সে পান করতে বাধ্য নয়। অতঃপর যদি সে পান করে, তবে তা আল্লাহ্‌র জ্ঞানে পূর্ব থেকেই রক্ষিত আছে। আবার যদি পান না করে, তাও আল্লাহ্‌র জ্ঞানে আগে থেকেই রক্ষিত আছে। যদি বলা হয়, এর ব্যাখ্যা কি? জবাব এতটুকু দেওয়া যায় যে, অসীম জ্ঞানের অধিকারী মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি রহস্য মানুষের স্বল্পজ্ঞান দিয়ে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। মানুষের সৎ অসৎ যাবতীয় কর্মের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বক্তব্যই প্রযোজ্য। একজন পাপাচারী পাপকর্মের দিকে প্রবৃত্ত হয় এবং নিজ হাতে তা বাস্তবায়ন করে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে সে পাপাচারে লিপ্ত হচ্ছে। এজন্যে তার শাস্তিও হবে।

এক্ষণে বান্দা যেহেতু নিজের তাক্বদীর জানে না, সেহেতু তাকে মন্দ কর্ম হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করতে হবে এবং সর্বদা আল্লাহ্‌র বিধান মেনে কাজ করে সুন্দর পরিণতি লাভের চেষ্টা করতে হবে। তার সাধ্যমত চেষ্টার পরেও যেটা ঘটবে, বুঝতে হবে সেটাই ছিল তার তাক্বদীরের লিখন। সুতরাং তাক্বদীর সত্য। কাদারিয়া, জাবারিয়া সম্প্রদায়ের আক্বীদা মিথ্যা।

---

২৭. *বুখারী হা/৫৬৪১; মিশকাত হা/১৫৩৭।*
২৮. *তিরমিযী হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৫৩০২; ছহীহুল জামে' হা/৭৯৫৭।*
২৯. *মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭।*

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

ইসলামে তাক্বলীদের বিধান

*মূল (উর্দূ) : যুবায়ের আলী যাঈ**

*অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ***

(৪র্থ কিস্তি)

(১৪) শায়খ, বড় আলেম, মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ ফাখের বিন মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া বিন মুহাম্মাদ আমীন আব্বাসী সালাফী ইলাহাবাদী (১১২০-১১৬৪ হিঃ) তাক্বলীদ করতেন না। বরং কুরআন ও সুন্নাহ্র দলীল সমূহের উপরে আমল করতেন এবং নিজে ইজতিহাদ করতেন।[১]

ইমাম মুহাম্মাদ ফাখের ইলাহাবাদী বলেছেন, 'তাক্বলীদ' অর্থ দলীল অবগত না হয়ে কারো কথার উপরে আমল করা। কোন বর্ণনাকে গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী আমল করাকে তাক্বলীদ বলে না। আলেমদের ইজমা রয়েছে যে, দ্বীনের মূলনীতিসমূহে তাক্বলীদ নিষিদ্ধ। জমহূরের নিকটে নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের তাক্বলীদ করা জায়েয নয়। বরং ইজতিহাদ ওয়াজিব। তাক্বলীদের বিদ'আত হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে জন্মলাভ করেছে'।[২]

মুহাদ্দিছ ফাখের (রহঃ) বলেছেন, 'নাজাত প্রত্যাশীর জন্য আবশ্যক হ'ল যে, প্রথমে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী নিজের আক্বীদা সমূহকে ঠিক করবে। আর এ ব্যাপারে কারো কথা ও কাজের দিকে অবশ্যই ভ্রূক্ষেপ করবে না'।[৩]

উপরন্তু তিনি বলেছেন, 'আহলে সুন্নাতের সকল মাযহাবে হক বিদ্যমান রয়েছে এবং সকল মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হকের কিছু না কিছু অংশ পেয়েছেন। কিন্তু আহলেহাদীছের মাযহাব অন্য সব মাযহাবের চেয়ে বেশী হকের উপরে আছে'।[৪]

জ্ঞাতব্য : আল্লামা মুহাম্মাদ ফাখের (রহঃ)-এর মৃত্যু ১১৬৪ হিজরীর অনেক পরে দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ক্বাসেম নানূতুবী (জন্ম ১২৪৮ হিঃ) এবং ব্রেলী মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা আহমাদ রেযা খান ব্রেলভী (জন্ম ১২৭২ হিঃ) ছাহেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

(১৫) শায়খ ইমাম ছালেহ বিন মুহাম্মাদ আল-উমরী আল-ফাল্লানী (মৃঃ ১২১৮ হিঃ) তাক্বলীদের খণ্ডনে একটি শক্তিশালী গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর নাম হ'ল 'ঈক্বাযু হিমামি উলিল আবছার লিল-ইকতিদা বি-সাইয়িদিল মুহাজিরীন ওয়াল আনছার ওয়া তাহযীরুহুম 'আনিল ইবতিদা আশ-শায়ে' ফিল কুরা ওয়াল আমছার, মিন তাক্বলীদিল মাযাহিব মা'আল হামিয়্যাতি ওয়াল আছাবিয়্যাতি বায়না ফুক্বাহাইল আ'ছার' (ايقاظ همم أولى الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن الابتداع الشائع فى القرى والأمصار، من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار) এটি পুরাটাই একটি গ্রন্থের নাম, যেটি 'ঈক্বাযু হিমামি উলিল আবছার' নামে প্রসিদ্ধ।

(১৬) শায়খ হুসায়েন বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব এবং শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) বলেছেন,

عقيدة الشيخ رحمه الله.. اتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله تعالى، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرض أقوال العلماء على ذلك، فما وافق كتاب الله وسنة رسوله قبلناه وأفتينا به، وما خالف ذلك رددناه على قائله.

'শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের আক্বীদা হ'ল, যার উপর কুরআন ও সুন্নাহ্র দলীল আছে তার অনুসরণ করা এবং বিদ্বানদের উক্তি সমূহকে এর উপর (কুরআন ও সুন্নাহ) পেশ করা। যেটি কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুকূলে হবে সেটি আমরা গ্রহণ করি এবং তার উপর ফৎওয়া দেই। আর যা তার (কুরআন ও সুন্নাহ্র) বিপরীত হয় সেটিকে আমরা প্রত্যাখ্যান করি'।[৫]

(১৭) আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মাদ বিন সঊদ (সঊদী আরবের বাদশাহ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধ মাযহাব সমূহের তাক্বলীদ করে না। এ ব্যক্তি কি মুক্তি পাবে? সুলতান আব্দুল আযীয বললেন,

من عبد الله وحده لا شريك له، فلم يستغث إلا بالله، ولم يدع إلا الله وحده، ولم يذبح إلا لله وحده، ولم ينذر إلا لله وحده، ولم يتوكل إلا عليه، ويذب عن دين الله، وعمل بما عرف من ذلك بقدر استطاعته، فهو ناج بلا شك، وإن لم يعرف هذه المذاهب المشهورة-

'যে ব্যক্তি এক ও লা শরীক (শরীক বিহীন) আল্লাহ্র ইবাদত করবে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে না। একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই দো'আ করবে। আল্লাহ ব্যতীত কারো জন্য যবেহ করবে না এবং স্রেফ আল্লাহ্র জন্যই মানত করবে। একমাত্র তাঁর উপরেই ভরসা করবে। আল্লাহ্র দ্বীনকে রক্ষা করবে এবং এর মধ্য হ'তে যা জেনেছে তার উপর সাধ্যানুযায়ী আমল করবে। এরূপ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মুক্তি পাবে। যদিও সে এ প্রসিদ্ধ মাযহাবগুলিকে না চিনে'।[৬]

---

* *পাকিস্তানের প্রখ্যাত মুহাক্কিক আলেম।*

** *সৈয়দপুর, নীলফামারী।*

১. *নুযহাতুল খাওয়াত্বির ৬/৩৫০, জীবনী ক্রমিক নং ৬৩৬।*

২. *রিসালাহ নাজাতিয়াহ, পৃঃ ৪১-৪২।*

৩. *ঐ, পৃঃ ১৭।*

৪. *ঐ, পৃঃ ৪১।*

৫. *আদ-দুরারুস সানিইয়া, ১/২১৯-২২০, অন্য সংস্করণ, ৪/১২-১৪; আল-ইক্বনা' বিমা জা-আ আন আইম্মাতিদ দাওয়াহ মিনাল আক্বওয়ালি ফিল-ইত্তিবা', পৃঃ ২৭।*

৬. *আদ-দুরারুস সানিইয়া ২/১৭০-১৭৩ নতুন সংস্করণ, আল-ইক্বনা', পৃঃ ৩৯-৪০।*

(১৮) সঊদী আরবের মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) বলেছেন, وانا الحمد لله لست بمتعصب ولكني احكم بالكتاب والسنة وابني فتاواي علي ما قاله الله ورسوله، لا علي تقليد الحنابلة ولا غيرهم– 'আল-হামদুলিল্লাহ আমি গোঁড়া নই। কিন্তু আমি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী ফায়ছালা দেই। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথার উপর আমার ফৎওয়া সমূহের ভিত্তি নির্মাণ করি। হাম্বলী বা অন্যদের তাক্বলীদের উপরে নয়'।[৭]

(১৯) ইয়েমেনের প্রসিদ্ধ সালাফী আলেম শায়খ মুক্বিল বিন হাদী আল-ওয়াদিঈ (রহঃ) বলেছেন, التقليد حرام لا يجوز لمسلم ان يقلد في دين الله 'তাক্বলীদ হারাম। কোন মুসলমানের জন্য আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে কারো তাক্বলীদ করা জায়েয নয়'।[৮]

শায়খ মুক্বিল (রহঃ) আরো বলেছেন, فالتقليد لا يجوز والذين يبيحون تقليد العامي للعالم نقول لهم اين الدليل، 'তাক্বলীদ জায়েয নয়। যারা সাধারণ মানুষের জন্য আলেমের তাক্বলীদ করার বৈধতা দেন তাদেরকে আমরা বলি, (এর) দলীল কোথায়'?[৯]

শায়খ মুক্বিল বিন হাদী (রহঃ) ছাত্রদেরকে নছীহত করেছেন, نصيحتي لطلبة العلم: الابتعاد عن التقليد قال الله سبحانه وتعالي ولا تقف ما ليس لك به علم 'ছাত্রদের জন্য আমার নছীহত হ'ল, তাক্বলীদ থেকে দূরে অবস্থান করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'তার পিছে ছুটবে না যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই'।[১০]

(২০) মদীনা ত্বাইয়েবার নির্ভেজাল আরবী সালাফী শায়খ মুহাম্মাদ বিন হাদী বিন আলী আল-মাদখালী হাফিযাহুল্লাহ তাক্বলীদের খণ্ডনে 'আল-ইক্বনা' বিমা জা-আ 'আন আইম্মাতিদ দাওয়াহ মিনাল আক্বওয়াল ফিল-ইত্তিবা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমি যখন শায়খের বাসায় গিয়েছিলাম তখন তিনি নিজ হাতে এই গ্রন্থটি আমাকে দিয়েছিলেন। *আল-হামদুলিল্লাহ।*

এ জাতীয় আরো অনেক উদ্ধৃতি রয়েছে। যেগুলি দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, তাক্বলীদকে প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে স্বর্ণ যুগে ইজমা ছিল এবং পরে জমহূরের এই মাসলাক, মাযহাব ও গবেষণা হ'ল যে, তাক্বলীদ জায়েয নয়।

জ্ঞাতব্য-১ : ইমাম খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) লিখেছেন,

أَمَا مَنْ يَسُوغُ لَهُ التَّقْلِيدُ فَهُوَ الْعَامِّيُّ: الَّذِي لَا يَعْرِفُ طُرُقَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ عَالِمًا، وَيَعْمَلَ بِقَوْلِهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ،

'যার জন্য তাক্বলীদ জায়েয আছে সে এমন সাধারণ মানুষ, যে শরী'আতের বিধি-বিধানের দলীলসমূহ জানে না। তার জন্য কোন আলেমের তাক্বলীদ করা জায়েয। সে আল্লাহ্র বাণী 'তোমরা জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞেস কর। যদি তোমরা না জানো'-এর উপর আমল করবে।[১১]

হাফেয ইবনু আব্দিল বার্র বলেছেন, وَهَذَا كُلُّهُ لِغَيْرِ الْعَامَّةِ؛ فَإِنَّ الْعَامَّةَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ تَقْلِيدِ عُلَمَائِهَا عِنْدَ النَّازِلَةِ تَنْزِلُ بِهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَبَيَّنُ مَوْقِعَ الْحُجَّةِ وَلَا تَصِلُ لِعَدَمِ الْفَهْمِ إِلَى عِلْمِ ذَلِكَ، 'এসব (তাক্বলীদের নিষেধাজ্ঞা) সাধারণ জনগণ ব্যতীত অন্যদের (আলেমদের) জন্য। কেননা কোন মাসআলা সামনে আসলে সাধারণ জনগণ অবশ্যই আলেমদের তাক্বলীদ করবে। কেননা তার কাছে দলীল সুস্পষ্ট হয়নি। আর বুঝ না থাকার কারণে সে এর ইলম পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না'।[১২]

এ ধরনের উক্তি সমূহ অন্যান্য কতিপয় আলেমেরও আছে। যার সারাংশ এই যে, সাধারণ মানুষ (জাহেল) আলেমের নিকট থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে তার উপর আমল করবে। আর এটা 'তাক্বলীদ'!!

আরয হ'ল যে, সাধারণ মানুষের (জাহেল) আলেমের কাছ থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা সম্পূর্ণরূপে সঠিক। কিন্তু পূর্বে বরাতসহ উল্লেখ করা হয়েছে যে, এটি তাক্বলীদ নয় (বরং ইত্তিবা ও ইক্তিদা)। একে তাক্বলীদ বলা ভুল।

সাধারণ মানুষ দু'টি ইজতিহাদ করে-

(১) সে ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন আহলে সুন্নাতের আলেমকে নির্বাচন করে। যদি সে দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন বিদ'আতী আলেমকে নির্বাচন করে নেয় তাহ'লে ছহীহ বুখারীর হাদীছ فيضلون ويضلون 'তারা নিজেরা বিভ্রান্ত হবে ও অন্যদেরকে বিভ্রান্ত করবে' *(বুখারী হা/৭৩০৭)*-এর আলোকে গোমরাহ হ'তে পারে।

(২) সে ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন আহলে সুন্নাতের আলেমের নিকটে গিয়ে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে যে, আমাকে দলীল দ্বারা জবাব দিন। সাধারণ মানুষের এটিই হ'ল ইজতিহাদ (প্রচেষ্টা)।[১৩]

---

৭. *আল-মাজাল্লাহ, সংখ্যা ৮০৬, ২৫শে ছফর, ১৪১৬ হিঃ, পৃঃ ২৩; আল-ইক্বনা', পৃঃ ৯২।*
৮. *তুহফাতুল মুজীব আলা আসইলাতিল হাযির ওয়াল গারীব, পৃঃ ২০৫।*
৯. *ঐ, পৃঃ ২৬।*
১০. *গারাতিল আশরিত্বাহ 'আলা আহলিল জাহল ওয়াস-সাফসাতাহ, পৃঃ ১১-১২।*
১১. *আল-ফক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/৬৮।*
১২. *জামে'উ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহি, ২/১১৪; আর-রদ্দু 'আলা মান উখলিদা ইলাল 'আরয, পৃঃ ১২৩।*
১৩. *আরো দ্রঃ ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া, ২০/২০৪; ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ৪/২১৬; ঈক্বাযু হিমামি উলিল আবছার, পৃঃ ৩৯।*

সাধারণ মানুষ দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, الصِّرْف الْجَاهِل الَّذِي لَا يعرف مَعَانِي النُّصُوص وَالْأَحَادِيث وتأويلاتها 'নিরেট মূর্খ যে নুছূছ ও হাদীছ সমূহের অর্থ এবং এগুলির ব্যাখ্যা জানে না'।[১৪] সাধারণ মানুষ যদি জঙ্গলে থাকে এবং কেবলার দিক তার জানা না থাকে, তবে সে ছালাত আদায় করার জন্য চেষ্টা (ইজতিহাদ) করবে।

একজন সাধারণ মানুষ যদি (যেমন দেওবন্দী) স্বীয় মৌলভী, যেমন- ইউনুস নো'মানী (দেওবন্দী)-এর নিকট থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে তার উপর আমল করে তবে কেউই এটা বলে না যে, এ সাধারণ মানুষটি ইউনুস নো'মানীর মুক্বাল্লিদ হয়ে গেছে এবং এখন সে হানাফী নয় বরং ইউনুসী!

জ্ঞাতব্য-২ : খত্বীব বাগদাদী, ইবনু আব্দিল বার্র এবং অন্যরা আলেমদের জন্য তাক্বলীদ না জায়েয বলেছেন। এর বিপরীতে দেওবন্দী ও ব্রেলভী আলেমগণ এটি বলে বেড়ান যে, আলেমের উপরেও তাক্বলীদ ওয়াজিব। একারণেই তাদের নামসর্বস্ব আলেমদেরকেও মুক্বাল্লিদ বলা হয়।

জ্ঞাতব্য-৩ : কতিপয় আলেমের নামের আগে-পিছে হানাফী, শাফেঈ, মালেকী ও হাম্বলী শব্দ যুক্ত থাকে। যার দ্বারা কতিপয় ব্যক্তি এই দলীল গ্রহণ করে যে, এসব আলেম মুক্বাল্লিদগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই দলীল গ্রহণ বাতিল হওয়ার কতিপয় দলীল নিম্নরূপ-

(১) হানাফী ও শাফেঈ আলেমগণ স্বয়ং কঠিনভাবে তাক্বলীদকে খণ্ডন করে রেখেছেন।[১৫]

(২) এই আলেমদের থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা তাক্বলীদকে অস্বীকার করতেন। শাফেঈদের আলেম আবূ বকর আল-ক্বফাল, আবূ আলী ও ক্বাযী হুসায়েন থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা বলেছেন, لَسْنَا مُقَلِّدِيْنَ لِلشَّافِعِيِّ، بَلْ وَافَقَ رَأْيُنَا رَأْيَهُ 'আমরা শাফেঈর মুক্বাল্লিদ নই। বরং আমাদের মত তাঁর মতের সাথে মিলে গেছে'।[১৬]

আলেমগণ স্বয়ং ঘোষণা করছেন যে, আমরা মুক্বাল্লিদ নই। আর মুক্বাল্লিদরা চেচামেচি করছেন যে, এই আলেমগণ অবশ্যই মুক্বাল্লিদ। سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

(৩) কোন নির্ভরযোগ্য আলেম থেকে এ উক্তি প্রমাণিত নয় যে, انا مقلد 'আমি মুক্বাল্লিদ'!!

জ্ঞাতব্য-৪ : কতিপয় আলেমকে ত্বাবাক্বাতুশ শাফেঈইয়া, ত্বাবাক্বাতুল হানাফিইয়া, ত্বাবাক্বাতুল মালিকিইয়া, ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলাহ-এ উল্লেখ করা হয়েছে। এটি এর দলীল নয় যে, এ আলেমগণ মুক্বাল্লিদ ছিলেন।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলাহ (১/২৮) ও ত্বাবাক্বাতুল মালিকিইয়া (আদ-দীবাজুল মুযাহ্হাব, পৃঃ ৩২৬, জীবনী ক্রমিক নং ৪৩৭) গ্রন্থে উল্লেখিত আছেন। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ত্বাবাক্বাতুল মালিকিইয়া ও ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলাহ-তে উল্লেখিত আছে। এই দু'জন ইমামও কি মুক্বাল্লিদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন? আসল কারণ হ'ল, উস্তাদী-শাগরেদী কিংবা নিজেদের নাম বাড়ানো ইত্যাদির জন্য এই আলেমদেরকে ত্বাবাক্বাতের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি তাদের মুক্বাল্লিদ হওয়ার দলীল নয়। এই দীর্ঘ ভূমিকার পরে এখন মাস্টার আমীন উকাড়বী ছাহেবের 'তাহক্বীক্ব মাসআলায়ে তাক্বলীদ' পুস্তিকার জবাব পেশ করা হ'ল। সূচনাতে মাস্টার ছাহেবের ইবারতের ফটো এবং তারপর ধারাবাহিক ভাবে জবাবসমূহ লেখা হয়েছে। *ওয়াল-হামদুলিল্লাহ।*

আমীন উকাড়বীর দশটি মিথ্যাচার

(১) 'তাহক্বীক্ব' শব্দটি 'তাক্বলীদ'-এর বিপরীতার্থক। যখন তাহক্বীক্ব হবে তখন তাক্বলীদ খতম হয়ে যাবে। তাক্বলীদ তখনই আসে যখন তাহক্বীক্ব হয় না। এক গোঁড়া দেওবন্দী মৌলভী ইমদাদুল হক্ব শুয়ূবী (ফাযেলে জামে'আতুল উলূম আল-ইসলামিয়া, আল্লামা বিন্নূরী টাউন, করাচী) পরিস্কার লিখেছেন, حققوا ولا تقلدوا 'তাহক্বীক্ব কর, তাক্বলীদ কর না'।[১৭]

প্রতীয়মান হ'ল যে, 'তাক্বলীদ' তাহক্বীক্বের বিপরীত। *আল-হামদুলিল্লাহ।*

তাহক্বীক্ব ও তাক্বলীদ একে অপরের বিপরীতার্থক। তাহক্বীক্বের মূল হ'ল 'হক'। যার অর্থ, প্রমাণিত ও বিশুদ্ধ কথা ইত্যাদি। আর 'তাহক্বীক্ব'-এর অর্থ প্রমাণ করা, ছহীহ বক্তব্য পর্যন্ত পৌঁছা। অথচ 'তাক্বলীদ' তার একেবারেই বিপরীত- অপ্রমাণিত বক্তব্যসমূহকে মানা এবং আপন করে নেয়া।

(২) মুহাম্মাদ আমীন ছফদর ছাহেব 'হায়াতী' দেওবন্দীদের প্রসিদ্ধ তার্কিক ছিলেন। লেখক তার বিস্তারিত জবাব 'আমীন উকাড়বী কা তা'আকুব', 'তাহক্বীক্ব জুযউ রফ'ইল ইয়াদায়েন' এবং 'তাহক্বীক্ব জুযউল ক্বিরা'আত লিল-বুখারী'-তে লিখেছেন। উকাড়বী ছাহেবের মিথ্যাচার ও অপবাদগুলির উপর আলাদা গ্রন্থ সংকলন করার পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে তার দশটি মিথ্যাচার পেশ করা হ'ল-

(১) আমীন উকাড়বী বলেছেন, 'এর রাবী আহমাদ বিন সাঈদ দারেমী মুজাসসিম্মাহ ফিরক্বার বিদ'আতী'।[১৮]

---

১৪. *ঈক্বায়ু হিমাম-এর বরাতে খাযানাতুর রিওয়াত, পৃঃ ৩৮।*

১৫. *দ্রিঃ উদ্ধৃতি-৯ (আবূ জা'ফর ত্বাহাভী), উদ্ধৃতি-১০ (আয়নী), উদ্ধৃতি-১১, (যায়লাঈ) ও অন্যরা]।*

১৬. *আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, আন-নাফে'উল কাবীর লি-মাই য়ুত্বালি'উ আল-জামে' আছ-ছাগীর/ত্বাবাক্বাতুল ফুক্বাহা, পৃঃ ৭; তাক্বরীরাতুর রাফেঈ, ১/১১; আত-তাক্বরীর ওয়াত-তাহবীর, ৩/৪৫৩।*

১৭. *হাক্বীক্বাতে হাক্বীক্বাতুল ইলহাদ, পৃঃ ২৩১, প্রকাশক: ইসলামী কুতুবখানা, আল্লামা বিন্নূরী টাউন, করাচী-৫।*

১৮. *মাস'উদী ফিরক্বা কে ই'তিরাযাত' কে জওয়াবাত, পৃঃ ৪১-৪২; তাজাল্লিয়াতে ছফদর, প্রকাশক : জমঈয়তে ইশা'আতুল উলূম আল-হানাফিয়া, ২/৩৪৮-৩৪৯।*

পর্যালোচনা : ইমাম আহমাদ বিন সাঈদ আদ-দারেমী (রহঃ)-এর জীবনী 'তাহযীবুত তাহযীব'-এ (১/৩১-৩২) ও অন্য গ্রন্থে উল্লেখ আছে। তিনি ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম প্রভৃতির রাবী এবং সর্বসম্মতিক্রমে নির্ভরযোগ্য। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) তাঁর প্রশংসা করেছেন। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেছেন, ثقة حافظ তিনি নির্ভরযোগ্য, (হাদীছের) হাফেয'।[১৯]

তার উপর কোন মুহাদ্দিছ বা ইমাম বা আলেম মুজাস্সিম্মাহ ফিরক্বার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অপবাদ দেননি।

(২) উকাড়বী বলেছেন, 'রাসূলে (ছাঃ) বলেছেন, لَا جُمُعَةَ إِلَّا بِخُطْبَةٍ 'খুতবা ব্যতীত কোন জুম'আ নেই'।[২০]

পর্যালোচনা : এ শব্দের সাথে এই হাদীছটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে অকাট্যরূপে সাব্যস্ত নেই। মালেকীদের অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা'-তে ইবনু শিহাবের (আয-যুহরী) দিকে সম্পর্কিত একটি কথা লেখা হয়েছে, بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا جُمُعَةَ إِلَّا بِخُطْبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَخْطُبْ صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا 'আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, খুতবা ব্যতীত কোন জুম'আ নেই। আর যে খুতবা দেয়নি সে চার রাক'আত যোহর পড়বে' *(১/১৪৭)*।

এই অপ্রমাণিত বক্তব্যকে উকাড়বী ছাহেব সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করেছেন।

(৩) উকাড়বী বলেছেন, 'বেরাদারানে ইসলাম! আল্লাহ তা'আলা যেভাবে কাফেরদের মুকাবিলায় আমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন। তেমনি আহলেহাদীছদের বিপরীতে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) আমাদের নাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত রেখেছেন'।[২১]

পর্যালোচনা : কোন একটি হাদীছেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আহলে হাদীছদের বিপরীতে দেওবন্দীদের নাম 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' রাখেননি। এ বিষয়টি হক্বপন্থী সাধারণ আলেমদের জানা আছে যে, দেওবন্দী আলেমগণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত নন। বরং ছূফী, অদ্বৈতবাদী এবং গোঁড়া মুক্বাল্লিদ।

(৪) উকাড়বী ছিহাহ সিত্তার কেন্দ্রীয় রাবী ইবনু জুরায়েজ সম্পর্কে বলেছেন, 'এটাও স্মতর্ব্য যে, এই ইবনু জুরায়েজ সেই ব্যক্তি যিনি মক্কায় 'মুত'আ'র (সাময়িক সময়ের জন্য চুক্তিভিত্তিক বিবাহ) সূচনা করেন এবং নয়জন মহিলার সাথে 'মুত'আ' করেন' *(তাযকিরাতুল হুফ্ফায)*।[২২]

পর্যালোচনা : যাহাবীর 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' (১/১৬৯-৭১) গ্রন্থে ইবনু জুরায়েজের জীবনী উল্লেখ আছে। কিন্তু 'মুত'আ বিবাহের সূচনা করা'র কোন উল্লেখ নেই। এটা উকাড়বীর নির্জলা মিথ্যাচার। বাকী থাকল এ কথাটি যে, ইবনু জুরায়েজ নয়জন মহিলার সাথে মুত'আ করেছিলেন। তাযকিরাতুল হুফ্ফায (পৃঃ ১৭০-১৭১)-এর বরাত অনুসারে। এটিও প্রমাণিত নয়। কেননা ইমাম যাহাবী ইবনু আব্দিল হাকাম পর্যন্ত কোন সনদ বর্ণনা করেননি।

সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী লিখেছেন, 'সনদবিহীন কথা হুজ্জাত হ'তে পারে না'।[২৩]

(৫) একটি প্রত্যাখ্যাত বর্ণনা সম্পর্কে উকাড়বী ছাহেব লিখেছেন, 'কিন্তু ত্বাহত্বাভীর (১/১৬০) পৃষ্ঠায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, মুখতার স্বয়ং এই হাদীছটি হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট থেকে শ্রবণ করেছেন'।[২৪]

পর্যালোচনা : ত্বাহাভীর মা'আনিল আছার (বৈরূত ছাপা, ১/২১৯; এইচ এম সাঈদ কোম্পানীর নুসখা, আদব মনযিল, পাকিস্তান, চক করাচী, ১/১৫০) গ্রন্থে লিখিত আছে,

عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قَالَ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،

এ কথা সাধারণ ছাত্রদেরও জানা আছে যে, قَالَ (তিনি বলেছেন) এবং سَمِعْتُ (আমি শ্রবণ করেছি)-এর মাঝে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। قَالَ শব্দটি শ্রবণের ঘোষণার অত্যাবশ্যকীয় দলীল হয় না। জুযউল ক্বিরাআত-এর একটি বর্ণনায় ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, قَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ 'আবূ নু'আঈম আমাদেরকে বলেছেন' *(হা/৪৮)*।

এ বিষয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে উকাড়বী বলেছেন, 'এই সনদে না বুখারী (রহঃ)-এর সামা (শ্রবণ) আবূ নু'আঈম থেকে আছে, আর ইবনু আবিল হাসানাও অপরিচিত'।[২৫]

(৬) উকাড়বী বলেছেন, 'আর অন্য 'ছহীহ সনদে' উক্তি আছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ 'ইমামের পিছে কোন ব্যক্তি ক্বিরাআত পড়বে না'।[২৬]

পর্যালোচনা : এ শব্দে মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বায় রাসূল (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ বিদ্যমান নেই। বরং এটি জাবের (রাঃ)-এর উক্তি। যাকে উকাড়বী ছাহেব মারফূ' হাদীছ বানিয়ে নিয়েছেন।

(৭) উকাড়বী বলেছেন, 'হযরত ওমর (রাঃ) হযরত নাফে' এবং আনাস বিন সীরীনকে বলেছেন, تَكْفِيْكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ 'তোমার জন্য ইমামের ক্বিরাআতই যথেষ্ট'।[২৭]

---

১৯. *তাক্বরীবুত তাহযীব, জীবনী ক্রমিক নং ৩৯।*
২০. *মাজমূ'আ রাসায়েল, ২/১৬৯, ছাপা : জুন ১৯৯৩ ইং।*
২১. *মাজমূ'আ রাসায়েল, ৪/৩৬, প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৯৫ ইং।*
২২. *মাজমূ'আ রাসায়েল, ৪/১৬৪।*
২৩. *আহসানুল কালাম, ১/৩২৭ দ্বাদশ সংস্করণ।*
২৪. *জুযউল ক্বিরাআত লিল-বুখারী, উকাড়বীর পরিবর্তনসহ, পৃঃ ৫৮, হা/৩৮-এর আলোচনা দ্রঃ।*
২৫. *জুযউল ক্বিরাআত, অনূদিত, পৃঃ ৬৪।*
২৬. *জুযউল ক্বিরাআত, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : আমীন উকাড়বী, পৃঃ ৬৩, হা/৪৭-এর আলোচনা দ্রঃ।*
২৭. *জুযউল ক্বিরাআত, উকাড়বী, পৃঃ ৬৬, হা/৫১ দ্রঃ।*

পর্যালোচনা : আনাস বিন সীরীন (রহঃ) ৩৩ বা ৩৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন।[২৮] আর ওমর (রাঃ) ২৩ হিজরীতে শহীদ হয়েছেন।[২৯] নাফে' ওমর (রাঃ)-কে পাননি।[৩০] প্রতীয়মান হ'ল যে, আনাস বিন সীরীন এবং নাফে' উভয়ই আমীরুল মুমিনীন ওমর (রাঃ)-এর যুগে জীবিতই ছিলেন না। তাহ'লে 'বলেছেন' সরাসরি মিথ্যাচার। যা উকাড়বী ছাহেব বানিয়ে নিয়েছেন।

(৮) উকাড়বী বলেছেন, 'তাক্বলীদে শাখছীকে অস্বীকার করা রাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে শুরু হয়েছে। এর আগে তাক্বলীদকে অস্বীকার করা হ'ত না; বরং সবাই 'তাক্বলীদে শাখছী' করত'।[৩১]

পর্যালোচনা : আহমাদ শাহ দুর্রানীকে পরাজিতকারী মোগল বাদশাহ আহমাদ শাহ বিন নাছিরুদ্দীন মুহাম্মাদ শাহ (শাসনকাল : ১১৬১-১১৬৭ হিঃ)-এর যুগে মৃত্যুবরণকারী শায়খ মুহাম্মাদ ফাখের ইলাহাবাদী (মৃঃ ১১৬৪ হিঃ) বলেছেন যে, 'জমহূর-এর নিকটে কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের তাক্বলীদ করা জায়েয নয়। বরং ইজতিহাদ ওয়াজিব। হিজরী চতুর্থ শতকে তাক্বলীদের বিদ'আত সৃষ্টি হয়েছে'।[৩২]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) ও অন্যরা তাক্বলীদে শাখছীর বিরোধিতা করেছেন। ইমাম ইবনু হাযম ঘোষণা করেছেন যে, وَالتَّقْلِيْدُ حَرَامٌ 'তাক্বলীদ হারাম'।[৩৩]

এঁরা সবই রাণী ভিক্টোরিয়ার বহু আগে মারা গেছেন।

(৯) উকাড়বী বলেছেন, 'এটাই কারণ হ'ল যে, সকল মুহাদ্দিছ ইমাম চতুষ্টয়ের কারো না কারোর মুক্বাল্লিদ'।[৩৪]

পর্যালোচনা : শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (মৃঃ ৭২৮ হিঃ)-কে মুহাদ্দিছীনে কেরামের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, هَلْ كَانَ هَؤُلَاءِ مُجْتَهِدِيْنَ لَمْ يُقَلِّدُوْا أَحَدًا مِنْ الْأَئِمَّة؛ أَمْ كَانُوْا مُقَلِّدِيْنَ؟ 'এরা কি মুজতাহিদ ছিলেন? তারা কোন ইমামের তাক্বলীদ করেননি, নাকি তারা মুক্বাল্লিদ ছিলেন?'।[৩৫]

শায়খুল ইসলাম জবাবে বলেন,

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَمَّا الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ فَإِمَامَانِ فِي الْفِقْهِ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ. وَأَمَّا مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَنَحْوُهُمْ فَهُمْ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ. لَيْسُوا مُقَلِّدِينَ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَلَا هُمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى الْإِطْلَاقِ–

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। ইমাম বুখারী ও আবুদাঊদ ফিক্বহের ইমাম ও মুজতাহিদ (মুত্বলাক্ব) ছিলেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মাহ, আবু ই'য়ালা, বাযযার প্রমুখ আহলেহাদীছ মাযহাবের উপরে ছিলেন। তারা কোন নির্দিষ্ট আলেমের মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। আর তারা মুজতাহিদ মুত্বলাক্বও ছিলেন না'।[৩৬]

এ মর্মের এ বক্তব্যটি নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহেও আছে- জাযায়েরী রচিত 'তাওজীহুন নাযার ইলা উছূলিল আছার' *(পৃঃ ১৮৫)*, সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী রচিত 'আল-কালামুল মুফীদ ফী ইছবাতিত তাক্বলীদ' *(পৃঃ ১২৭, ছাপা : ১৪১৩ হিঃ)*, 'মা তামাস্সু ইলায়হিল হাজাহ লি-মাই য়ুত্বালিউ সুনান ইবনে মাজাহ' *(পৃঃ ২৬)*।

জ্ঞাতব্য : শায়খুল ইসলামের হাদীছের এই বড় ইমামদের সম্পর্কে এটি বলা যে, 'মুজতাহিদ মুত্বলাক্ব ছিলেন না' ভুল। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। *আমীন!*

(১০) উকাড়বী ছাহেব ইমাম আত্বা বিন আবী রাবাহ (রহঃ) সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি বলেছি, আদতেও এটি সাব্যস্ত নেই যে, আত্বার সাথে দু'শ ছাহাবীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। আর এটা তো একেবারেই ভুল যে, ইবনু যুবায়ের (রাঃ)-এর সময় পর্যন্ত কোন একটি শহরে দু'শ ছাহাবী বিদ্যমান ছিলেন'।[৩৭]

অন্য এক জায়গায় এই উকাড়বী ছাহেবই ঘোষণা করেছেন যে, 'মক্কা মুকাররামাও ইসলাম এবং মুসলমানদের কেন্দ্র। হযরত আত্বা বিন আবী রাবাহ এখানকার মুফতী। দু'শ ছাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন'।[৩৮]

পর্যালোচনা : এ দু'টি ইবারতের মধ্যে একটি ইবারত একেবারেই মিথ্যা। উকাড়বী ছাহেবের দশটি মিথ্যাচারের বর্ণনা শেষ হ'ল।

[চলবে]

---

২৮. *তাহযীবুত তাহযীব, ১/৩৭৪।*
২৯. *তাক্বরীবুত তাহযীব, জীবনী ক্রমিক নং ৪৮৮৮।*
৩০. *হাফেয ইবনু হাজার, ইতহাফুল মাহারাহ, ১২/৩৮৬, হা/১৫৮১০-এর পূর্বে।*
৩১. *তাজাল্লিয়াতে ছফদর, ২/৪১০, ফায়ছালাবাদ ছাপা।*
৩২. *রিসালাহ নাজাতিয়া, পৃঃ ৪১, ৪২।*
৩৩. *আন-নুবযাতুল কাফিয়া, পৃঃ ৭০, ৭১।*
৩৪. *মাজমূ'আ রাসায়েল, ৪/৬২, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৫ইং।*
৩৫. *মাজমূ' ফাতাওয়া, ২০/৩৯।*
৩৬. *ঐ, ২০/৪০।*
৩৭. *তাহক্বীক্ব মাসআলায়ে আমীন, পৃঃ ৪৪; মাজমূ'আ রাসায়েল, ১/১৫৪, ছাপা : অক্টোবর ১৯৯১ইং।*
৩৮. *নামাযে জানাযা মেঁ সূরায়ে ফাতিহা কী শারঈ হায়ছিয়াত, পৃঃ ৯; মাজমূ'আহ রাসায়েল, ১/২৬৫।*

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্যের নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট
www.ahlehadeethbd.org/audiovideo.html
Youtube চ্যানেল
ahlehadeeth andolon bangladesh
ফেসবুক পেজ
www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

মসজিদের আদব

*হাফীযুর রহমান**

মসজিদ আল্লাহ্র নিকটে সর্বাধিক প্রিয় স্থান।[১] সেখানে কেবল তাঁরই ইবাদত করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا– 'আর মসজিদগুলো কেবলমাত্র আল্লাহ্রই জন্য, কাজেই তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কাউকে ডেক না' *(জিন ৭২/১৮)*। এ মসজিদ মুসলমানদের ইবাদতের স্থান। এখানে আগতদের উদ্দেশ্য থাকে কেবল ইবাদত করা। সুতরাং এখানে প্রবেশের জন্য বিশেষ কিছু আদব বা শিষ্টাচার রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. মসজিদে গমনের পথে দো'আ :

মসজিদে গমনের পথে রাসূল (ছাঃ) দো'আ পড়তেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,

فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَهُوَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَفِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِىْ نُوْرًا وَمِنْ أَمَامِى نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِى نُوْرًا، اللَّهُمَّ أَعْطِنِىْ نُوْرًا–

'অতঃপর তিনি ছালাতের জন্য বের হ'লেন। তখন তিনি এ দো'আ করছিলেন, 'হে আল্লাহ! আমার হৃদয়ে আলো (নূর) সৃষ্টি করে দাও, আমার দৃষ্টিশক্তিতে আলো সৃষ্টি করে দাও, আমার পিছন দিকে আলো সৃষ্টি করে দাও, আমার সামনের দিকে আলো সৃষ্টি করে দাও, আমার উপর দিক থেকে আলো সৃষ্টি করে দাও এবং আমার নীচের দিক থেকেও আলো সৃষ্টি করে দাও। হে আল্লাহ! আমাকে নূর বা আলো দান করো'।[২]

২. ওযূ করে মসজিদ অভিমুখে গমন করা :

সুন্দররূপে ওযূ করে মসজিদে যাওয়া উত্তম স্বভাব। রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ تَطَهَّرَ فِى بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ لِيَقْضِىَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً.

'যে ব্যক্তি বাড়ী থেকে পাক-পবিত্র হয়ে অর্থাৎ ওযূ করে কোন ফরয ছালাত আদায় করার জন্য হেঁটে আল্লাহ্র কোন ঘরে অর্থাৎ কোন মসজিদে যায় তার প্রতিটি পদক্ষেপে একটি পাপ ঝরে পড়ে এবং একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়'।[৩]

৩. মসজিদে গমনকালে ধীর-স্থিরভাবে চলা :

ছালাতের জন্য মসজিদে গমনকালে তাড়াহুড়া না করে ধীরে-সুস্থে যাওয়া উত্তম। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوْا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا– 'যখন তোমরা একামত শুনতে পাবে, তখন ছালাতের দিকে চলে আসবে, তোমাদের উচিত স্থিরতা ও গাম্ভীর্য অবলম্বন করা। তাড়াহুড়া করবে না। ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে, আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করবে'।[৪] তিনি আরো বলেন, إِذَا أُقِيْمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ 'ছালাতের একামত হ'লে আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না। তোমাদের জন্য আবশ্যক হ'ল স্থিরতা অবলম্বন করা'।[৫] হাসান (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَنَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَاكِعٌ قَالَ فَرَكَعْتُ دُوْنَ الصَّفِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ. 'একদা আল্লাহ্র নবী রুকূতে থাকাবস্থায় তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি কাতারে না পৌঁছেই রুকূ' করে নিলাম। নবী করীম (ছাঃ) (আমাকে) বললেন, আল্লাহ তোমার আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিন, তবে পুনরায় এরূপ করো না'।[৬]

৪. মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দো'আ পাঠ করা :

মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় দো'আ পড়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ. 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন এই দো'আ পড়ে *'আল্লা-হুম্মাফ্তাহলী আবওয়া-বা রাহমাতিকা'*। অর্থ- হে আল্লাহ্! তুমি আমার উপর তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও'। আর যখন বের হয় তখন বলবে, *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাযলিকা*। অর্থ- 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার অনুগ্রহ কামনা করছি'।[৭]

৫. তাহিইয়াতুল মসজিদ ছালাত আদায় করা :

মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা সুন্নাত, যাকে তাহিইয়াতুল মসজিদ বলে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. وفي رواية فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

---

* *নারায়ণপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর*

১. *মুসলিম হা/১৫৬০; মিশকাত হা/৬৯৬।*
২. *মুসলিম হা/৭৬৩।*
৩. *মুসলিম হা/৬৬৬ [১৫৫৩]।*
৪. *বুখারী হা/৬৩৬; মুসলিম হা/৬০৪।*
৫. *বুখারী হা/৬৩৮।*
৬. *আবু দাউদ হা/৬৮৩-৬৮৪ সনদ ছহীহ।*
৭. *মুসলিম হা/৭১৩ [১৬৮৫]; মিশকাত হা/৭০৩।*

'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার পূর্বে বসবে না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে 'সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়'।[৮]

৬. মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় না করা ও হারানো জিনিস না খোঁজা :

মসজিদে বেচাকেনা করা ও হারানো জিনিস খোঁজা নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِى الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا : لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيْهِ ضَالَّةً فَقُوْلُوْا : لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ. 'তোমরা মসজিদের ভিতরে কোন লোককে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখলে বলবে, আল্লাহ তা'আলা যেন তোমার ব্যবসায় কোন লাভ প্রদান না করেন। আর মসজিদের মধ্যে কোন লোককে হারানো জিনিসের ঘোষণা দিতে দেখলে বলবে, তোমার হারানো জিনিসকে যেন আল্লাহ তা'আলা ফিরিয়ে না দেন'।[৯]

৭. পোষাক ও সাজসজ্জা :

মসজিদে সাধ্যপক্ষে সুন্দর পোষাক পরিধান করে গমন করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا بَنِيْ آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ– 'হে আদম সন্তান! প্রত্যেক ছালাতের সময় তোমরা সাজসজ্জা গ্রহণ কর। আর খাও, পান কর কিন্তু অপচয় করো না, অবশ্যই তিনি অপচয়কারীদের পসন্দ করেন না' *(আ'রাফ ৭/৩১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ مَنْ يُزَيَّنُ لَهُ. 'তোমাদের কেউ যখন ছালাতে দাঁড়াবে সে যেন (সুন্দর) পোষাক পরিধান করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল্লাহ তাঁর থেকে সজ্জিত করার হকদার'।[১০]

৮. রসুন-পিঁয়াজ বা অনুরূপ দুর্গন্ধযুক্ত কোন কিছু খেয়ে মসজিদে না যাওয়া :

কাঁচা পিঁয়াজ-রসুন বা এ জাতীয় দুর্গন্ধযুক্ত কোন জিনিস খেয়ে মসজিদে যাওয়া নিষেধ। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ. 'যে ব্যক্তি পিঁয়াজ, রসুন বা পিঁয়াজ জাতীয় সবজি খাবে সে যেন আমার মসজিদের কাছেও না আসে। কেননা মানুষ যেসব জিনিস দ্বারা কষ্ট পায় ফেরেশতাগণও সেসব জিনিস দ্বারা কষ্ট পায়'।[১১] অন্যত্র নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيْدُ الثُّومَ فَلاَ يَغْشَانَا فِيْ مَسَاجِدِنَا 'যে ব্যক্তি এই জাতীয় বৃক্ষ হ'তে অর্থাৎ কাঁচা রসুন খায় সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদে না আসে'।[১২]

৯. আযানের পরে মসজিদ থেকে বের না হওয়া :

বিনা ওযরে আযানের পরে মসজিদ থেকে বের হওয়া ঠিক নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَلاَ يَخْرُجْ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ 'যখন মুওয়াযযিন আযান দেয়, তখন কেউ যেন ছালাত আদায় না করে মসজিদ থেকে বের না হয়'।[১৩]

১০. মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম না করা :

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً 'যদি মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমনকারী ব্যক্তির জানা থাকত যে, তার উপর কি পাপের বোঝা চেপেছে, তবে চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাকেও সে প্রাধান্য দিত। আবু নাছর বলেন, আমি জানি না তিনি চল্লিশ দিন, মাস নাকি বছর বলেছেন'।[১৪] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا وَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرَّ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ 'তোমাদের কেউ ছালাত আদায় করতে চাইলে যেন সুৎরা সামনে রেখে ছালাত আদায় করে এবং এর নিকটবর্তী হয়। সে যেন তার সামনে দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে না দেয়। অতএব যদি কেউ সামনে দিয়ে অতিক্রম করে, তাহ'লে সে যেন তার সাথে লড়াই করে। কারণ সে একটা শয়তান'।[১৫]

১১. মসজিদকে রাস্তা হিসাবে গ্রহণ না করা :

তাসবীহ-তাহলীল, যিকর-আযকার ও ইবাদত ব্যতীত কেবল চলাচলের জন্য মসজিদকে রাস্তা হিসাবে গ্রহণ করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, لاَ تَتَّخِذُوْا الْمَسَاجِدَ طُرُقًا إِلاَّ لِذِكْرٍ أَوْ صَلاَةٍ– 'তোমরা মসজিদকে রাস্তা হিসাবে গ্রহণ কর না। সেটা কেবল যিকর ও ছালাতের জন্য'।[১৬]

১২. মসজিদে কণ্ঠস্বর উচ্চ না করা বা শোর-গোল না করা :

মসজিদ ইবাদতের স্থান। সেখানে উচ্চকণ্ঠে কথা বলা ঠিক নয়, যাতে অন্যের ইবাদতে বিঘ্ন ঘটে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اعْتَكَفَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُوْنَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ أَلاَ إِنَّ كُلَّكُمْ

---

৮. *বুখারী হা/১১৬৩; মুসলিম হা/১৬৮৭।*
৯. *তিরমিযী হা/১৩২১; মিশকাত হা/৭৩৩; ইরওয়া হা/১৪৯৫, হাদীছ ছহীহ।*
১০. *ত্বাবারাণী, মু'জামুল আওসাত হা/৯৩৬৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৬।*
১১. *বুখারী হা/৮৫৪; মুসলিম হা/৫৬১ [১২৮২]।*
১২. *বুখারী হা/৮৫৪।*
১৩. *ছহীহুল জামে' হা/২৯৭; মিশকাত হা/১০৭৪, সনদ হাসান।*
১৪. *বুখারী হা/৫১০; মুসলিম হা/৫০৭; মিশকাত হা/৭৭৬।*
১৫. *আবূ দাউদ হা/৬৯৪-৯৫; ইবনু মাজাহ হা/৯৫৪; ছহীহুল জামে' হা/৬৪১, ৬৫৩, সনদ ছহীহ।*
১৬. *হাকেম, ছহীহাহ হা/১০০১; ছহীহুল জামে' হা/৭২১৫।*

مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلاَ يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِى الْقِرَاءَةِ. أَوْ قَالَ فِى الصَّلاَةِ.

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে ই'তিকাফকালে ছাহাবীদেরকে উচ্চৈঃস্বরে ক্বিরাআত পড়তে শুনে পর্দা সরিয়ে বললেন, জেনে রেখ! তোমাদের প্রত্যেকেই স্বীয় রবের সাথে গোপনে মুনাজাতে রত আছো। কাজেই তোমরা পরস্পরকে কষ্ট দিও না এবং পরস্পরের সামনে ক্বিরাআতে অথবা ছালাতে আওয়ায উঁচু করো না'।[১৭] ইবনু ওমর ও আব্দুল্লাহ ইবনু আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত,

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ بِهِ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদল লোকের নিকট আগমন করলেন, সে সময় তারা ছালাত আদায় করছিল এবং উচ্চকণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করছিল। তা দেখে তিনি বললেন, ছালাত আদায়কারী ছালাতরত অবস্থায় তার প্রতিপালকের সাথে মুনাজাত করে। তাই তার উচিত সে কিরূপে মুনাজাত করে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা। অতএব একজনের কুরআন তেলাওয়াতের শব্দ অন্যজনের কানে যেন না পৌঁছে'।[১৮]

অনুরূপভাবে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা, গল্প-গুজব, হৈচৈ থেকে বিরত থাকা যরূরী। সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় একজন লোক আমার দিকে একটা কাঁকর নিক্ষেপ করল। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, তিনি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)। তিনি বললেন, যাও, এ দু'জনকে আমার নিকট নিয়ে এসো। আমি তাদেরকে নিয়ে তাঁর নিকটে আসলাম। তিনি বললেন, তোমরা কারা? অথবা তিনি বললেন, তোমরা কোথাকার লোক? তারা বলল, আমরা তায়েফের অধিবাসী। তিনি বললেন, তোমরা যদি মদীনার লোক হ'তে, তাহ'লে আমি অবশ্যই তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতাম। কারণ তোমরা দু'জনে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছ।[১৯]

১৩. জুনুবী, হায়েয ও নেফাসওয়ালীদের মসজিদে অবস্থান না করা:

গোসল ফরয হওয়ার পর জুনুবী অবস্থায় এবং হায়েয-নেফাস অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করা সমীচীন নয়। এমর্মে হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَاوِلِينِى الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّى حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِى يَدِكِ. 'একদা নবী করীম (ছাঃ) আমাকে বললেন, মসজিদ থেকে আমাকে মাদুরটি এনে দাও। আমি বললাম, আমি হায়েযা বা ঋতুবতী। তিনি বললেন, তোমার হায়েয তোমার হাতে নেই'।[২০]

১৪. ময়লা-আবর্জনা দ্বারা মসজিদকে অপরিচ্ছন্ন করা থেকে বিরত থাকা :

ময়লা-আবর্জনা ফেলে মসজিদ নোংরা বা অপরিচ্ছন্ন করা নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَىْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ إِنَّمَا هِىَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. 'এ মসজিদ সমূহে পেশাব ও ময়লা দ্বারা অপবিত্রকরণের কোন কাজ করা জায়েয নয়। বরং এটা শুধু আল্লাহ্র যিকির, ছালাত ও কুরআন পাঠের জন্য'।[২১] অনুরূপভাবে থুথু ও কফ মসজিদে ফেলা নিষেধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْبُزَاقُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا 'মসজিদে থুথু ফেলা পাপ, তার প্রতিকার হ'ল তা মিটিয়ে ফেলা'।[২২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِىْ جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদের কিবলার দিকের দেওয়ালে শিকনী বা থুথু অথবা কফ লেগে থাকতে দেখে তা খুচিয়ে উঠালেন'।[২৩] অন্য হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِى الدُّوْرِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহল্লায় বা জনবসতিপূর্ণ স্থানে মসজিদ নির্মাণ করার এবং তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন'।[২৪]

১৫. মহিলাদের জন্য মসজিদে গমন ও কাতারবদ্ধ হওয়ার বিধান:

মহিলারা মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করতে পারে। তবে তাদের জন্য কিছু বিধি-নিষেধ রয়েছে। যেমন (ক) সুগন্ধি না মাখা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا. 'তোমাদের মধ্যে কোন নারী মসজিদে গেলে সে যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে'।[২৫] (খ) বেপর্দা হয়ে না আসা এবং সৌন্দর্য প্রকাশ না করা *(নূর ২৪/৩০; আহযাব ৩৩/৩৩)*। (গ) পিছনের কাতারে দাঁড়ানো। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ

১৭. *আহমাদ হা/১১৯১৫; আবু দাউদ হা/১৩৩২; ছহীহাহ হা/১৫৯৭।*
১৮. *মুওয়াত্ত্বা হা/২৬৪; মিশকাত হা/৮৫৬; ছহীহুল জামে' হা/৩৭১৪; ছহীহাহ হা/১৬০৩।।*
১৯. *বুখারী হা/৪৭০।*
২০. *মুসলিম হা/২৯৮; আবু দাউদ হা/২৬১; মিশকাত হা/৫৪৯ 'হায়েয' অনুচ্ছেদ।*
২১. *বুখারী হা/১২২১; মুসলিম হা/২৮৫; মিশকাত হা/৪৯২।*
২২. *বুখারী হা/৪১৫; মুসলিম হা/৫৫২; মিশকাত হা/৭০৮।*
২৩. *বুখারী হা/৪০৭; মুসলিম হা/৫৪৯; নাসাঈ হা/৭২৪।*
২৪. *আবু দাউদ হা/৪৫৫; তিরমিযী হা/৫৯৪, সনদ ছহীহ।*
২৫. *মুসলিম হা/৪৪৩ [১০২৫]; মিশকাত হা/১০৬০।*

صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا. 'ছালাতে পুরুষদের জন্যে সবচেয়ে উত্তম কাতার হ'ল প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্টতম কাতার হ'ল পিছনের কাতার। আর মহিলাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম কাতার হ'ল পিছনের কাতার এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাতার হ'ল প্রথম কাতার'।[২৬]

জুম'আর দিনের আদব বা শিষ্টাচার

জুম'আর দিনের জন্য বিশেষ কিছু আদব রয়েছে। প্রত্যেক মুমিনের জন্য তা পালন করা যরূরী। এসব আদবের মধ্যে কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

ক. গোসল করা : নবী করীম (ছাঃ) বলেন, حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِيْ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ– 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর হক রয়েছে যে, প্রতি সাত দিনের একদিন সে গোসল করবে, তার মাথা ও শরীর ধৌত করবে'।[২৭] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ 'যে ব্যক্তি জুম'আর ছালাতে আসবে সে যেন গোসল করে'।[২৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ 'জুম'আর দিনে প্রত্যেক সাবালকের জন্য গোসল করা ওয়াজিব'।[২৯]

খ. ওযূ করে মসজিদ অভিমুখে গমন করা : নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا. 'যে ব্যক্তি ওযূ করবে এবং তা উত্তমরূপে করবে, অতঃপর জুম'আর ছালাতে যাবে ও চুপচাপ খুৎবা শুনবে, তাহ'লে তার এ জুম'আ হ'তে ঐ জুম'আ পর্যন্ত সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে, অধিকন্তু আরো তিন দিনের। আর যে ব্যক্তি খুৎবার সময় কঙ্কর নাড়ল সে অনর্থক কাজ করল'।[৩০]

গ. নফল ছালাত আদায় করা ও চুপ করে বসে খুৎবা শ্রবণ করা : নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ. 'যে ব্যক্তি গোসল করে জুম'আর ছালাতে আসবে অতঃপর তার সাধ্যানুযায়ী ছালাত আদায় করবে, তারপর ইমাম খুৎবা শেষ করা পর্যন্ত চুপ করে থাকবে; অতঃপর ইমামের সাথে ছালাত আদায় করবে, তার এই জুম'আ ও পরবর্তী জুম'আর মাঝের পাপ সমূহ ক্ষমা করা হবে। এমনকি অতিরিক্ত আরো তিন দিনের পাপ ক্ষমা করা হবে'।[৩১]

ঘ. সুন্দর কাপড় পরা ও সুগন্ধি মাখা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ إِنْ كَانَ لَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ، ثُمَّ يَرْكَعُ مَا بَدَا لَهُ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا.

'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করে, তার কাছে সুগন্ধি থাকলে ব্যবহার করবে এবং উত্তম পোশাক পরিধান করবে অতঃপর সেখানে ধীরস্থিরভাবে গমন করবে, মহান আল্লাহ্র নির্ধারিত ছালাত আদায় করবে, কাউকে কষ্ট দিবে না এবং ইমামের খুৎবা থেকে ছালাত শেষ করা পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করবে তাহ'লে এটা তার জন্য (দুই জুম'আর মধ্যবর্তী গোনাহের) কাফফারা হবে'।[৩২]

ঙ. মেসওয়াক করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاكُ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ الطِّيْبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ. 'জুম'আর দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির গোসল ও মিসওয়াক করা কর্তব্য। সামর্থ্য থাকলে সে যেন সুগন্ধি ব্যবহার করে'।[৩৩]

চ. সকাল সকাল মসজিদে গমন করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন ভালভাবে গোসল করে। অতঃপর সকাল সকাল পায়ে হেঁটে মসজিদে যায়, বাহনে নয় এবং ইমামের কাছাকাছি বসে ও মনোযোগ দিয়ে খুৎবা শোনে, আর অনর্থক কিছু না করে, তার প্রতি পদক্ষেপে এক বছরের ছিয়াম ও ক্বিয়ামের অর্থাৎ দিনে ছিয়াম ও রাতের বেলায় নফল ছালাতের সমান নেকী হয়'।[৩৪] অন্যত্র তিনি বলেন,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي

---

২৬. *মুসলিম হা/৪৪০ [১০১৩]; মিশকাত হা/১০৯২।*
২৭. *বুখারী হা/৮৯৭; মুসলিম হা/৮৪৯ [২০০০]; মিশকাত হা/৫৩৯।*
২৮. *বুখারী হা/৮৯৪; মুসলিম হা/৮৪৪ [১৯৮৯]।*
২৯. *বুখারী হা/৮৭৯; মুসলিম হা/৮৪৬ [২৬৬৫]।*
৩০. *মুসলিম হা/৮৫৭ [২০২৫]; মিশকাত হা/ ১৩৮৩।*
৩১. *মুসলিম হা/৮৫৬ [২০২৪]; মিশকাত হা/১৩৮২।*
৩২. *আহমাদ হা/২৩৬১৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/৬৮৮[১০৩৫]।*
৩৩. *মুসলিম হা/৮৪৬ [১৯৯৭]।*
৩৪. *তিরমিযী হা/৪৯৬; আবু দাউদ হা/৩৪৫; নাসাঈ হা/১৩৮১, ১৩৮৪; ইবনু মাজাহ হা/১০৮৭; মিশকাত হা/১৩৮৮, হাদীছ ছহীহ।*

السَّاعَةَ الْخَامِسَةَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ وفي رواية لمسلم فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاءُوْا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন জানাবাতের (অপবিত্রতার) গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং ছালাতের জন্য আগমন করে সে যেন একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেন একটি গাভী কুরবানী করল। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। চতুর্থ পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি মুরগী কুরবানী করল। পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি ডিম কুরবানী করল। পরে ইমাম যখন খুৎবা দেয়ার জন্য বের হন তখন ফেরেশতাগণ যিকির শ্রবণের জন্য উপস্থিত হয়ে থাকে। মুসলিমের অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম যখন বসে পড়েন তখন তারা এসব লেখা পুস্তিকা বন্ধ করে দেন এবং তাঁরা মসজিদে এসে যিকির শুনতে থাকেন'।[৩৫]

ছ. কারো ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে না যাওয়া : আবু যাহিরিয়্যাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ. وفي رواية: اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ-

'একদা জুম'আর দিন এক ব্যক্তি লোকদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। নবী করীম (ছাঃ) তখন খুৎবা দিচ্ছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি বস, তুমি অন্যকে কষ্ট দিচ্ছ'।[৩৬] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, অনর্থক কাজ করছ'।[৩৭] অর্থাৎ তুমি বিলম্বিত করেছ ও শেষে এসেছ।

উপসংহার : পরিশেষে বলব, মসজিদে গমনের জন্য উপরোক্ত আদবগুলো পালন করা মুমিনের জন্য আবশ্যক। এর মাধ্যমে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি হাছিল হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে উক্ত কাজগুলো পালন করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

৩৫. *বুখারী হা/৮৮১,৩২১১; মুসলিম হা/৮৫০।*

৩৬. *আহমাদ, আবু দাউদ হা/১১১৮; নাসাঈ হা/১৩৯৯, সনদ ছহীহ।*
৩৭. *ইবনু মাজাহ হা/১১১৫, সনদ ছহীহ।*

জাতীয় গ্রন্থ পাঠ প্রতিযোগিতা ২০১৭

নির্বাচিত গ্রন্থ | সকলের জন্য উন্মুক্ত

তাফসীরুল কুরআন (৩০তম পারা) (২য় সংস্করণ)
লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

পুরস্কার
১ম পুরস্কার : ১০,০০০/- (সনদসহ)।
২য় পুরস্কার : ৭,০০০/- (সনদসহ)।
৩য় পুরস্কার : ৫,০০০/- (সনদসহ)।
বিশেষ পুরস্কার : ২,০০০/- (৫টি)।

প্রতিযোগিতার তারিখ : তাবলীগী ইজতেমা ২০১৭-এর ২য় দিন, সকাল ১০-টা
প্রতিযোগিতার স্থান : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়
প্রশ্নপদ্ধতি : এম সি কিউ, সময় : ১ ঘণ্টা। **পরীক্ষার ফি :** ১০০ টাকা
পুরস্কার বিতরণ : তাবলীগী ইজতেমা মঞ্চ, ২য় দিন বাদ এশা।

সার্বিক যোগাযোগ
০১৯৮৭-১১৫৬৬২
০১৭২২-৬২০৩৪০

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪।

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

পাঠদানে দুর্বল শিশুদের নিয়ে সমস্যা

-আফতাব চৌধুরী

প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন, কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী আসে ক্লাছে, যারা স্লো-লার্নার বা পড়াশোনায় পিছিয়ে। তারা সম্পূর্ণ অমনোযোগী না হ'লেও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাঠ যেন ঠিকঠাকভাবে বুঝে উঠছে না। তারা হয়তো মনোযোগ দিয়েই পাঠ শুনছে। কিন্তু তাদের চাহনি দেখে বোঝা যাচ্ছে তাদের স্মৃতি-দুর্বলতা এবং আলোচ্য বিষয়বস্তু তাদের বোধগম্য হচ্ছে না। হালে সর্বশিক্ষার দৌলতে ও সরকার শিক্ষা আবশ্যিক করায় সমাজের সর্বস্তরের শিশু বিদ্যালয়ে পড়ার জন্য ভিড় করছে। ফলে পিছিয়ে পড়া শিশু বিদ্যার্থীদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। একদিকে ভিড়ে ভিড়াক্কার ক্লাসগুলো, অন্যদিকে আনুপাতিক শিক্ষক-শিক্ষকার অপ্রতুলতা এবং স্থান সঙ্কুলানের অভাবের দরুন এ সমস্যা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। অথচ তাদের সমবয়সী কিছু সংখ্যক বিদ্যার্থী অতি সহজে একই পাঠ গ্রহণ করে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। এক শ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন যারা কেবল ঐসব মেধাসম্পন্ন বিদ্যার্থীকে নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছেন। পিছিয়েপড়া শিশুদের প্রতি যতটা দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন ততটা দিচ্ছেন না। এই শিক্ষক-শিক্ষিকা বিদ্যার্থীদের অনেকটা যেন শূন্য বোতল ভেবে বিদ্যার পানি ঢেলে যাচ্ছেন। সেই পানি কিছু কিছু বোতলের ভেতরে যাচ্ছে আর বাকীগুলোতে অল্প-স্বল্প গেলেও বাইরেই সব গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। বর্ষশেষে সবগুলো বোতলই যথারীতি সিল্ড হয়ে যাচ্ছে। ফলে এই সমস্ত পিছিয়েপড়া বিদ্যার্থীর সংখ্যা-সমস্যা আরও জটিলতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

পিছিয়েপড়া বিদ্যার্থীরাই হচ্ছে- স্লো-লার্নার। দেখা গেছে, ঐ সমস্ত শিশু তাদের সমবয়সী সতীর্থদের মতো পড়াশোনায় ততটা অগ্রগতি দেখাতে পারছে না। এমনকি তারা ক্লাসে পড়াশোনা বুঝে উঠতেও পারছে না। তারা হয় স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন অথবা তাদের ধী-শক্তির অভাবের জন্য তাদের এগিয়ে যাওয়া এভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। তবে এটাও লক্ষ্য করা গেছে, সবক্ষেত্রে ধী-শক্তির অভাবে যে বিদ্যার্থীরা পিছিয়ে যাচ্ছে তা বিবেচনা করা ঠিক হবে না। এমন বিদ্যার্থীরা আছে যারা যথেষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত ও মেধাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় ক্লাসে পিছিয়ে থাকে। তাই বিদ্যালয়ে এই দু'শ্রেণীর পিছিয়েপড়া বিদ্যার্থীদের উপস্থিতি রয়েছে।

মেধাবী বিদ্যার্থীদের পিছিয়ে পড়ার কারণ- তারা হয়তো বা চাকরিজীবী পিতার ঘন ঘন বদলিতে স্থান ও বিদ্যালয় পরিবর্তন অথবা নতুন বিদ্যালয়ে নতুন পাঠ্যক্রম অথবা ক্লাসে অনেক এগিয়ে যাওয়া পাঠ। এই অগ্রগতির অনুসরণে অসমর্থতার দরুন স্বাভাবিকভাবেই এই শ্রেণীর বিদ্যার্থীরা ক্লাসে পিছিয়ে পড়ছে। তাছাড়া এমন কতগুলো পরিবার আছে যেখানে শান্তির সুবাতাস নেই। শিশুর সামনে মা-বাবার অন্তহীন বিবাদজনিত অনভিপ্রেত পরিবেশ। এই দুঃসহ পরিবেশে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে অসহায় শিশুটি মা-বাবার রুদ্রমূর্তির দিকে। এ অবস্থায় শিশুমন থাকে প্রতিনিয়ত শঙ্কিত। ভুগতে থাকে নিরাপত্তার অভাবে। তার প্রভাব শিশুমনে হয় নেতিবাচক। দেখা দেয় জঠিল ভাবনা, যা ভাসতে থাকে তার মনে হিমশৈলের মতো। সৃষ্টি হয় মানসিক ও শারীরিক সমস্যা, যার উপস্থিতি বাইরে থেকে অননুমেয়। এক অসহায় ভাব আচ্ছন্ন করে তার জীবনকে। স্বভাবতই তখন সে হারিয়ে ফেলে মানসিক ধৈর্য। তিরোহিত হয় তার হাসি, আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা ও পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ। তার সেই অশান্ত মানসিক অবস্থায় সে ধীরে ধীরে পরিণত হয় স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন পড়াশোনায় পিছিয়েপড়া শিশুতে। সৃষ্টি হয় তার মধ্যে হতাশা ও ব্যর্থতাবোধ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মা-বাবার চিন্তাহীনতা, অযত্ন, অবহেলা, অন্ধ ভালোবাসা এবং মাত্রাধিক প্রশ্রয় পেয়ে মেধাসম্পন্ন শিশু বখাটে হয়ে ওঠে। সংখ্যায় কম হ'লেও ক্লাসে থাকে আরও একশ্রেণীর শিশু বিদ্যার্থী, যারা যথার্থই ব্লান্ট বা নিরেট। প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে তাদের নিয়ে।

এই সমস্যা নিরসনকল্পে কিছু সমাধানসূচক পরামর্শ দেয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ও গৃহে মা-বাবা এবং অভিভাবকদের সবিশেষ মনোযোগ, সমবেদনা ও সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাই হোন বা অভিভাবকই হোন এ জাতীয় ছাত্রছাত্রীদের কী সমস্যা, কেন তারা অপারগ, কোথায় তাদের গলদ সে সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হ'তে হবে। প্রথমত ক্লাসে প্রখর দৃষ্টি দিয়ে পিছিয়েপড়া বিদ্যার্থীদের চিহ্নিত করতে হবে। এ কাজটা হয়তো সব শিক্ষক-শিক্ষিকার দ্বারা সম্ভব না-ও হ'তে পারে। তার জন্য প্রয়োজন হবে অভিজ্ঞ দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকার। তারাই উল্লেখিত দু'শ্রেণীর পিছিয়েপড়া বিদ্যার্থীদের চিহ্নিত করে তাদের সমস্যাগুলো পৃথকভাবে ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে জেনে নেবেন। এভাবে সমস্যা জানার পর তারা প্রত্যেক বিষয় শিক্ষকদের সমস্যাগুলোসহ নির্দিষ্ট বিদ্যার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেবেন। বিদ্যালয় প্রধানদেরও এ ব্যাপারে অবহিত করতে হবে যাতে তারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিশেষ দৃষ্টি ও সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে সমর্থ হন। এভাবে সব শিক্ষক-শিক্ষিকার সজাগ দৃষ্টি আকর্ষিত হলে শিশুরা রুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে ও তাদের অগ্রগতির পথ সুগম হবে। বিদ্যার্থীদের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে সমস্যানুসন্ধানের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে এজন্য, কারণ বিদ্যার্থীরা বিশেষ করে প্রান্তীয় শিশু বিদ্যার্থীরা নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যা সবার সামনে প্রকাশ করতে অনেক সময় সংকোচ বোধ করে। শুধু শিক্ষক-শিক্ষিকা নয়, বাড়িতে অভিভাবকদেরও দায়িত্ব রয়ে গেছে।

মা-বাবাকে শুধু নিজেদের সমস্যা এবং কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকলেই চলবে না, শিশুদের সমস্যা কোথায় তা জেনে নিতে হবে এবং তা জানার কোন চেষ্টা না করে পড়াশোনায় পিছিয়ে যাবার দরুন শিশুদের শুধু গালিগালাজ এবং সময় সময় রূঢ় ব্যবহার করে অথবা শিশুর অবনতির জন্য বিদ্যালয়কে দোষারোপ করে কোন লাভ হবে না। তারা শিশুদের নিরাপত্তার মোড়কে বেঁধে রাখলেও তাদের অগ্রগতির খোঁজ-খবর রাখেন

না। সপ্তাহ শেষে হাতে ধরে-বাজার থেকে আকর্ষণীয় জিনিস কিনে দিলেই শিশুমন তুষ্ট হয় না। মা-বাবাকে শিশুর জন্য কিছুটা সময় অতিবাহিত করতে হবে, তাকে নিয়ে বসতে হবে। অত্যন্ত সংবেদনশীল মন নিয়ে ধৈর্য সহকারে এগোতে হবে এবং তাদের সমস্যাগুলো জেনে বিদ্যালয়ের বিষয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। তা হ'লেই দেখা যাবে শিশুদের পড়াশোনায় অগ্রগতি হচ্ছে।

শিশুটি যখন জানবে যে তার মা-বাবার সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংযোগ ও সুসম্পর্ক রয়েছে, সেই শিশুটি তখন মনোযোগী হবে এবং শিখবেও ভালো। এ জাতীয় সংযোগ সমন্বয় এদের ক্ষেত্রে বিশেষ যরূরী। এগুলোই হচ্ছে সমস্যা সমাধানের প্রাথমিক প্রস্তুতি। শুধু আলোচনার সব ক্ষেত্রে পিছিয়েপড়া শিশুদের সমস্যা সম্বন্ধে সঠিক দিশা দিতে যথেষ্ট না-ও হ'তে পারে। নিরূপিত করতে হবে অসমর্থতার কারণগুলো। স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন পিছিয়েপড়া বিদ্যার্থীদের ব্যক্তিগত টেস্টিংয়ের প্রয়োজন হবে। এই অনুসন্ধানী পরীক্ষা হবে মৌখিক। গ্রুপ টেস্টিং-এ বিদ্যার্থী কতটুকু পিছিয়ে আছে তা সঠিকভাবে ধরা পড়বে না। রোগ যথাযথভাবে নিরূপিত না হলে রোগের সমাধান হবে না। তাই এ টেস্টিং হবে সহজ-সরল ও অনুসন্ধানমূলক। বিদ্যার্থীদের জ্ঞান নয়, তারা কতটুকু পিছিয়ে আছে সেটা জানাই এই পরীক্ষার আসল উদ্দেশ্য। চিহ্নিত শিশুগুলোর ওপর নযর রাখতে হবে প্রতিনিয়ত। সম্ভব হ'লে এ জাতীয় বিদ্যার্থীর একই সঙ্গে ক্লাসে একত্রে বসাবার ব্যবস্থা করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

দৈনিক পাঠদানের সময় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিজেদের নির্দিষ্ট আসন ছেড়ে এই শিশুদের মাঝে এসে তারা কতটুকু পাঠ গ্রহণ করতে পেরেছে তা যাচাই করতে হবে। তাদের অসমর্থতা নযরে আসলে ধৈর্য সহকারে পুনর্বার বলে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং তাদের সুপ্ত আগ্রহ মনোযোগ ও অনুরাগ জাগিয়ে তুলতে হবে। তাদের বিফলতার ওপর কোন বিরূপ মন্তব্য চলবে না। ক্লাসের সফল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তুলনা থেকে বিরত থাকতে হবে। বাড়িতেও মা-বাবার তাদের অন্য শিশুদের সঙ্গে তুলনা সমচীন হবে না। এ রকম শিশুদের অনবরত অনুশীলন, প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়ে উদ্দীপিত করতে হবে। যতটুকু এগোবে তার জন্য প্রশংসা এবং বাহবা দিতে হবে। দেখা যাবে আস্তে আস্তে তাদের আত্মপ্রত্যয় ও পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ গড়ে উঠেছে।

তাড়াহুড়ো করলে চলবে না। একটা পাঠ ধাতস্থ হ'লেই তবে পরবর্তী অধ্যায়ে যেতে হবে। তার জন্য সংবেদনশীল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন হবে। জন্মগত স্থূলবুদ্ধির শিশুদের ক্ষেত্রে সমস্যাটা অধিকতর জটিল হ'লেও একবার যদি তাদের আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা যায় তা হ'লে তারাও যথেষ্ট এগিয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে ধৈর্যশীল শিক্ষক-শিক্ষিকার ও বাড়িতে মা-বাবার উৎসাহ, সহায়তা এবং প্রশংসাই ফলপ্রসূ ওষুধ।

এই পিছিয়েপড়া সমস্যা প্রায়-সব বিদ্যালয়েই কমবেশী আছে। সবমিলে এ জাতীয় শিশু বিদ্যার্থীর সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য হবে না। কাজেই তাদের অবহেলা করা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিদ্যাদাতাদের সম্পূর্ণ অনুচিত। তবে বর্তমান ক্লাসগুলোর ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই অবস্থায় যে তরির আবহে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া অত্যন্ত দুরূহ। সরকার যদি সত্যিসত্যিই সবার শিক্ষার অগ্রগতি কামনা করে তা হ'লে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। স্কুলগুলোর পরিকাঠামো সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার্থীদের সংখ্যা আনুপাতিক শিক্ষক-শিক্ষিকার নিযুক্তিও দিতে হবে। তা হ'লে পিছিয়েপড়া বিদ্যার্থীদের প্রতি অতিরিক্ত নযর দেয়া সম্ভব হবে। কোনও কোনও মহল থেকে এই সমস্যা সমাধান, বিদ্যালয়ে ছুটির পর অতিরিক্ত ক্লাস করার পরামর্শের কথা উঠে আসছে।

প্রকৃতপক্ষে এভাবে সমাধান সম্ভবপর হবে না। কেননা সারাদিন ক্লাস নেয়ার পর অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া শিক্ষক-শিক্ষিকার ক্ষেত্রে যেরূপ-ক্লান্তিকর, ছুটির পর অতিরিক্ত ক্লাসে বসে পাঠ নেয়াও শিশু বিদ্যার্থীদের পক্ষে বিরক্তিকর। যে সমস্ত শিশু মনসংযোগের ও ধী-শক্তির অভাবে পিছিয়ে পড়েছে, তারা ক্লান্ত এবং বিরক্তিকর মানসিক অবস্থায় অতিরিক্ত ক্লাসে মনোযোগ দিয়ে পাঠ নেবে, সেটা আর যাই হোক বাস্তব চিন্তা নয়। কাজেই এই সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন শিক্ষক-অভিভাবক ও সরকারের সদিচ্ছার সমন্বয়। একটা পাখি যেভাবে তার হৃদয় ও পাখা দু'টির সমন্বয় ছাড়া আকাশে উড়তে পারে না, ঠিক সেইরূপ শিক্ষক-অভিভাবক ও সরকারের সদিচ্ছা ছাড়া এ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে না।

॥ সংকলিত ॥

স্যাটেলাইট হোমিও চিকিৎসা সেবা

সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে চিকিৎসা সেবা, এখন আপনার অতি কাছে।

পলিপাস/নাকের মাংস বৃদ্ধি রোগ থেকে বিনা অপারেশনে অল্প দিনের মধ্যে মুক্তি পাবেন ইনশাআল্লাহ

পলিপাস এর লক্ষণ :

* নাক প্রায় সময় বন্ধ হয়ে থাকে।
* নাক সুড়সুড় করে অনেক হাঁচী হতে থাকে।
* কান সুড়সুড়, নাকতুলু, গলার মধ্যে ভীষণ চুলকায়।
* ধুলা, ধোয়া, কুয়াশা, গন্ধ কনোটাই সহ্য হয় না।
* সার্বক্ষণিক মাথা ব্যথা।
* ঘুমের মধ্যে নাক ডাকা

জটিল রোগসহ যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয় -

* যৌন * চর্ম * হাঁপানি * অর্শ * মানসিক সমস্যা * প্রেসার * ডায়াবেটিস * ক্যান্সার * পুরাতন আমাশয় * মাথা ব্যথা * টিউমার * আঁচিল * কান পাকা * বাতের ব্যথা * গ্যাষ্ট্রিক * ঘন ঘন প্রস্রাব * শ্বেতপ্রদর * মাসিকের সময় ব্যথা * জন্ডিস * হার্টের পীড়া * ওভারিয়ান চিষ্ট * পিত্ত পাথরী * কিডনী পাথর * প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া * সিফিলিস * গনোরিয়া * সায়াটিকা * হার্ণিয়া * এপেন্ডিসাইটিস।

সকল চিকিৎসায় কম্পিউটারাইজ পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়।

ডাঃ মোঃ সেলিম রেজা

ডি.এইচ.এম.এস (ঢাকা)
লেকচারার, বেসিক হোমিও মেডিকেল এন্ড ট্রেনিং
কনসালটেন্ট অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন
মোবা ঃ ০১৭১১-১০৬৪৬৬, ০১৬৭৫-২০৩০৮০।

চেম্বার-১, (ঢাকা)
২৪/৫, রাজাবাড়ী সাভার, ঢাকা
সাক্ষাতের সময় : প্রতি ইংরেজী মাসের ১৬ তারিখ

চেম্বার-২, (রাজশাহী)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), বিমান বন্দর রোড, রাজশাহী।
(আল মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসা সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে ২য় তলা বিল্ডিং)
সাক্ষাতের সময় : সকাল ৯-১টা, বিকাল ৪-৯টা পর্যন্ত

E-mail : rezasalim2013@gmail.com, Skype : salim,reza263,savar203080

বিশ্ব ভালবাসা দিবস

আত-তাহরীক ডেস্ক

'ভালবাসা দিবস'কে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবী উন্মাতাল হয়ে উঠে। বাজার ছেয়ে যায় বাহারী উপহারে। পার্ক ও হোটেল-রেস্তোরাঁগুলো সাজানো হয় নতুন সাজে। পৃথিবীর প্রায় সব বড় শহরেই 'ভ্যালেন্টাইনস ডে'-কে ঘিরে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। পশ্চিমা দেশগুলোর পাশাপাশি প্রাচ্যের দেশগুলোতেও এখন ঐ অপসংস্কৃতির ঢেউ লেগেছে। হৈ চৈ, উন্মাদনা, ঝলমলে উপহার সামগ্রী আদান-প্রদান এবং প্রেমিক যুগলের চোখেমুখে থাকে বিরাট উত্তেজনা। হিংসা-হানাহানির যুগে ভালবাসার এই দিনকে(?) উদযাপন করতে প্রেমিক যুগল তাই উপেক্ষা করে সব চোখ রাঙানি। বছরের এ দিনটিকে তারা বেছে নিয়েছে হৃদয়ের কথকতার কলি ফোটাতে।

'ভ্যালেন্টাইনস ডে'র ইতিহাস সুপ্রাচীন। এর সূচনা প্রায় ১৭শ' বছর আগের পৌত্তলিক রোমকদের মাঝে প্রচলিত 'আধ্যাত্মিক ভালবাসা'র মধ্য দিয়ে। এর সাথে কিছু কল্পকাহিনী জড়িত ছিল, যা পরবর্তীতে রোমীয় খৃষ্টানদের মাঝেও প্রচলিত হয়। ভ্যালেনটাইন ডে সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন- ১. রোমের সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াস-এর আমলের ধর্মযাজক সেন্ট ভ্যালেনটাইন সম্রাটের খৃষ্টধর্ম ত্যাগের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলে ২৭০ খৃষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রীয় আদেশ লঙ্ঘনের অভিযোগে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ২. ১৪ই ফেব্রুয়ারী রোমকদের লেসিয়াস দেবীর পবিত্র দিন। এদিন তিনি দু'টি শিশুকে দুধ পান করিয়েছিলেন। যারা পরবর্তীতে রোম নগরীর প্রতিষ্ঠাতা হয়েছিল। ৩. ১৪ই ফেব্রুয়ারী রোমানদের বিবাহ দেবী 'ইউনু'-এর বিবাহের পবিত্র দিন। ৪. রোম সম্রাট ক্লডিয়াস তার বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করতে গিয়ে যখন এতে বিবাহিত পুরুষদের অনাসক্ত দেখেন, তখন তিনি পুরুষদের জন্য বিবাহ নিষিদ্ধ করে ফরমান জারী করেন। কিন্তু জনৈক রোমান বিশপ সেন্ট ভ্যালেন্টাইন এটাকে প্রত্যাখ্যান করেন ও গোপনে বিয়ে করেন। সম্রাটের কানে এ সংবাদ গেলে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ২৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারীতে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। সেদিন থেকে দিনটি ভালবাসা দিবস হিসাবে কিংবা এ ধর্মযাজকের নামানুসারে 'ভ্যালেন্টাইন ডে' হিসাবে পালিত হয়ে আসছে।

পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে এ দিনে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, এমনকি পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও উপহার বিনিময় হয়। উপহার সামগ্রীর মধ্যে আছে পত্র বিনিময়, খাদ্যদ্রব্য, ফুল, বই, ছবি, 'Be my valentine' (আমার ভ্যালেন্টাইন হও), প্রেমের কবিতা, গান, শোক লেখা কার্ড প্রভৃতি। গ্রীটিং কার্ডে, উৎসব স্থলে অথবা অন্য স্থানে প্রেমদেব (Cupid)-এর ছবি বা মূর্তি স্থাপিত হয়। সেটা হ'ল একটি ডানাওয়ালা শিশু, তার হাতে ধনুক এবং সে প্রেমিকার হৃদয়ের প্রতি তীর নিশান লাগিয়ে আছে। এ দিন স্কুলের ছাত্ররাও তাদের ক্লাসরুম সাজায় এবং অনুষ্ঠান করে।

এ দিনে পালিত বিচিত্র অনুষ্ঠানাদির মধ্যে একটি হচ্ছে, দু'জন শক্তিশালী পেশীবহুল যুবক গায়ে কুকুর ও ভেড়ার রক্ত মাখত। অতঃপর দুধ দিয়ে তা ধুয়ে ফেলার পর এ দু'জনকে সামনে নিয়ে বের করা হ'ত দীর্ঘ পদযাত্রা। এ দু'যুবকের হাতে চাবুক থাকত, যা দিয়ে তারা পদযাত্রার সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে আঘাত করত। রোমক রমণীদের মাঝে কুসংস্কার ছিল যে, তারা যদি এ চাবুকের আঘাত গ্রহণ করে, তবে তারা বন্ধ্যাত্ব থেকে মুক্তি পাবে। এ উদ্দেশ্যে তারা এ মিছিলের সামনে দিয়ে যাতায়াত করত।

১৮শ' শতাব্দী থেকেই শুরু হয়েছে ছাপানো কার্ড প্রেরণ। এসব কার্ডে ভাল-মন্দ কথা, ভয়-ভীতি আর হতাশার কথাও থাকত। ১৮শ' শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যেসব কার্ড ভ্যালেন্টাইন ডে'তে বিনিময় হ'ত তাতে অপমানজনক কবিতাও থাকত।

সবচেয়ে যে জঘন্য কাজ এ দিনে করা হয়, তা হ'ল ১৪ ফেব্রুয়ারী মিলনাকাঙ্ক্ষী অসংখ্য যুগলের সবচেয়ে বেশী সময় চুম্বনাবদ্ধ হয়ে থাকার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া। আবার কোথাও কোথাও চুম্বনাবদ্ধ হয়ে ৫ মিনিট অতিবাহিত করে ঐ দিনের অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকে।

ভালবাসায় মাতোয়ারা থাকে ভালবাসা দিবসে রাজধানীসহ দেশের বড় বড় শহরগুলো। পার্ক, রেস্তোরাঁ, ভার্সিটির করিডোর, টিএসসি, ওয়াটার ফ্রন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার বকুলতলা, আশুলিয়া- সর্বত্র থাকে প্রেমিক-প্রেমিকাদের তুমুল ভিড়। 'সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে' উপলক্ষে অনেক তরুণ দম্পতিও হাযির হয় প্রেমকুঞ্জগুলোতে।

'ভ্যালেন্টাইনস ডে' উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেশের নামী-দামী হোটেলের বলরুমে বসে তারুণ্যের মিলন মেলা। 'ভালবাসা দিবস'-কে স্বাগত জানাতে হোটেল কর্তৃপক্ষ বলরুমকে সাজান বর্ণাঢ্য সাজে। নানা রঙের বেলুন আর অসংখ্য ফুলে স্বপ্নিল করা হয় বলরুমের অভ্যন্তর। জম্পেশ অনুষ্ঠানের সূচিতে থাকে লাইভ ব্যান্ড কনসার্ট, ডেলিশাস ডিনার এবং উদ্দাম নাচ। আগতদের সিংহভাগই অংশ নেয় সে নাচে। ঘড়ির কাটা যখন গিয়ে ঠেকে রাত দু'টার ঘরে তখন শেষ হয় প্যান প্যাসেফিক সোনারগাঁও হোটেলের 'ভালবাসা দিবস' বরণের অনুষ্ঠান।

ঢাবির টিএসসি এলাকায় প্রতি বছর এ দিবসে বিকেল বেলা অনুষ্ঠিত হয় ভালবাসা র‍্যালি। এতে বেশ কিছু খ্যাতিমান দম্পতির সাথে প্রচুর সংখ্যক তরুণ-তরুণী, প্রেমিক-প্রেমিকা যোগ দেয়। প্রেমের কবিতা আবৃত্তি, প্রথম প্রেম, দাম্পত্য এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদির স্মৃতি চারণে অংশ নেয় তারা।

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী এমনকি বুড়া-বুড়িরা পর্যন্ত নাচতে শুরু করে! তারা পাঁচতারা হোটেলে, পার্কে, উদ্যানে, লেকপাড়ে, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আসে ভালবাসা বিলাতে, অথচ তাদের নিজেদের ঘর-সংসারে ভালবাসা নেই! আমাদের বাংলাদেশী ভ্যালেন্টাইনরা যাদের

অনুকরণে এ দিবস পালন করে, তাদের ভালবাসা জীবনজ্বালা আর জীবন জটিলতার নাম; মা-বাবা, ভাই-বোন হারাবার নাম; নৈতিকতার বন্ধন মুক্ত হওয়ার নাম। তাদের ভালবাসার পরিণতি 'ধর ছাড়' আর 'ছাড় ধর' নতুন নতুন সঙ্গী। তাদের এ ধরা-ছাড়ার বেলেলাপনা চলতে থাকে জীবনব্যাপী।

বর্তমান অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে স্যাটেলাইটের কল্যাণে মুসলিম সমাজ পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসরণ করছে। নিজেদের স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্যকে ভুলে গিয়ে, ধর্মীয় অনুশাসনকে উপেক্ষা করে তারা আজকে প্রগতিশীল হওয়ার চেষ্টা করছে। ফলে তাদের কর্মকাণ্ডে মুসলিম জাতির উঁচু শির নত হচ্ছে। অথচ এটা বহুপূর্বে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করে গেছেন।

ছাহাবী আবু অকেদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) খায়বার যাত্রায় মূর্তিপূজকদের একটি গাছ অতিক্রম করলেন। তাদের নিকট যে গাছটির নাম ছিল 'জাতু আনওয়াত'। এর উপর তীর টানিয়ে রাখা হ'ত। এ দেখে কতক ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, হে আলাহ্র রাসূল! আমাদের জন্যও এমন একটি 'জাতু আনওয়াত' নির্ধারণ করে দিন। রাসূল (ছাঃ) ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, 'সুবহানালাহ, এ তো মূসা (আঃ)-এর জাতির মত কথা। আমাদের জন্য একজন প্রভু তৈরি করে দিন, তাদের প্রভুর ন্যায়। আমি নিশ্চিত, আমি আলাহ্র শপথ করে বলছি, তোমরা পূর্ববর্তীদের আচার-অনুষ্ঠানের অন্ধানুকরণ করবে' (*মিশকাত হা/৫৪০৮*)। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করবে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে' (*আবূ দাঊদ হা/৪০৩১*)।

মানুষের অন্তর যদিও অনুকরণপ্রিয়, তবুও মনে রাখতে হবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ বিচারে এটি গর্হিত, নিন্দিত। বিশেষ করে অনুকরণীয় বিষয় যদি হয় আক্বীদা, ইবাদত, ধর্মীয় আলামত বিরোধী, আর অনুকরণীয় ব্যক্তি যদি হয় বিধর্মী, বিজাতী। দুর্ভাগ্য যে, মুসলমানরা ক্রমশ ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসে দুর্বল হয়ে আসছে এবং বিজাতীদের অনুকরণ ক্রমান্বয়ে বেশী বেশী আরম্ভ করছে। যার অন্যতম ১৪ ফেব্রুয়ারী বা ভালবাসা দিবস। মুসলমানদের জন্য এসব বিদস পালন জঘন্য অপরাধ।

অনেক লোক অবচেতনভাবেই এ সকল অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে, অথচ তারা জানেও না, কত বড় অপরাধ তারা করে যাচ্ছে। শিরক ও কুফরে লিপ্ত ব্যক্তিদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, ধন্যবাদ দিচ্ছে। এভাবে আলাহ্র শাস্তিতে নিপতিত হচ্ছে।

মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ছেদন হচ্ছে মুসলমানদের একটি বৈশিষ্ট্য। সুতরাং আমাদের উচিত ও কর্তব্য, মুসলমানদের মুহাব্বত করা, কাফিরদের ঘৃণা করা, তাদের সাথে বৈরীভাব পোষণ করা, তাদের আচার-অনুষ্ঠান প্রত্যাখ্যান করা। এতেই আমরা নিরাপদ, এখানেই আমাদের কল্যাণ, অন্যথা সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

কেউ কেউ হয়তো বলবে, আমরা তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করি না, শুধু আপোষে মুহাব্বত-ভালবাসা তৈরি করার নিমিত্তে এ দিনটি পালন করি। অথচ এর মাধ্যমে সমাজে অশীলতা ছড়ায়, ব্যভিচার প্রসার লাভ করে। একজন সতী-সাধ্বী পবিত্র মুসলিম নারী বা পুরুষ এ ধরনের নোংরামীর সাথে কখনো জড়িত হ'তে পারে না।

এ দিনটি উদ্‌যাপন কোন স্বভাব সিদ্ধ ব্যাপার নয়। বরং একজন ছেলেকে একজন মেয়ের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেয়ার পাশ্চাত্য কালচার আমদানীকরণ। আমরা জানি, তারা সমাজকে চারিত্রিক পদস্খলন ও বিপর্যয় হ'তে রক্ষা করার জন্য কোন নিয়ম-নীতির ধার ধারে না। যার কুৎসিত চেহারা আজ আমাদের সামনে স্পষ্ট। তাদের অশালীন কালচারের বিপরীতে আমাদের অনেক সুষ্ঠু-শালীন আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে।

মুসলিম সমাজে এক সময় নীতি-নৈতিকতার মূল্য ছিল সীমাহীন। লজ্জাশীলতা ও শুদ্ধতা ছিল এ সমাজের অলংকার। কোন অপরিচিত মেয়ের সাথে রাস্তায় বের হবার চেয়ে পিঠে বিশাল ভার বহন করা একটা ছেলের জন্য ছিল অধিকতর সহজ। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে তা চিন্তা করারও অবকাশ ছিল না। অথচ সেই অবস্থা থেকে আজ আমরা কোথায় এসে পৌঁছেছি! এটা হচ্ছে 'ভ্যালেন্টাইনস ডে'-র মত বেলেলাপনার কুফল। এসবের দ্বারা সরল, পুণ্যবান, নিষ্কলঙ্ক মানুষ বিপথগামী হচ্ছে।

পরিশেষে বলব, যখন এ পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক মানুষ না খেয়ে থাকে, যখন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাণ্ডারী শিশুরা ক্ষুধায়, অপুষ্টিতে ভুগে মারা যায়; তখন আমরা অবৈধ বিনোদনের নামে নোংরামী করে অযস্র অর্থ নষ্ট করি কোন মানবিকতায়? অতএব যেকোন মূল্যে এসমস্ত অপসংস্কৃতি থেকে বেঁচে থাকা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আলাহ আমাদের সুমতি দান করুন।-আমীন!

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

অপ্রয়োজনীয় কথা পরিহার করা যরূরী

আব্দুল্লাহ

মানুষের মুখের কথা একটি গুরুত্বপূর্ণ নে'মত। সঠিকভাবে এ নে'মতের ব্যবহার করা যরূরী। অন্যথা এটা মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হবে। কেননা মানুষের মুখে উচ্চারিত প্রতিটি কথা মহান আল্লাহ্র দরবারে সংরক্ষিত হয়। আল্লাহ বলেন, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ، 'সে যে কথাই উচ্চারণ করে তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে' *(ক্বাফ ৫০/১৮)*। সুতরাং জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করা ও সংযত কথাবার্তা বলা মানুষের জন্য অবশ্য করণীয়। কেননা এ জিহ্বাই মানুষকে ক্ষতির মধ্যে নিপতিত করে। পক্ষান্তরে জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে পরকালে নাজাত পাওয়া ও জান্নাতে যাওয়া সম্ভব হবে। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, সুফিয়ান ইবনু আবদুল্লাহ আছ-ছাক্বাফী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ، فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا– 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার দৃষ্টিতে আমার জন্য সর্বাধিক ভীতিকর বস্তু কোনটি? তিনি স্বীয় জিহ্বা ধরে বললেন, এটি'।[১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ 'যে ব্যক্তি আমার কাছে তার দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্তু ও তার দু'পায়ের মধ্যস্থিত বস্তুর যিম্মাদার হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হব'।[২] অন্যত্র তিনি বলেন, اِضْمَنُوْا لِيْ سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ، أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ، اُصْدُقُوْا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوْا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوْا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ، وَغُضُّوْا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوْا أَيْدِيَكُمْ. 'তোমরা নিজেদের পক্ষ হ'তে আমার জন্য ছয়টি বিষয়ের যামিন হও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের যামিন হব। (১) যখন তোমরা কথা বলবে, তখন সত্য বলবে। (২) যখন ওয়াদা করবে, তা পূর্ণ করবে। (৩) তোমাদের কাছে আমানত রাখলে, তা আদায় করবে। (৪) নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করবে। (৫) স্বীয় দৃষ্টিকে অবনমিত রাখবে এবং (৬) স্বীয় হস্তকে (অন্যায় কাজ হ'তে) বিরত রাখবে'।[৩]

জিহ্বা মানব দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আর শরীরের অন্যান্য অঙ্গ জিহ্বার অনুগামী হয়। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ اتَّقِ اللهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا.

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হ'তে মারফূ' হিসাবে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষ সকালে ঘুম হ'তে উঠার সময় তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনীতভাবে জিহ্বাকে বলে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। আমরা তো তোমার সাথে সম্পৃক্ত। তুমি যদি সোজা পথে দৃঢ় থাক তাহ'লে আমরাও দৃঢ় থাকতে পারি। আর তুমি যদি বাঁকা পথে যাও তাহ'লে আমরাও বাঁকা পথে যেতে বাধ্য'।[৪]

কথা বলার আদব :

কথা বলার অনেক আদব বা শিষ্টাচার রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লিখিত হ'ল।-

১. নম্রভাবে কথা বলা : নম্রভাবে কথা বলা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا 'রহমান' (দয়াময়)-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ লোকেরা (বাজে) সম্বোধন করে, তখন তারা বলে 'সালাম' *(ফুরক্বান ২৫/৬৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ 'আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, তোমার আওয়াজ নীচু কর। নিশ্চয়ই সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হ'ল গাধার আওয়াজ' *(লোকমান ৩১/১৯)*।

২. সত্য কথা বলা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِى الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُوْرِ وَهُمَا فِى النَّارِ 'তোমরা সত্য গ্রহণ কর। সত্য নেকীর সাথে রয়েছে। আর উভয়টি জান্নাতে যাবে। আর মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। মিথ্যা পাপের সাথে রয়েছে। উভয়ই জাহান্নামে যাবে'।[৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا–

'তোমাদের উপরে আবশ্যিক হ'ল সত্য কথা বলা। কেননা সততা কল্যাণের পথ দেখায় এবং কল্যাণ জান্নাতের পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সর্বদা সত্যের উপর দৃঢ় থাকে তাকে আল্লাহ্র খাতায় সত্যনিষ্ঠ বলে লিখে নেয়া হয়। আর তোমরা

১. *তিরমিযী হা/২৪১০; মিশকাত হা/৪৮৪৩, সনদ ছহীহ।*
২. *বুখারী, হা/৬৪৭৪; মিশকাত হা/৪৮১২।*
৩. *আহমাদ, মিশকাত হা/৪৮৭০; ছহীহাহ হা/১৪৭০, সনদ হাসান।*
৪. *তিরমিযী হা/২৪০৭; মিশকাত হা/৪৮৩৮; ছহীহুল জামে' হা/৩৫১, সনদ হাসান।*
৫. *ইবনু হিব্বান, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৪১৮৬।*

মিথ্যা বলা থেকে বেঁচে থাক। কেননা মিথ্যা পাপের দিকে পথ দেখায় এবং পাপ জাহান্নামের পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তাকে আল্লাহ্র খাতায় মিথ্যুক বলে লিখে নেয়া হয়'।[৬]

৩. উত্তম কথা বলা : উত্তম কথা বলতে হবে নতুবা চুপ থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে'।[৭]

৪. ধীর-স্থিরভাবে স্পষ্ট করে কথা বলা : ধীরে-সুস্থে কথা বলতে হবে, যাতে সবার বোধগম্য হয়। হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لأَحْصَاهُ– 'নবী করীম (ছাঃ) এমনভাবে কথা বলতেন যে, কোন গণনাকারী গুণতে চাইলে তাঁর কথাগুলি গণনা করতে পারত'।[৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন,

أَلاَ يُعْجِبُكَ أَبُو فُلاَنٍ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِى يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يُسْمِعُنِى ذَلِكَ وَكُنْتُ أُسَبِّحُ فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِىَ سُبْحَتِى، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيْثَ كَسَرْدِكُمْ.

'তুমি অমুকের অবস্থা দেখে কি অবাক হও না? তিনি এসে আমার হুজুরার পাশে বসে আমাকে শুনিয়ে হাদীছ বর্ণনা করেন। আমি তখন ছালাতে ছিলাম। আমার ছালাত শেষ হবার আগেই তিনি উঠে চলে যান। যদি আমি তাকে পেতাম তবে আমি অবশ্যই তাকে সতর্ক করে দিতাম যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তোমাদের মত দ্রুততার সঙ্গে কথা বলতেন না'।[৯]

৫. কথা ও কাজে মিল থাকা যরূরী : মুমিনের কথা ও কাজে মিল থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা কর না' *(ছফ ৬১/২)*।

মহিলাদের জন্য কথা বলার বিশেষ আদব :

মহিলাদের জন্য পর-পুরুষের সাথে কথা বলার ব্যাপারে ভিন্ন আদব রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا– 'হে নবীপত্নিগণ! তোমরা অন্য কোন নারীর মত নও। যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে (পরপুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে কথা বল না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে' *(আহযাব ৩৩/৩২)*।

কোন কোন মানুষের কথায় আকর্ষণ রয়েছে :

মহান আল্লাহ কোন কোন মানুষের মধ্যে এমন শক্তি দিয়েছেন যে, তারা কথা বললে, মানুষ তা মোহমুগ্ধ হয়ে শোনে। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ، فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ.

আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার পূর্ব অঞ্চল (নজদ এলাকা) থেকে দু'জন লোক এল এবং দু'জনই ভাষণ দিল। লোকজন তাদের ভাষণে বিস্মিত হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'কোন কোন ভাষণ অবশ্যই যাদুর মত'।[১০]

মিথ্যা বলার পরিণতি :

মিথ্যা বলার পরিণতি সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ وَيْلٌ لِلَّذِى يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ–

বাহয ইবনু হাকীম (রহঃ) তার বাবা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, তার দাদা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'সেই লোক ধ্বংস হোক যে মানুষদের হাসানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে। সে নিপাত যাক, সে নিপাত যাক'।[১১]

সত্য বলার ফযীলত :

সততা ও সত্যবাদিতা একটি মহৎ গুণ। এর জন্য পরকালে মহা পুরস্কার রয়েছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, أَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِىْ رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِىْ وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِىْ أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ. 'আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি ঘর নিয়ে দেয়ার জন্য যিম্মাদার, যে তর্ক পরিহার করে সত্য হ'লেও। আর একটি ঘর জান্নাতের মাঝামাঝিতে নিয়ে দেয়ার জন্য যিম্মাদার, যে মিথ্যা পরিহার করে ঠাট্টা করে হ'লেও এবং আরও একটি ঘর জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে দেয়ার জন্য যিম্মাদার, যে তার চরিত্রকে সুন্দর করবে'।[১২]

---

৬. *বুখারী, মুসলিম হা/২৬০৭; মিশকাত হা/৪৬২৪।*
৭. *বুখারী হা/৬০১৮-১৯; মুসলিম হা/৪৭-৪৮; মিশকাত হা/৪২৪৩।*
৮. *বুখারী হা/৩৫৬৭; মুসলিম হা/২৪৯৩; মিশকাত হা/৫৮১৫।*
৯. *বুখারী হা/৩৫৬৮; মুসলিম হা/২৪৯৩; মিশকাত হা/৫৮১৫।*
১০. *বুখারী হা/৫৭৬৭; মিশকাত হা/৪৭৮৩।*
১১. *আবুদাউদ হা/৪৯৯০; তিরমিযী হা/২৩১৫; মিশকাত হা/৪৮৩৪; ছহীহুল জামে' হা/৭১৩৬, সনদ হাসান।*
১২. *আবুদাউদ হা/৪৮০০; বায়াহাক্বী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৪১৭৯।*

সত্য বললে আল্লাহ ও রাসূলের ভালবাসা লাভ করা যায়। আব্দুর রহমান ইবনু হারিছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমরা একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। তিনি ওযূর পানি নিয়ে ডাকলেন। তিনি তাতে হাত ডুবালেন এবং ওযূ করলেন। আমরা তাঁকে অনুসরণ করলাম এবং তাঁর নিকট হ'তে অঞ্জলী ভরে ওযূর পানি নিলাম। তিনি বললেন, তোমরা এ কাজ করতে উৎসাহিত হ'লে কেন? আমরা বললাম, এটা হ'ল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা। তিনি আরো বললেন, فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ يُحِبَّكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلَهُ، فَأَدُّوْا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ، وَاصْدُقُوْا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَحْسِنُوْا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ 'তোমরা যদি চাও যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে ভালবাসবেন তাহ'লে তোমাদের নিকট আমানত রাখা হ'লে, তা প্রদান করবে এবং কথা বললে, সত্য বলবে। আর তোমাদের প্রতিবেশীর সাথে ভাল আচরণ কর'।[১৩]

বেশী কথা বলার পরিণতি :

প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বললে বেশী ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ভুল মানুষের জন্য মন্দ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً، يَرْفَعُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً يَهْوِى بِهَا فِى جَهَنَّمَ. 'নিশ্চয়ই বান্দা কখনও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কোন কথা বলে অথচ সে কথা সম্পর্কে তার জ্ঞান নেই। কিন্তু এ কথার দ্বারা আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আবার বান্দা কখনও আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কথা বলে ফেলে যার পরিণতি সম্পর্কে তার ধারণা নেই, অথচ সে কথার কারণে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে'।[১৪]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَنْزِلُ بِهَا فِى النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ 'বান্দা এমন কথা বলে, যার ফলে সে জাহান্নামের এত দূরে নিক্ষিপ্ত হয় যা পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের মধ্যস্থিত ব্যবধানের চেয়ে অধিক'।[১৫]

অনর্থক কথা বলা নিষিদ্ধ :

অপ্রয়োজনে অধিক কথা বলা বা বাচালতা পরিহার করা মুমিনের জন্য যরূরী। কেননা এটা আল্লাহ্র অসন্তোষের কারণ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتٍ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ– 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর মাতাদের অবাধ্যতা, কন্যাদের জীবন্ত প্রোথিতকরণ, কৃপণতা ও ভিক্ষাবৃত্তি হারাম করেছেন। আর তোমাদের জন্য বৃথা তর্ক-বিতর্ক, অধিক জিজ্ঞাসাবাদ ও সম্পদ বিনষ্টকরণ মাকরূহ করেছেন'।[১৬] অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاَثًا يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا وَأَنْ تُنَاصِحُوْا مَنْ وَلاَّهُ اللهُ أَمْرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং তিনটি কাজে অসন্তুষ্ট হন। যে তিনটি কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন তা হল- (১) যখন তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে বিন্দুমাত্র শরীক করো না। (২) আল্লাহ্র বিধানকে সম্মিলিতভাবে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধর আর বিচ্ছিন্ন হও না এবং (৩) আল্লাহ যাকে তোমাদের কাজের নেতা হিসাবে নির্বাচন করেন, তার জন্য তোমরা পরস্পরে কল্যাণ কামনা কর। আর তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন যে তিনটি কাজে তা হচ্ছে- (১) অপ্রয়োজনীয় কথা বললে (২) সম্পদ নষ্ট করলে এবং (৩) অনর্থক বেশী প্রশ্ন করলে।[১৭]

পরিশেষে বলব, কথা মার্জিত, নম্র ও নিম্নস্বরে বলার চেষ্টা করতে হবে। সাথে সাথে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথা পরিত্যাগ করতে হবে। আর যার মধ্যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি আছে এমন কথা বলতে হবে এবং যাতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি রয়েছে তা ত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন-আমীন!

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!

আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ডি.বি.এইচ ইন্টারন্যাশনালের সার্বিক তত্ত্বাবধানে (লাইসেন্স নং ২০৪) পরিচালিত **আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা** প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও হজ্জ কাফেলা নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ করতে চাইলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শিখানো পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
(২) হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।
(৩) সম্ভবপর 'বায়তুল্লাহ'র নিকটতম স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে পায়ে হেটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায়ের সুব্যবস্থা।
(৪) দেশী বাবুর্চী দ্বারা দেশী খাবারের ব্যবস্থা।
(৫) হজ্জ কাফেলার পরিচালনায় ১১ বছরের অভিজ্ঞতা।

যোগাযোগের ঠিকানা

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

পরিচালক, **মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান**

০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯১৯-৩৬৫৩৩৭।

(সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ডি.বি.এইচ ইন্টারন্যাশনাল, লাইসেন্স নং ২০৪) ৭ম ফ্লোর, ভিআইপি টাওয়ার, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।

১৩. *ত্বাবারাণী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৪১৮০।*
১৪. *বুখারী হা/৬৪৭৮; মুসলিম হা/২৪৯৩; মিশকাত হা/৫৮১৫।*
১৫. *মুসলিম হা/২৯৮৮।*

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে কয়েকদিন

*শামসুল আলম**

মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমানগণ বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ভাগ্যাহত জনগোষ্ঠী। জ্বালাও-পোড়াও, যুলুম-নির্যাতন, হত্যা-ধর্ষণ যাদের নিত্যদিনের বাস্তবতা। যুগ যুগ ধরে তারা সন্ত্রাসী বৌদ্ধদের অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে। লক্ষ্য একটাই- রোহিঙ্গা মুসলমানদের স্থায়ীভাবে দেশছাড়া করা। ফলে বিভিন্ন মুসলিম দেশে তারা শরণার্থী হয়েছে। কেবল বাংলাদেশেই অবস্থান নিয়েছে ৫ লক্ষাধিক। ১৯৪২ সাল থেকে শুরু হয়েছে নির্যাতনের এই ধারাবাহিকতা। তারপর ১৯৪৮, ৭৮, ৯২ ও ২০১২ সালেও চলেছে নির্যাতনের স্টীম রোলার। একই ধারাবাহিকতায় এ বছর ৯ই অক্টোবর'১৬ থেকে তাদের উপর আবারও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস শুরু হয়। ৯ জন পুলিশ হত্যার অভিযোগ তুলে সরকারী আইন-শৃংখলা বাহিনী বৌদ্ধ ভিক্ষু আর মগ সন্ত্রাসীরা সম্মিলিতভাবে শুরু করে সীমাহীন বর্বরতা। ফলে পূর্বের ন্যায় এবারও হাযার হাযার রোহিঙ্গা মুসলমান সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী পাহাড়ী অঞ্চল কক্সবাজার-টেকনাফ এলাকায় আশ্রয় নিতে শুরু করে। ইতিমধ্যে এই সংখ্যা ৬৫ হাযার অতিক্রম করেছে। যাদের সবাই সহায়-সম্বল, অর্থ-সম্পদ ফেলে জীবনটুকু নিয়ে এদেশে আশ্রয় নিয়েছে।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের উপর এই অমানবিক নির্যাতনের তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং নাগরিকত্বহারা এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য তাদের জন্মভূমি ও সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাকে স্বাধীন 'আরাকান রাষ্ট্র' ঘোষণার জন্য জাতিসংঘের প্রতি জোর দাবী জানায়। একই সাথে আশ্রয়প্রার্থী সহায়-সম্বলহীন অসহায় মানুষগুলোর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যও উদ্যোগ গ্রহণ করে।

গত ৯ই ডিসেম্বর শুক্রবার মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জুম'আর খুৎবার মাধ্যমে এ মহতী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে দেশের ও প্রবাসের সাংগঠনিক যেলা, এলাকা ও শাখা সহ আম জনসাধারণ ব্যাপকভাবে সাড়া প্রদান করেন।

অতঃপর আমীরে জামা'আতের নির্দেশনা মতে রাজশাহী থেকে আমি এবং ঢাকা থেকে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য জনাব হারূনুর রশীদ ১৯শে ডিসেম্বর কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আমাদের সাথে যুক্ত হন।

২০শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকাল ৮-টায় কক্সবাজার পৌঁছে যেলা 'আন্দোলন'-এর নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন এলাকা ও শাখার দায়িত্বশীলদের সাথে পরামর্শ পূর্বক কয়েকদিনের কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হয়। অতঃপর কক্সবাজারের উখিয়া উপযেলায় অবস্থিত 'কুতুপালং' রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত হয়।

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

কুতুপালং ক্যাম্পে :

প্রথম দিন আমরা সিএনজি যোগে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ঘেঁষে নির্মিত মেরিন ড্রাইভ রোড ধরে ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণে কুতুপালং ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। বেলা ১১-টায় দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে আমরা ক্যাম্পে প্রবেশ করি। যাতে আমাদের উদ্দেশ্য কেউ বুঝতে না পারে। আমার সাথে স্থানীয় একজন দ্বীনী ভাই ছিলেন। তার বক্তব্য, ক্যাম্পের পাহারারত বিজিবির নিকটে পরিচয় গোপন রাখতে হবে।

মনটা বিদ্রোহ করে উঠলো। সহায়-সম্বলহীন মযলূম রোহিঙ্গা-মুসলিম ভাই-বোনদের সাহায্যার্থে এসে পরিচয় গোপন করতে হবে? আমরা কি বিদেশী? নাকি চুরি করতে এসেছি? সামান্য সহযোগিতা করতেও কি প্রশাসন বাধা দিবে?

তবে আল্লাহ্র রহমতে কঠোর প্রহরারত বিজিবির সামনে দিয়ে বিনা বাধায় বিনা জিজ্ঞাসাবাদে আমরা ক্যাম্পে প্রবেশ করি। পরে জানলাম এই ক্যাম্প বরাবর রাস্তা আরাকান পর্যন্ত চলে গেছে। তার সাথে যোগ হয়েছে চরমোনাই পীর ছাহেবের লংমার্চ কর্মসূচী। তাই এই জোর নযরদারী।

সেখানে প্রবেশের পর প্রথমেই দেখি রোহিঙ্গাদের বাজার। সব দোকানী রোহিঙ্গা। নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছুই সেখানে পাওয়া যায়। সামনে নতুন-পুরাতন শরণার্থীদের ভীড়। চেহারাগত পার্থক্যের কারণে আমাদের দিকে অনেক মানুষ কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। আশায় আছে, যদি কিছু মেলে। কর্মহীন মানুষগুলোর আকুতিপূর্ণ চেহারা দেখে কথা বলতে মন চাইল। কিন্তু না। বাধ সাধলো দেলোয়ার। একদিকে প্রশাসন, অন্যদিকে ক্ষুধার্ত শরণার্থীদের ঘেরাওয়ের শিকার হওয়ার ভয়। তাই কথা বলতে মানা। কিন্তু আমি তো নাছোড়বান্দা। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রোহিঙ্গাদের উপর 'ওম শান্তি'র প্রচারক, অহিংসের ধ্বজাধারী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বর্মীদের অবিশ্বাস্য নির্যাতন কাহিনীর বাস্তবতা যাচাইয়ে ব্যাকুল। তাইতো মনে ছিল সদ্য নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার উদগ্র বাসনা।

পাহাড়, টিলায় ভরা বিশাল ক্যাম্পে হাযারো বনু আদমের ভীড়। নতুন-পুরাতন পার্থক্য করা বড়ই দুষ্কর। তারপরেও আমরা খুঁজে ফিরছি সদ্য আগত রোহিঙ্গাদের। উদ্দেশ্য-গোপনে কিছু সাহায্য দেওয়া। সাথে সাক্ষাৎকার নেওয়া।

প্রায় এক-দেড় কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার পর দেখা মিলল একটু ফাঁকা জায়গার। সেখানে বিজিবির সশস্ত্র পাহারা এবং অনেক শরণার্থীর ভীড়। তারা আমাদের দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। মনে হচ্ছিল এই বুঝি ধরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। এ সময়ে কেউ কেউ এগিয়ে এসে সাহায্য চাইলো বটে। কিন্তু পরিস্থিতি বেগতিক দেখে পকেটে টাকা থাকা সত্ত্বেও কিছু দিতে পারলাম না।

সেখানে পেলাম একটি শিক্ষা কেন্দ্র ও ১টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র। ব্রাক পরিচালিত ক্যাম্পের একমাত্র শিক্ষা কেন্দ্রটির শিক্ষক জনাব মঞ্জুর আলমের সাথে কথা হল। তিনি বললেন, আমরা শুধু

পুরাতন রোহিঙ্গাদের প্রাথমিক ভাষা শিক্ষা দেই। পাশে একটি টিনের মসজিদ। ইমাম ছাহেবের সাথে অনেক কষ্টে কথা বললাম। কারণ ভাষার বৈপরিত্য। সাথী ভাই দোভাষীর দায়িত্ব পালন করল। ইমামের বক্তব্য- 'আমি এখানে ১২ বছর আছি। সরকারী খাস জমিতে বসবাস করছি। সরকারী কার্ড (পিএফ) পেয়েছি। কিন্তু সামান্য কিছু চাল ছাড়া অন্য কোন সরকারী সাহায্য পাই না। কোন রকমে আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এর ওপর আবার নতুন রোহিঙ্গাদের আগমন। বাইরে কাজ করতে গেলে প্রশাসন আমাদেরকে জেলে ঢুকায়, তাড়িয়ে দেয়। তার মতে এখানে মাত্র ১২ হাযার শরণার্থীর আইডি কার্ড আছে। অথচ নতুন-পুরাতন মিলে মোট সংখ্যা প্রায় ১ লাখ।

ইমাম ছাহেবের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে কিছুটা এগোতেই সাক্ষাৎ হ'ল সদ্য আগত মাদ্রাসা পড়ুয়া দুই যুবকের সাথে। ৭ দিন পূর্বে হোয়াইকং সীমান্ত দিয়ে এরা পালিয়ে এসেছে। বাড়ি আরাকানের মংডু থানায়।

তাদের একজনের ভাষ্য- আমাদের ছিল ৩২ কানি (বিঘা) জমি আর অনেক গরু-ছাগল। বর্মী সেনারা পিতা আব্দুস সালামকে গ্রেফতার করার পর তিনি আর ফিরে আসেননি। ৫৫ বছর বয়সী মা আর ১৮ বছরের বোনকে পাশবিক নির্যাতনের পর তাদেরকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। আরেক বোন জেসমিন ও ভাই আনছার বেঁচে থাকলেও কোথায় আছে জানি না। ওরা আমাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। আর আমরা কোনমতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি।

দাওরায়ে হাদীছ পাশ করা আরেক নতুন শরণার্থী আবূ তৈয়ব (৪০)-এর সাথে সাক্ষাৎ হ'ল। তিনি বললেন, আমরা বার্মায় নাগরিক অধিকার ছাড়াই বসবাস করি। সরকার চায় না যে আমরা ঐ দেশে থাকি। এজন্য আমাদের উপর যুগ যুগ ধরে চালিয়ে আসছে বর্বর নির্যাতন। তিনি বলেন, সম্প্রতি সেনারা আমার এক ভাইকে গুলি করে হত্যা করেছে। আরেক বোনকে ৩ ঘণ্টা ধরে ধর্ষণের পর সেও মারা যায়। পরে আমি পালিয়ে এসে বর্মী সীমান্তরক্ষী বাহিনী 'বিজিপি'কে দেড় লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে জীবনটুকু নিয়ে নদী পার হয়ে এদেশে এসেছি।

এনামুল হক (৩৫) বললেন, ৭ দিন পূর্বে আমি এই ক্যাম্পে পালিয়ে এসেছি। ৬ ভাই-এর মধ্যে ৩ ভাই বেঁচে আছে। আদরের বোনটাকে বর্মী সেনারা ধরে নিয়ে যাওয়ার পর সে আর ফেরেনি। ঘর-বাড়ি সব আগুনে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়া হয়েছে।

আরেকটু অগ্রসর হলে সাথী ভাই নিয়ে গেল একটি ঝুপড়ি ঘরে। সেখানে অবস্থানরত ৯ জন নারী ও শিশুকে সাহায্য দেয়া হ'ল। সবাই বোরক্বা পরিহিতা। তাদের কয়েকজনের সাথে কথা বলে জানা গেল তাদের করুণ কাহিনী। খালেদা (১৯) নাম্নী সদ্য পালিয়ে আসা মেয়েটি বলল- 'সেনারা আমাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। পিতা-মাতা, ৩ ভাই ও ৪ বোন সবাই নিখোঁজ। আমি আল্লাহ্র রহমতে কোন রকমে পালিয়ে এসেছি। তার ভাষ্য- আমি পড়তে জানি। তবে ওখানে বেশী লেখা-পড়া করার সুযোগ নেই।

৬০ বছরের বৃদ্ধা মাহমূদা বললেন, ১০ দিন পূর্বে এখানে এসেছি। ৬ সদস্যের মধ্যে ৪ জনকে সেনারা ধরে নিয়ে গেছে। শুনেছি দুই মেয়ে বেঁচে আছে। তবে কোথায় তা জানি না। আরেক বৃদ্ধা নায়লা (৬৭) বললেন, তার স্বামী নিহত। আর ছেলে নিখোঁজ।

নির্যাতিত এসব মানুষের আকুতি শুনতে শুনতে বিদায়ের সময় চলে আসল। অন্য প্রান্ত দিয়ে ক্যাম্পে প্রবেশ করা সাথী ভাইদের দলটি ইতিমধ্যে চলে এসেছে। আমরা একত্রে কোর্ট বাজার এলাকায় চলে আসলাম এবং সেখানে অবস্থানরত কয়েকজন দ্বীনী ভাইয়ের সাথে মিলিত হ'লাম। অতঃপর কক্সবাজার শহরে ফিরে এসে শহরের কয়েকটি স্থানে ত্রাণ বিতরণ করা হ'ল।

শহরে সাক্ষাৎ হওয়া পরিবারগুলির মাঝে চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে দাওরায়ে হাদীছ পড়া জনৈক আলেম রয়েছেন। নিজের সহ অন্য ৩ পরিবারের মোট ১৪ জন সদস্য নিয়ে অত্যন্ত মানবেতর অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন। শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত এই পরিবারটির আরাকানে ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য আর সহায়-সম্পত্তি। সবকিছু ফেলে প্রবীন স্বজনদের ছেড়ে পরনের কাপড়টুকু নিয়ে কোন রকমে পালিয়ে এসেছেন। তাঁর বড় ছেলেটি চায় লেখাপড়া করতে। কিন্তু কে তাদের লেখাপড়া করাবে? জীবন তো কাটছে লুকিয়ে-পালিয়ে। মুক্ত ভাবে চলা ফেরা, পড়াশুনার তো কোন সুযোগ এদের নেই।

টেকনাফের পথে :

পরদিন ২১শে ডিসেম্বর। সাথীদের নিয়ে চললাম টেকনাফের উদ্দেশ্যে। পথে সম্মুখীন হ'লাম আরেক অভিজ্ঞতার। খাদ্যের সন্ধানে কোন কোন পরিবার স্থান পরিবর্তন করার জন্য বাসে উঠছে। কিন্তু বিজিবি পথের বিভিন্ন স্থানে চেকপোস্ট বসিয়ে বাস-সিএনজি তল্লাশী করছে। রোহিঙ্গা পেলেই তাদেরকে নামিয়ে দিচ্ছে। উখিয়ায় আমাদের বাসটি প্রথম চেক করা হ'ল। দেখলাম ৫ জন যাত্রী (রোহিঙ্গা)-কে বিজিবি আমাদের গাড়িতে উঠিয়ে দিল, আর কন্ট্রাকটারকে বলল তাদের ভাড়া না নিয়ে টেকনাফ নামিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু একটু পরেই সে অসহায় রোহিঙ্গাদের নিকট ভাড়া চেয়ে বসল। তারা বলল, তাদের কাছে কোন টাকা নেই। ক্ষুধার জ্বালায় কক্সবাজারে যাচ্ছিলাম কাজের সন্ধানে। কিন্তু বিজিবির বাধার মুখে ফিরে যেতে হচ্ছে টেকনাফে। নিষ্ঠুর কনডাকটর তাদের নামিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। কিছু বলতে চাইলেও সাথী ভাইদের নিষেধাজ্ঞার মুখে তা পারলাম না। আমারই পাশে অবস্থানরত ভারাক্রান্ত ১৫/১৬ বছরের রোহিঙ্গা ছেলে বাসেত। ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমার দিকে। চোখে-মুখে ভীতি আর শংকার ছাপ। মনটা বার বার গুমরে কেঁদে উঠছে। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছে। হঠাৎ পাশের সীটে বসা এক যুবক বলল, এই কনডাকটর ওদেরকে নামিয়ে দিয়ো না। ওদের ৩ জনের ভাড়া আমি দিব। বাকী দুই জনেরও ব্যবস্থা হ'ল। পরে সেই যুবককে তাদের দেওয়ার জন্য ১০০০ টাকা দিয়ে মনবেদনা কিছুটা হ'লেও প্রশমিত করলাম।

একসময় টেকনাফ পৌঁছে গেলাম। ওখানকার নও মুসলিম দ্বীনী ভাই আমাদেরকে সাদরে গ্রহণ করলেন। উনার চেম্বারে বসে নতুন আগত রোহিঙ্গাদের কিভাবে সহযোগিতা করা যায় তা নিয়ে পরামর্শ হ'ল। অতঃপর সিদ্ধান্ত মোতাবেক শহর থেকে ১০ কি.মি. দূরের মোছনী ক্যাম্প সহ শহরের আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সদ্য আগত রোহিঙ্গাদের আনা হ'ল প্রাচীরে ঘেরা একটি স্থানে। এখানে শতাধিক মানুষের মাঝে ত্রাণ বিরতণ করা হ'ল। ক্যাম্পে বা খোলা স্থানে না দেওয়ার কারণ ছিল নতুন-পুরাতন আর স্থানীয়দের একাকার হয়ে যাওয়া। আর হাযারো মানুষের চাপ সহ্য করতে না পারার সম্ভাবনা। সেকারণ স্থানীয় ভাইদের মাধ্যমে কেবলমাত্র সদ্য আগতদের খুঁজে বের করে আনা হয়েছিল নির্দিষ্ট স্থানে।

এখানেও অনেক মা-বোনের সাক্ষাৎকার নিলাম। বর্মী সেনাদের হাতে সদ্য স্বামীহারা সানজীদা বেগম (৪০) ২ ছেলে ও ৩ মেয়ে নিয়ে পালিয়ে দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন।

৭/৮ দিন আগে আসা আরাকানের গজবিল এলাকার যমীর হোসাইন (৪৩) অষ্টাদশী মেয়ে ইয়াসমীন সহ ২০/২৫ জন আত্মীয়-স্বজন নিয়ে পালিয়ে এসেছেন। ভারাক্রান্ত কণ্ঠে জানালেন 'সেনারা প্রথমে আমার মাকে গুলি করে মারে। তারপর স্ত্রীকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলে'।

মেয়েটি ইতিপূর্বে মাত্র মক্তব পড়েছে। পড়াশুনার অন্য কোন ব্যবস্থা সেখানে নেই। খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলল- গত রাতে কিছু খেয়েছি। আজ দুপুর পর্যন্ত খাবারের কোন ব্যবস্থা হয়নি।

নাগপুরার অধিবাসী ৪৫ বছরের ইউনুস। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমার পিতা ও ভাইকে বৌদ্ধরা জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। ৪ সন্তানের মুখে খাবার তুলে দিতে এখন ভিক্ষা করছি।

৩২ বছরের যোহরা বলেন, তার স্বামীকে চোখের সামনে দা দিয়ে জবাই করে মেরে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ইজ্জত হরণ করে মগরা। তারপর ঘরবাড়ি সব জ্বালিয়ে দেয়।

তারই মা নূরজাহান (৫৫)-এর ভাষ্য অনুযায়ী সহস্রাধিক মগ তাদের গ্রামে আক্রমণ করে তার স্বামী সহ বহু মানুষকে প্রথমে গুলি করে। তারপর জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে। চোখের পানি মুছতে মুছতে তিনি বললেন, আমার অনেক মহিলা আত্মীয়-স্বজনকে তারা একত্রে জঙ্গলে নিয়ে গণধর্ষণ করে। তারপর মেরে ফেলে।

বেশ কিছুক্ষণ সাক্ষাৎকার গ্রহণের পর তাদের বিদায় দেওয়া হ'ল। তারপর স্থানীয় দ্বীনী ভাইদের সাথে আলাপে আরো অনেক কিছু জানতে পারলাম।

টেকনাফ বাজার এলাকায় রোহিঙ্গাদের চলাফেরা অনেক বেশী। কিন্তু তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ পুরাতন। এমনকি কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কের পাশে অসহায়ভাবে বসে থাকাদের মাঝে অধিকাংশই পুরাতন রোহিঙ্গা। যদিও তারাও কর্মহীন ও অভাবী। সদ্য আগতরা বাইরে আসে খুব কম। তারা আইন-শৃংখলা বাহিনীর ভয়ে ভীত থাকে। কারণ ধরা পড়লে বার্মার বর্ডার গার্ড বিজিপির হাতে তুলে দেওয়া হ'তে পারে। শরণার্থীদের মাঝে মহিলাই বেশী। অধিকাংশই অভিভাবক শূন্য। কেউ স্বামীহারা আর কেউবা পিতৃহারা।

স্থানীয় দ্বীনী ভাই বললেন, মাঝে মাঝে কিছু ব্যক্তি নগদ অর্থ সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। চাহিদার তুলনায় যা নিতান্তই অপ্রতুল। তার ভাষ্যমতে, বিজিবির সামনে পড়লে দাতারা হয়রানীর শিকার হচ্ছে। কয়েকদিন আগেও ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আপনাদের সহযোগিতা করার কারণেও বিভিন্ন মহল থেকে চাপ ও হুমকি আসছে। একই মন্তব্য করলেন হোমিও চিকিৎসক ভাই ডা. নূরুল ইসলামও।

তবে অন্য এক ভাই বললেন, কোন ক্ষেত্রে বিজিবি বাধা দিতে বাধ্য হচ্ছে। তবে তারাও তো মানুষ। তারাও চায় অসহায় রোহিঙ্গারা সাহায্য পাক। কিছু পেয়ে অন্তত বেঁচে থাক।

বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার মাঝে আনন্দিত হলাম ডা. নূরুল ইসলামের হোমিও চেম্বারের কয়েকটি আলমারীতে থরে থরে সাজানো আত-তাহরীক ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত অনেক বই। ২০ কপি আত-তাহরীক-এর নিয়মিত এজেন্ট তিনি। আরেক ভাই বললেন, আমি বিগত কয়েক বছর থেকে আত-তাহরীকের এজেন্ট। কার্যক্রম ভালোই চলছে এদিকে। আগামী তাবলীগী ইজতেমায় যাওয়ার ইচ্ছা আছে। দেশের সর্বদক্ষিণের এই এলাকাতেও আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত এগিয়ে চলেছে দেখে মনটা আনন্দে ভরে গেল। সাথে সাথে সদ্য পরিচিত অথচ যেন কতদিনের আত্মীয় একদল ভাইয়ের বিপুল আন্তরিকতায় অভিভূত হয়ে এদিনের মত কার্যক্রম গুটিয়ে চললাম কক্সবাজারের পথে।

নাইক্ষ্যংছড়ি : পরদিন বিকালে সি.এন.জি যোগে রওনা হ'লাম নতুন গন্তব্য নাইক্ষ্যংছড়িতে। উঁচু-নিচু পাহাড় পাড়ি দিয়ে, দিগন্ত ছোয়া সবুজ বৃক্ষরাজি সমৃদ্ধ বন পেরিয়ে, রাবার উৎপাদনের অন্যতম কেন্দ্র 'রামু' অতিক্রম করে সন্ধ্যা লগ্নে আমরা নাইক্ষ্যংছড়ি উপযেলার অদূরে পাহাড়িয়া এলাকায় পৌঁছলাম। সেখান থেকে আমাদের সাথী হন স্থানীয় দ্বীনী ভাইরা। তাদের সাথে পায়ে হেঁটে চললাম কাংখিত গন্তব্যে। পাহাড়ী ঢাল বেয়ে অনভ্যস্ত পায়ে প্রায় ২০০ ফুট উচ্চতায় উঠতে বেশ বেগ পেতে হ'ল। মনে মনে ভাবছি এত উপরে মানববসতি আছে কি? হ্যাঁ। নিরিবিলি এই স্থানে দেখা পেলাম বেশ কিছু নতুন রোহিঙ্গা পরিবারের। আমাদের দেখে তারা এগিয়ে এলো। অধিকাংশই নারী ও শিশু। পুরাতনদের সহযোগিতায় কয়েকটি ঝুপড়ি ঘরে তারা আশ্রয় নিয়েছে। ৭০-৮০ জনকে সাহায্য দেওয়া হ'ল। আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলাম নির্জন পাহাড়ে আশ্রয়গ্রহণকারী নির্যাতিত এই মানুষগুলোর কাছে সামান্য হ'লেও কিছু সাহায্য পৌঁছাতে পেরে। তাদের কারো কারো সাক্ষাৎকার নেয়া হ'ল দ্রুততার সাথে।

মংডু থানার অধিবাসী ফরীদুন্নেসা। স্বামী নিখোঁজ। ২ মেয়েকে বর্মী সেনারা ধর্ষণ করে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। বাড়ী-ঘর

জ্বালিয়ে দিয়েছে। দুই ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে এসেছেন। ২৫ বছরের মুশতারা ৭ সেনার অত্যাচারের শিকার হয়েছে। বাচ্চাটিকে পানিতে ফেলে ডুবিয়ে হত্যা করেছে তারা। তারপরেও সে বলল- ওখানে শান্তি আসলে আমরা ফিরে যাব। ৩ সেনার নির্যাতনে অসুস্থ ৩০ বছরের হাসিনা বললেন, তিনি স্বামী হারিয়ে ইযযত বিলিয়ে উঁচু পাহাড় ডিঙ্গিয়ে কয়েকদিন পায়ে হেঁটে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছেন।

২৫ বছরের ইয়াসমীন বলেন, ২৫ সেনা আমাদের ৪ বোনকে একনাগাড়ে অত্যাচার করেছে। আমাদের বাড়ীর গরু-ছাগল সব নিয়ে গেছে। পঞ্চাশোর্ধ নারী কুসুম বাহারের সামনে ২০/৩০ জনকে জবাই করা হয়েছে। কয়েকটি শিশুকে আগুনে নিক্ষেপ করেছে ওরা। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে জানালেন- তার ২ মেয়ে এখনো নিখোঁজ। এভাবে এখানে আরও অনেকের সাক্ষাৎকার নেই।

অতঃপর সিএনজি যোগে রাতেই কক্সবাজারে ফিরে আসি। সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে সাথে আলোচনা করি। অতঃপর প্রথম দফা ত্রাণ বিতরণ শেষে রাত ১০-টার কোচে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরা গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!

আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ডি.বি.এইচ ট্রাভেলস এ্যান্ড টুরস-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে (লাইসেন্স নং ১৩০৩) পরিচালিত **কাযী হজ্জ কাফেলা** এ বছরও হজ্জ ও ওমরাহ কাফেলা নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি রাসূল (ছাঃ)-এর শিখানো পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ করতে চাইলে আজই নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-

২০১৭ সালের ওমরার রেজিস্ট্রেশন চলছে

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শিখানো পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করানো।
২. হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।
৩. সম্ভবপর 'বায়তুল্লাহ'র নিকটতম স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে পায়ে হেঁটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায়ের সুব্যবস্থা।
৪. দেশী বাবুর্চী দ্বারা দেশী খাবারের ব্যবস্থা।

যোগাযোগের ঠিকানা : কাযী হজ্জ কাফেলা

পরিচালক, **কাযী হারূণুর রশীদ**

০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫।

(সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ডি.বি.এইচ ট্রাভেলস এ্যান্ড টুরস, লাইসেন্স নং ১৩০৩)

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বইয়ের প্রাপ্তিস্থান

ঢাকা : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ২২০ বংশাল, ০১৮৩৫-৪২৩৪১১; আনোয়ার হোসেন, আনোয়ার বুক ডিপো, ৫০, বাংলাবাজার, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫; মীযানুর রহমান, মুহাম্মাদপুর, ০১৭৩৬-৭০০২০২; আনীসুর রহমান, মাদারটেক, ০১৭১৮-৭৫৫৩৫৫; বাবু টেলিকম, মিরপুর, ০১৭১৩-২০৩৩৯৬; মাহমূদুল হাসান, সততা লাইব্রেরী, ধামরাই, ০১৭২৪৪৮৪২৩৪; তাসলীম পবলিকেশন্স, কাঁটাবন, ০১৯১৯-৯৬২৯১৯।

গাযীপুর : বেলাল হোসাইন, তাওহীদ লাইব্রেরী, গাযীপুর, ০১৯১৩-০৭০৩৮৪; আব্দুছ ছামাদ শিকদার, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আনসার একাডেমী, গাযীপুর, ০১৮২৫-৭৯১৮৭১; বাদশা মিয়া, ০১৭১৩-২৬৯৮৬০; মুহাম্মাদ এনামুল হক, সুমাইয়া লাইব্রেরী, মাওনা চৌরাস্তা, ০১৯২২-১৫৭৫৭৩; সোহেল আহমাদ সুফল, ০১৯২৫-৪১৮২২০।

চট্টগ্রাম : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম শাখা, ই.পি. জেড, ০১৮৩৮-৬৬৯৩৬৫।

কুমিল্লা : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ইকরা লাইব্রেরী, বুড়িচং, ০১৫৫৭-০০০৩৭৭; কামাল আহমাদ, লাকসাম, ০১৮১২০৪৩৬৭১; ইসলামী জ্ঞানের আলো লাইব্রেরী, ০১৬৭৬-৭৪৭৫৩২; বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী, ০১৬৮০-৩৫৫১৯০।

সিলেট : আব্দুছ ছবূর, ই,সি,এস, লাইব্রেরী, সিলেট, ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫। **মাগুরা :** ইলিয়াস, ০১৯২৮-৭০৭৬৪৩।

হবিগঞ্জ : আল-ফুরকান লাইব্রেরী, ০১৭২৮৭৫৭৮৬১। **নীলফামারী :** এ.এস.এম. আব্দুস সালাম, বিদ্যা বুক হাউস, ০১৭২৮৩৪৬৩১৩।

জামালপুর : আনীসুর রহমান, আরিফ ফার্মেসী এণ্ড ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর, ০১৯১৬-৭৬৯৭৩৪।

নরসিংদী : আব্দুল্লাহ ইসহাক, মাধবদী, ০১৯৩২০৭২৪৯২। **বাগের হাট :** শেখ জার্জিস আহমাদ ০১৭১৩-৯০৫৩১৬।

যশোর : মুহসিন, হেলাল বুক ডিপো, দড়াটানা, ০১৭২৮-৩৩৮২৮৫। **ময়মনসিংহ :** আবুল কালাম, ০১৭৬৭-৪৬৮৮০৫।

কুষ্টিয়া : তুহিন রেযা, কুষ্টিয়া, ০১৭২২-২২৫৫৮০। **সিরাজগঞ্জ :** মুহাম্মাদ ওয়াসিম, শাপলা লাইব্রেরী ০১৭২৮-২৪৭০৮৮।

খুলনা : আব্দুল মুকীত, খুলনা, ০১৯২০-৪৬০১৩১। **লালমণিরহাট :** শাহ আলম, ফাহমিদা লাইব্রেরী, মহিষখোচা, ০১৯১৬-৪৯১৭৯৮।

সাতক্ষীরা : হাবীবুর রহমান, ০১৭৪০-৬২৬০৫৭; মাগফুর রহমান বাবলু, বাঁকাল, ০১৭১৬-১৫০৯৫৩; আব্দুস সালাম, মল্লিক লাইব্রেরী, কলারোয়া, ০১৭৪৮-৯১০৮২৫।

পাবনা : গোলজার হোসেন, চেতনা বই বিতান, ০১৯২১-৪৮০২২৩; শিরিণ বিশ্বাস, ০১৯১৫-৭৫২৭১১; রেযাউল করীম খোকন, রূপালী কনফেকশনারী, ০১৭১৪-২৩১৩৬২; আব্দুল লতীফ, ০১৭৬১৭০৬৯৪১।

মেহেরপুর : সাইফুল ইসলাম, জোনাকী লাইব্রেরী, ০১৭১০১১৮৫১৪; রবীউল ইসলাম, মুজিব নগর বুকস্টল, বড় বাজার, ০১৭৫৬-৬২৭০৩১।

রংপুর : রেযাউল করীম, দারুসুন্নাহ লাইব্রেরী, সেন্ট্রাল রোড, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯; মুহাম্মাদ বেলাল, ০১৭২৩-৯৩৭৯৮৭।

দিনাজপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বিরামপুর শাখা, দিনাজপুর, ০১৭৮০-৬৫০১১১; ছাদিক হোসেন, মদীনা লাইব্রেরী, রাণীর বন্দর, ০১৭২৩-৮৯০৯১২; মুনীরুয্যামান, যুবসংঘ লাইব্রেরী, পার্বতীপুর, ০১৭৪৪-৩৬৯৬৯৪; সাজ্জাদ হোসেন তুহিন, ০১৭৮৩-৮২২৫৯৫।

বগুড়া : শাহীন, শাহীন লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮; মামূন, আদর্শ লাইব্রেরী, ০১৭১৮-৪০৮২৬৯; আনীসুর রহমান, সেনানিবাস, ০১৭৪২-১৬৪৭৮২।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, শিবতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ০১৭৩০-৯২৫৭৬৬; ডাঃ মহসিন, ০১৭২৪-১৩৩৬৭২; নূরুল হুদা, নাচোল বরেন্দ্র ইসলামী পাঠাগার, ০১৭৭০-৩৮৩৯৫৩।

জয়পুর হাট : আল-আমিন, বটতলী বাজার, ০১৭৫৮-০৯৮৫৮০।

ঠাকুর গাঁও : আব্দুল বারী, মীম লাইব্রেরী, ০১৭১৭-০০৪১১৬; মুহাম্মাদ আবুবকর, মাকতাবাতুল হুদা, ০১৭৬০-৫৮৮১০৯।

নওগাঁ : আফযাল হোসাইন, ০১৭১০-০৬০৪৭১; আতাউর রহমান, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ০১৭৬৫-৬৪৮১২৩; শাহজালাল লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৮৮৮৯৪।

কবিতা

অন্ধ গোরের বাতি

আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিজয়গাঁথা গল্প পড়ে কল্পনাতে সুর তুলি,
অহি-র জ্ঞানের স্বল্প ছোঁয়ায় মনটা করে দুলদুলি।
দূর অতীতে রাসূল মোদের এলাহী বাণীর দার খুলে,
মোদের কাঁধে দিয়ে গেছেন আমানতের ভার তুলে।
আল-কুরআনের আলো দিয়ে করতে হবে বিশ্বজয়,
ছহীহ সুন্নাহ্র স্নিগ্ধ দ্যুতি রাখতে হবে বক্ষময়।
আয়রে ছুটে বিবাদ টুটে ঈমান লয়ে বক্ষে,
নিয়তটাকে খালেছ করি প্রভুর ক্ষমার লক্ষ্যে।
শিরক-বিদ'আতের নর্দমাতে ডুব দিব না আর,
কুরআন-হাদীছ জ্বালাবে আলো ঘুচবে অন্ধকার।
মেনে নবীর আদর্শকে কাটবে দিবস-রাতি,
মরার পরে অন্ধ গোরে জ্বলবে অমর বাতি।

***

প্রভুর পথে

ইউসুফ আল-আযাদ
টেংগুরিয়া পাড়া, বাঁশাইল, টাংগাইল।

মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই এই দুনিয়ার মাঝে,
সত্যবাদী হ'তে চাই কথায় এবং কাজে।
বলব নাকো মিথ্যা কথা কভু কারো সাথে,
চলব সদা হকের পথে মশাল নিয়ে হাতে।
পরের দুঃখে দুঃখী হবো পরের সুখে সুখী,
অহী দিয়ে গড়ব জীবন হবো আখেরাত মুখী।
গরীব-দুঃখী অনাহারী আছে যত জন,
তাদের মাঝে বিলিয়ে দিব আমার সকল ধন।
হালাল পথে করব কামাই ঐ পথে ব্যয় করব,
ভাই-বেরাদর পুত্র-স্বজন হালাল পথেই রাখবো।

***

প্রাত্যহিক বিধান

ফায়ছাল আহমাদ
শিক্ষক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

নিদ্রার আচ্ছন্নতাকে প্রতিহত করে
মনঃসংযোগ করেছি ফযরের আযানের তরে।
পবিত্রতার পরশ ছুয়ে চলে কায়,
পাপ মোচন করতে সদা মসজিদে যাই।
ইক্বামতে সাড়া দিয়ে কাতারবদ্ধ হই,
সিজদাস্থানে দৃষ্টি রেখে আল্লাহু আকবার কই।
বিতাড়িত শয়তানকে আবদ্ধ করে,
আল্লাহ্র নামে উম্মুল কুরআন দেই শুরু করে।
অর্ধ নমনীয় মস্তকে করি রুকূতে গমন,
আত্মসমর্পণ করতে তাই রাফঊল ইয়াদায়েন।
সিজদাতে লুটিয়ে দেই মোর শির,
রবের নিমিত্তে নত আমি যে সু-স্থির।
তাশাহহুদে বসে আমি সালাম পূর্বক্ষণে,
কৃত কর্মের জন্য কাঁদি অতি সংগোপনে।
প্রার্থনা মোর কবুল কর হে পরোয়ারদিগার!
গফূর-গাফফার তোমার নাম জপি বারংবার।

***

মিয়ানমারে মুসলিম নির্যাতন

আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
ভায়ালক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

কক্সবাজার যেলার নাফ নদীরটির ওপার মিয়ানমার
বৌদ্ধদেরই রাষ্ট্র ওটা পরিচয় যে তার।
সেই দেশেরই প্রদেশ একটা নাম রাখাইন
যার অধিকাংশ অধিবাসী রোহিঙ্গা মুসলিম।
বেশীর ভাগই বৌদ্ধ ধর্মের, সেনা শ্বাসিত দেশ
স্বাধীন কেহ নেই যে সেথায় দুঃখের নাহি শেষ।
চলার বলার লেখার কিছু নেই যে স্বাধীনতা
শিকল পরা সব জাতীর পায়ে নিদারুণ অধীনতা।
যুগ যুগ ধরে নেই কো হেথায় স্বরাজ বলে কিছু
সেনা শ্বাসনের জাঁতাকলে জাতীর মাথা নিচু।
সেই দেশেতে হঠাৎ করে ঘটলো এক ঘটনা
হামলা করে পুলিশ মারা রটলো এক রটনা।
কেবা কারা করলো এ কাজ নেই কো কারো জানা
সন্দেহ বসে মুসলমানদের করলো জীবন ফানা।
ঘরে ঘরে দিল আগুন সৈনিকেরা তাই
গুলি করে মারলো কতই কে তার হিসাব নেয়।
মিয়ানমারে মুসলিম হত্যা বৌদ্ধদেরই কাজ
২০১৬ সালের ইতিহাসে লেখা থাকবে বিশ্ব মাঝ।
জান বাঁচাতে লাখো মুসলিম পালিয়ে আসে তারা
বাংলাদেশে ঠাঁই নিতে চায় হয়ে পাগল পারা।
মুসলিম দেশে ঠাঁই না পেলে কোথায় তারা যাবে
দুঃখ-শোকের সে কথা তাই অন্তরেতে ভাবে।
এদিকে ফের নাফ নদীটি বর্ডার গার্ডে ঘেরা
চোখে পড়লেই মিয়ানমারে ফিরিয়ে দেয় তারা।
জন্মভূমি মাতৃভূমি ঐ দেশেতেই বাস
চারশ' বছর ধরে তারা হেথায় ফেলে শ্বাস।
তবু তারা পালিয়ে আসে বিভিন্ন পথ দিয়ে
ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন ফেলে শুধুই জীবন নিয়ে।
ইতিপূর্বেও পাঁচ লক্ষাধিক বাংলাদেশে আসে
একই রকম নির্যাতনের শিকার হয়ে অবশেষে।
মুসলিম নিধন খেলা খেলে মিয়ানমারের সেনা
বিশ্ব মুসলিম চুপ করে রয় কেউ কিছু বলছে না।
ওরা মোদের ধর্মীয় ভাই বিশ্বের মুসলিম শোন
এই দুর্দিনে তাদের পাশে দাঁড়াবে না কেন?
সব বিধর্মী এক হয়েছে সারা বিশ্বে আজ
ইসলাম ধর্ম শেষ করাটাই ওদের কাজ।
কুরআন মানো তবু কেন এক হওনা আজো
মুসলিম হয়ে কোন হৃদয়ে ওদের গোলাম সাজো।
জেগে ওঠো বিশ্বের মুসলিম ঘুমিওনা আর
বজ্রকণ্ঠে হাঁকো তাকবীর 'আল্লাহু আকবার'।

***

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. ওছমান বিন আফ্ফান (রাঃ) ২. ওছমান বিন ত্বলহা (রাঃ)।
৩. আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) ৪. আবদুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ)।
৫. আবু বকর (রাঃ)। ৬. ফাতিমা (রাঃ)।
৭. ওয়াহশী (রাঃ)। ৮. আমর বিন আছ (রাঃ)।
৯. হাফছা বিনতে ওমর (রাঃ)। ১০. আয়েশা (রাঃ)।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১. ১৯৭৭ সাল। ২. ১৯৭৪ সাল। ৩. ১৯৫৫ সাল।
৪. ১৯৫২ সাল। ৫. ১৯২১ সাল। ৬. ১৯১১ সাল।
৭. ১৮৬৩ সাল। ৮. ১৮৫৭ সাল। ৯. ১৮৪২ সাল।
১০. ১৮৩৯ সাল।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (জান্নাত)

১. জান্নাত অর্থ কি?
২. জান্নাত বর্তমানে কোথায়?
৩. জান্নাত কয়টি?
৪. জান্নাতের স্তর কয়টি?
৫. জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর কোনটি?
৬. জান্নাতের অট্টালিকা কি দ্বারা নির্মিত?
৭. জান্নাতী তাঁবুর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কত?
৮. জান্নাতে কিসের নদী রয়েছে?
৯. জান্নাতী নদীর উৎসস্থল কোথায়?
১০. জান্নাতের নদীগুলোর নাম কি কি?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভাইস চ্যান্সেলর কে?
২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভাইস চ্যান্সেলর কে?
৩. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভাইস চ্যান্সেলর কে?
৪. বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভাইস চ্যান্সেলর কে?
৫. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভাইস চ্যান্সেলর কে?
৬. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভাইস চ্যান্সেলর কে?
৭. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভাইস চ্যান্সেলর কে?
৮. শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভাইস চ্যান্সেলর কে?
৯. খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভাইস চ্যান্সেলর কে?
১০. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল কত ও ১ম ভাইস চ্যান্সেলর কে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

হাড়িয়ারকুঠি, তারাগঞ্জ, রংপুর ১৭ই ডিসেম্বর'১৬ শনিবার : অদ্য বাদ যোহর হাড়িয়ারকুঠি 'সোনামণি মাদরাসা' উদ্বোধন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' তারাগঞ্জ উপযেলার সভাপতি মুহাম্মাদ আকবার মণ্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি প্রফেসর মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মোকছেদুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ, প্রচার সম্পাদক নাজমুছ ছাক্বিব, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আবুল বাশার, দফতর সম্পাদক আব্দুন নূর ও সদর উপযেলা সভাপতি মুশফিকুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে শহীদুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে রবীউল হাসান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন।

নন্দলালপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া ২৬শে ডিসেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ যোহর নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ও 'সোনামণি' উপদেষ্টা মুহাম্মাদ এনামুল হক্ব, 'সোনামণি' পরিচালক মুস্তাকীম আহমাদ, সহ-পরিচালক জালালুদ্দীন ও রবীউল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি রুস্তম আলী ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'সোনামণি' সহ-পরিচালক যিয়াউর রহমান।

জামনগর ঘোষপাড়া, বাগাতিপাড়া, নাটোর ২৩শে ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর ঘোষপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ রাসেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'সোনামণি' সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ কামারুয্যামান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ ছাব্বির হুসাইন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে লীমা খাতুন।

হেয়াতপুর মধ্যপাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ৩রা জানুয়ারী মঙ্গলবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৭-টায় হেয়াতপুর মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি শাহীনুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ফযলে রাব্বী।

পাকুড়িয়া, মোহনপুর, রাজশাহী ৮ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর পাকুড়িয়া ফুরকানিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসা পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আফযাল হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও হাবীবুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মনোয়ার হুসাইন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে তুনযেরা খাতুন। অনুষ্ঠান শেষে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি শাখা পরিচালনা পরিষদ ও পৃথক পৃথক বালক-বালিকা কর্মপরিষদ গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম।

স্বদেশ

বাংলাদেশে গণপরিবহনে চলাচলের সময় ৮৪ শতাংশ নারী যৌন হয়রানির শিকার

বাংলাদেশের যানবাহনে চলাচলের সময় ৮৪ শতাংশ নারীই কোন না কোনভাবে যৌন হয়রানির শিকার হন। সম্প্রতি 'অ্যাকশন এইড বাংলাদেশে'র পক্ষ থেকে কৃত এক সমীক্ষায় এ তথ্য উঠে এসেছে। সংস্থাটির কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবীর বলেন, আমাদের কর্মজীবী নারীদের বেশিরভাগই পাবলিক যানবাহন ব্যবহার করেন। কিন্তু এই যানবাহন ব্যবহারে তাদের পড়তে হয় নানা সমস্যায়। চলাচলের সময় ৮৪ শতাংশ নারীই কোন না কোনভাবে যৌন হয়রানির শিকার হন। তাই নারীদের জন্য নিরাপদ যানবাহন ব্যবস্থা খুবই যরূরী। এছাড়া নারীদের অধিকার রক্ষায় আইনের সঠিক প্রয়োগেরও কোন বিকল্প নেই। সবাইকে আইন মানতে যদি সরকার বাধ্য করতে পারে, তাহ'লেই দেশের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

২০১৬ সালে দেশে ভয়াবহ নারী নির্যাতন

নারী নির্যাতনের ঘটনা ২০১৬ সালে অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন যৌন নির্যাতন ও হয়রানি বিশেষ করে ধর্ষণ ও ইভটিজিং-এর ঘটনায় বাংলাদেশ গত বছর বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। শহর কিংবা গ্রামে সব জায়গাতেই নারী, তরুণী ও কিশোরীরা আগের চেয়ে বখাটেদের বেপরোয়া আচরণের শিকার এখন বেশি হচ্ছে। লজ্জায় পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে অনেকে বিষয়টি লুকিয়ে রাখছে। আবার অনেকেই এই মানসিক নির্যাতন সইতে না পেরে স্কুল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। কেউ আবার আত্মহত্যা করছে। কেউবা দুর্বৃত্তের নৃশংস হামলায় প্রাণ হারাচ্ছে। বখাটের ছুড়ে দেওয়া এসিডে ঝলসে যাচ্ছে কারও দেহ।

বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৬ সালের জানুয়ারী থেকে নভেম্বর মোট ৩৬৭ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়। এর মধ্যে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয় ২৮ জনকে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বখাটেদের উত্ত্যক্তের শিকার সবচেয়ে বেশী হচ্ছে ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী স্কুল-কলেজ পড়ুয়া মেয়েরা। বিশেষতঃ স্কুল ও প্রাইভেট পড়তে আসা-যাওয়ার সময়।

যেলা পরিষদ নির্বাচন

টাকা ফেরত পেতে বাড়ি বাড়ি ধরণা পরাজিতদের

গত ২৮শে ডিসেম্বর'১৬ দেশের ৬১টি যেলায় অনুষ্ঠিত যেলা পরিষদ নির্বাচনে পরাজিত অনেক প্রার্থী এখন বাড়ি বাড়ি ধরণা দিচ্ছে ভোটারদের প্রদত্ত টাকা ফেরৎ পাওয়ার জন্য। টাকা না পেয়ে ভোটারদের হুমকি দিচ্ছেন কেউ কেউ। বগুড়ার ধুনটে একজন পরাজিত প্রার্থী ইতিমধ্যে ১৮ জনের কাছ থেকে ভোটার প্রতি ১০ হাযার টাকা হিসাবে ১ লাখ ৮০ হাযার টাকা ফেরত পাওয়ার কথা জানিয়েছেন। কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে একজন সদস্য পদপ্রার্থী আট জন ভোটারের কাছ থেকে মাথা প্রতি ২০ হাযার টাকা হিসাবে মোট ১ লাখ ৬০ হাযার টাকা ফেরত নেন। সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজারে আড়াই লাখ টাকা এবং পোস্টার, এজেন্টের ফরমসহ এক ব্যক্তি ধরা পড়েন।

পরাজিত প্রার্থীদের অভিযোগ, ভোটাররা ভোট দেওয়ার কথা বলে ২০ থেকে ৩০ হাযার টাকা করে নিয়েছেন। কিন্তু তারা ভোট দেননি। তবে অনেক ভোটারের অভিযোগ, অনেক প্রার্থী জোর করে সম্মানী হিসাবে টাকা দিয়েছেন। ভোট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নেওয়া হয়নি। এখন তাঁরা ভোটে পরাজিত হয়ে টাকা ফেরতের জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন। মুঠোফোনে হুমকি দিচ্ছেন। গোপালনগর ইউপির ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য আবদুল মান্নান বলেন, প্রার্থী সাতজন। আমি কাকে ভোট দেব? ভোট দেওয়ার কথা মুখে স্বীকার করলেও সে কথায় কেউ বিশ্বাস করে না। তাই সম্মানী ভাতা হিসেবে নগদ টাকা নেওয়া হয়েছে। এখন তাঁরা ভোটে হেরে গিয়ে আমার বাড়িতে এসে টাকা ফেরত চাচ্ছেন।

পঞ্চগড় যেলা পরিষদ নির্বাচনে ৫ নম্বর ওয়ার্ডে সদস্য পদপ্রার্থী ছিলেন আব্দুল কুদ্দূস প্রামাণিক। তিনি ২৫ জনকে ২০ হাযার করে টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু আরেক ধনাঢ্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তার চেয়েও বেশী টাকা দিয়েছেন। তাই তার প্রাপ্তির ঝুলিতে মাত্র ১টি ভোট। এখন তিনি টাকা ফেরত চাইছেন সবার কাছে। একজন ভোটার বললেন, ভোটের আগের দিন আমাকে জোর করে কুদ্দূস ভাই টাকা দেন। কিন্তু আমি তাঁকে ভোট দেইনি। তাই টাকা ফেরত দিলাম।

মথুরাপুর ইউপির আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী মাসউদুর রহমান অনুযোগ করে বলেন, টাকা ফেরত পেতে আমি এখন কালেরপাড়া ইউনিয়নের আড়িকাঠিয়া গ্রামে আছি। আমাকে ৯৬ জন ভোট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ১০ হাযার টাকা করে ৯ লাখ ৬০ হাযার নিয়েছেন। এর মধ্যে ১১ জন আমাকে ভোট দিয়েছেন। বাকি ৮৫ জন আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। তাই যারা আমাকে ভোট দেয়নি, তাদের চিহ্নিত করে বাড়ি বাড়ি ঘুরছি। এ পর্যন্ত ১৮ জন আমাকে ১০ হাযার করে ১ লাখ ৮০ হাযার টাকা ফেরত দিয়েছেন। আরেক পরাজিত প্রার্থী কাওছার হামীদ রুবেল বলেন, আমি শুধু মোবাইল ফোনে টাকাগুলি ফেরত চাচ্ছি। কাউকে কোন হুমকি দেইনি।

পঞ্চগড় পৌরসভার প্যানেল মেয়র আশরাফুল আলম বলেন, 'ভোটের পর যে চিত্র প্রকাশিত হয়েছে, তাতে জনপ্রতিনিধিদের মান-সম্মান বলে আর কিছু থাকল না।

[মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। অতএব সর্বত্র পরামর্শ ভিত্তিক অথবা দল ও প্রার্থী বিহীন ইসলামী নির্বাচন প্রথা চালু করুন (স.স.)]

ইসলামী ব্যাংকে ব্যাপক পরিবর্তন

৩৫ জন ডিএমডি সহ ২১৮ জন কর্মকর্তা বদলী
১৩/১৪ বছর আগের লেনদেন সমূহ যাচাই করা হবে
নারী ও অমুসলিমরাও নিয়োগ পাবে

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সহ পরিচালনা পরিষদের বিভিন্ন পদে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। গত ৫ই জানুয়ারী'১৭ বৃহস্পতিবার ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের সভায় এ পরিবর্তন আনা হয়। ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ব্যাংকটি 'জামায়াতে ইসলামী' নিয়ন্ত্রিত ব্যাংক হিসাবেই পরিচিত ছিল। আগে থেকে উদ্যোগ থাকলেও বাস্তবায়ন শুরু হয় ২০১৬ সালের ২রা জুন ব্যাংকটির ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন শেয়ার হোল্ডার পরিচালক ও স্বতন্ত্র পরিচালকবৃন্দ নিয়োগের মাধ্যমে। এজন্য নতুন নতুন কোম্পানী তৈরী করে ব্যাংকটির পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হয়। অবশেষে ব্যাংকটির পরিচালনা পরিষদের ২৪০তম সভায় বড় ধরনের এই পরিবর্তন আনা হয়। তবে উক্ত সভায় এমডি মোহাম্মাদ আব্দুল মান্নান উপস্থিত ছিলেন না। বর্তমানে ১৮ জন পরিচালকের মধ্যে ৯ জন শেয়ার হোল্ডারদের

প্রতিনিধি ও ৯ জন স্বতন্ত্র পরিচালক রয়েছেন। মূলতঃ তাঁরাই ব্যাংকটি পরিচালনায় মূল ভূমিকা রাখবেন। উক্ত ৯ জন স্বতন্ত্র পরিচালকদের মধ্যে আছেন (১) ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালক সামীম মোহাম্মাদ আফজাল (২) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ আহসানুল আলম (৩) পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত মহা পরিদর্শক আব্দুল মাবুদ (৪) আইনজীবী বুরহানুদ্দীন আহমেদ ও (৫) বেক্সিমকো গ্রুপের প্রতিষ্ঠান শাইনপুকুর সিরামিক ও নিউ ঢাকা ইন্ডাস্ট্রিজের প্রধান নির্বাহী মোহাম্মাদ হুমায়ুন কবির। এছাড়া বিদেশী শেয়ারধারীদের মধ্যে পরিচালক হিসাবে রয়েছেন মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক আল-রাজী ও ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (জেদ্দা)।

ইসলামী ব্যাংকের শীর্ষ দুই বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানই হ'ল বিদেশী। এর মধ্যে একক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইসলামী ব্যাংকের সবচেয়ে বেশী শেয়ার রয়েছে সঊদী আরবের আল-রাজী কোম্পানীর। এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসাবে এবারেও ব্যাংকটির ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন ইউসুফ আল-রাজী। অর্থমন্ত্রী এমএ মুহিতের বক্তব্য অনুযায়ী মূলতঃ তাঁরই সম্মতির ভিত্তিতেই বড় ধরণের এই পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়।

সাবেক চেয়ারম্যান জামায়াতের কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আবু নাছের মুহাম্মাদ আব্দুজ জাহের ব্যাংকটির দায়িত্ব থেকে সরে গিয়ে দেশত্যাগ করার পর ২০১৫ সাল থেকে ভাইস চেয়ারম্যান ও ইবনে সিনা ট্রাস্টের প্রতিনিধি মুস্তাফা আনোয়ার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। একই সাথে তিনি ব্যাংক ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করছিলেন। এই সভায় তিনি উভয় পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং তার স্থলাভিষিক্ত হন কমার্স ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব আরাস্ত খান ও ইসলামী ব্যাংক ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত হন সাবেক সচিব সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ আব্দুল মান্নানকে সরিয়ে নতুন এমডি হিসাবে ইউনিয়ন ব্যাংকের এমডি আব্দুল হামিদ মিঞাকে এবং ভাইস চেয়ারম্যান আজিজুল হকের স্থলে সৈয়দ আহসানুল আলমকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। একইসাথে মেজর জেনারেল (অব.) আব্দুল মতিনকে নির্বাহী কমিটি ও মো. জিল্লুর রহমানকে অডিট কমিটি এবং মোহাম্মাদ আব্দুল মাবুদকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান করে একাধিক কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। এছাড়া ব্যাংক ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশের মহাপরিচালক সামীম মোহাম্মাদ আফজাল।

দায়িত্ব গ্রহণের পর চেয়ারম্যান আরাস্ত খান বলেন, ব্যাংকের দর্শন বা মৌলিক নীতির কোন পরিবর্তন হবে না। তবে এতদিন একটি বিশেষ দলের লোকদের কেবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এখন থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়া আরো স্বচ্ছ করা হবে। দেশের সব শ্রেণীর মেধাবী যেন এই ব্যাংকে নিয়োগ পেতে পারে, সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া হবে। এছাড়া নারী ও হিন্দুরাও এখন থেকে ইসলামী ব্যাংকে নিয়োগ পাবেন। তিনি বলেন, ইসলামী ব্যাংকের সম্পদের পরিমাণ অনেক। এই ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারের বড় বড় প্রকল্পেও অর্থায়ন হবে।

ঐদিন সন্ধ্যায় প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে বর্তমান পরিচালনা পরিষদের পক্ষে ভাইস চেয়ারম্যান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক আহসানুল আলম সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ঈসার আমলে ঈসা, আর মূসার আমলে মূসার শাসন চলবে। এটাই নীতি। ইসলামী ব্যাংকও এই নীতির বাইরে নয়। এতদিন নির্দিষ্ট কিছু মানুষ ইসলামী ব্যাংকের সুবিধা পেয়েছে। নির্দিষ্ট যেলার লোকেরা নিয়োগ পেয়েছে। এখানে রাজনৈতিক ইসলামের চর্চা ছিল। তবে আমরাই প্রকৃত ইসলামী। তিনি বলেন, ৬/৭ মাস আগে যে কথা স্বপ্নের মত ছিল, এখন তা বাস্তব হয়েছে। চেয়ারম্যান আরাস্ত খান বলেন, ব্যাংক পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আহ্র সব বিধি-বিধান কঠোরভাবে পরিপালন করা হবে। ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সর্বদা অটুট রাখা হবে। সুনির্দিষ্ট অপরাধ ছাড়া কারও চাকুরী যাবে না। ইতিমধ্যে ব্যাংকটির কর্মীদের জন্য ২০ শতাংশ বেতন বাড়ানো হয়েছে এবং ৫টি করে বোনাস তাদের ব্যাংক একাউন্টে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক ১৩টি প্রতিষ্ঠানের ৬৩ শতাংশের বেশী মালিকানা নিয়ে ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড যাত্রা শুরু করে। তবে গত দু'বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তাদের মালিকানা ছেড়ে দেয়। এছাড়া দেশীয় বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল বায়তুশ শরফ ফাউণ্ডেশন, ইবনে সিনা ট্রাষ্ট, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ইসলামিক ইকোনমিক রিসার্চ ব্যুরো। এগুলি জামায়াতের প্রতিষ্ঠান হিসাবে খ্যাত। বর্তমান পরিবর্তনের ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি মুক্ত হ'ল ইসলামী ব্যাংক।

বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকের মোট শেয়ারের ১৪.০৬ শতাংশের মালিক হ'ল দেশের বৃহত্তম ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এস আলম গ্রুপ। তারা সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গত ৭ মাসে ৭টি নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরী করে প্রায় ৭০০ কোটি টাকার ৭টি শেয়ার খরিদ করে। অতঃপর ৫ই জানুয়ারী'১৭ বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন ব্যাক্তিদের হাতে দায়িত্ব তুলে দেয় ইসলামী ব্যাংকের নতুন পরিচালনা পরিষদ। বর্তমানে এস আলম গ্রুপ হ'ল ইসলামী ব্যাংকের সবচেয়ে বড় দেশীয় শেয়ার হোল্ডার।

দক্ষিণাঞ্চলের সর্ববৃহৎ মসজিদের উদ্বোধন

ভোলায় দক্ষিণাঞ্চলের সর্ববৃহৎ দৃষ্টিনন্দন নিযাম-হাসিনা ফাউন্ডেশন মসজিদের উদ্বোধন করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ। গত ৩০শে ডিসেম্বর জুম'আর ছালাত আদায়ের মাধ্যমে এই মসজিদটি উদ্বোধন করা হয়। এদিন ছালাত আদায় করান বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের ভারপ্রাপ্ত খত্বীব মাওলানা এহসানুল হক জিলানী।

২০১০ সালে ১লা জুন ২৪ হাযার স্কয়ার ফুট জমির উপর নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। মসজিদটি নির্মাণে প্রায় ৫২ হাযার শ্রমিক ও ৭ বছর সময় লাগে। সৌন্দর্য মণ্ডিত দ্বিতলা এই মসজিদের ভেতরের কারুকার্য আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন। মসজিদটিতে একই সাথে আড়াই হাযার মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারবেন। এতে মহিলাদের জন্য রয়েছে পৃথক ছালাতের স্থান ও আলাদা ওযূখানা।

মসজিদের চারদিকে রয়েছে নানা রকম বাহারী ফুলের বাগান। দোতলায় রয়েছে হেফযখানা, সমৃদ্ধ ইসলামী লাইব্রেরী ও ধর্মীয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা এবং সেমিনার করার বিশেষ ব্যবস্থা।

ব্যবসায়ী নিযামুদ্দীন আহমেদ ও তার পরিবারের অর্থায়নে গঠিত নিযাম-হাসিনা ফাউণ্ডেশনের তত্ত্বাবধানে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। মসজিদ নির্মাণ ছাড়াও সংস্থাটি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। এসব কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, সারাজীবন অনেক পাপ করেছি। ধর্মের কথা শুনিনি, পালন করিনি। আল্লাহ যেন ক্ষমা করে দেন এ উদ্দেশ্যেই এ কাজগুলো করছি। আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

বিদেশ

পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র ৫টি দেশ

১. **কঙ্গো** : এটা বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে দরিদ্রতম দেশ। এ দেশের প্রায় ২০ শতাংশ মানুষ শুধুমাত্র অনাহারে মারা যায়। ৪০ শতাংশ মানুষ আধপেটা খেয়ে বাঁচে। গৃহযুদ্ধের পর দেশের অর্থনীতি একেবারে জরাজীর্ণ। ভ্রূক্ষেপ নেই সরকার ও প্রশাসনের। দেশে কর্মসংস্থানের কোন বালাই নেই। মধ্য আফ্রিকার এ দেশে রাস্তায় রাস্তায় মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় ছোটাছুটি করে। জিডিপি পার ক্যাপিটা ৩৪৮ মার্কিন ডলার।

২. **লাইবেরিয়া** : পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশে অর্থনীতি একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। যেটুকু ছিল তা ইবোলা মহামারী হানা দেওয়ার পর নিঃশেষ হয়ে গেছে। একজন লাইবেরিয়ান সদ্যজাত শিশু ৩৫০০ মার্কিন ডলার ঋণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। জিডিপি পার ক্যাপিটা ৪৫৬ মার্কিন ডলার।

৩. **জিম্বাবুয়ে** : একেবারে দেউলিয়া দেশ। রাষ্ট্রনেতা রবার্ট মুগাবের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ও ক্ষোভ-বিক্ষোভ রয়েছে। সম্পদে পরিপূর্ণ দেশ হ'লেও জিম্বাবুয়ে দেউলিয়া দেশে পরিণত হয়েছে। অর্থনীতির হাল এতটাই খারাপ যে, ১ মার্কিন ডলারের মূল্য জিম্বাবুয়েতে দাঁড়িয়েছে ৩৬২ টাকা। জিডিপি পার ক্যাপিটা ৪৮৭ মার্কিন ডলার।

৪. **বুরুন্ডি** : পূর্ব আফ্রিকার এই দেশের অর্থনীতির একেবারে বেহাল দশা। জিডিপি পার ক্যাপিটা ৬১৫ মার্কিন ডলার।

৫. **ইরিত্রিয়া** : গৃহযুদ্ধের পর বেহাল দশা এই দেশেও। প্রশাসনিক গাফিলতির কারণে আফ্রিকার এই দেশ বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র দেশের তালিকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছে। জিডিপি পার ক্যাপিটা মার্কিন ডলার ৭৩৫।

ভারতীয় বিমান বাহিনীতে দাড়ি রাখা নিষিদ্ধ

ভারতীয় বিমানবাহিনীর কোন কর্মকর্তা ও জওয়ান দাড়ি রাখতে পারবে না এবং দাড়ি রাখা কোন মৌলিক অধিকার নয়। বিমানবাহিনীর সব ধর্মাবলম্বীকেই এ সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে বলে জানিয়েছে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। সম্প্রতি দাড়ি রাখায় বরখাস্ত হওয়া এক মুসলিম সেনার আবেদন খারিজ করে এ নির্দেশ দিয়েছে ভারতের প্রধান বিচারপতি টিএস ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্ট বেঞ্চ। লম্বা দাড়ি রাখায় ২০০৮ সালে ভারতীয় বিমানবাহিনীর সেনা আনছারী আফতাবকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এরপর তিনি এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। আদালতে আফতাবের দাবী ছিল, শিখ ধর্মাবলম্বীদের যদি বাহিনীতে পাগড়ি পরার অধিকার থাকে মুসলিমদেরও দাড়ি রাখার অধিকার দেওয়া হোক। কিন্তু মামলার শুনানিতে ভারতীয় বিমানবাহিনীর পক্ষ থেকে শীর্ষ আদালতকে জানানো হয়, মুসলিম ধর্মাবলম্বী সব মানুষ দাড়ি রাখেন না। দাড়ি দেখে মুসলিমদের চিহ্নিত করা যায় না।

জুম'আ আদায়ে দেড় ঘণ্টা সময় পাবেন উত্তরাখণ্ডের মুসলিম কর্মচারীরা

পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ঘোষণা করেছিল ইমাম ভাতা। অর্থাৎ মসজিদের ইমাম ছাহেবরা সরকারের পক্ষ থেকে পাবেন বিশেষ আর্থিক সুযোগ। এবার মুসলিমদের জন্য এমনই এক পথে পা বাড়িয়ে দিল উত্তরাখণ্ড। সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এখন থেকে প্রতি শুক্রবার মুসলিম সরকারী কর্মচারীরা বেলা সাড়ে ১২-টা থেকে ২-টা পর্যন্ত দেড় ঘণ্টা ছুটি পাবেন জুম'আর ছালাত আদায়ের জন্য। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হরিশ রাওয়াত মন্ত্রিসভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এই সুযোগ দেয়ার কথা ঘোষণা করেছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী জানান যে, মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক টানতে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। বরং মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

স্পেনে ভূমিধস হ'লে আটলান্টিক জুড়ে সুনামির আশঙ্কা

ধ্বংস হয়ে যেতে পারে নিউইয়র্ক

স্পেনে ভূমিধসের কারণে সৃষ্ট মেগাসুনামির ঢেউ যেকোন সময় যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক ও মিয়ামি শহর নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। ইউনিভার্সিটি লন্ডন কলেজের দুর্যোগবিষয়ক বিশেষজ্ঞ ড. সিমন ডে এই দাবী করে বলেছেন, ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে কামব্রি ভিয়েজা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণে ভূমিধসের সম্ভাবনা রয়েছে। আর এই ভূমিধসের কারণে আটলান্টিক জুড়ে সুনামির আশঙ্কা রয়েছে। এই বিশেষজ্ঞ বলেন, এই মহাপ্রলয় ১০ ফুট (৩ মিটার) উঁচু ঢেউ সৃষ্টি করে ব্রিটেনের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে আঘাত হানতে পারে। যদি মরক্কোর পশ্চিম উপকূল থেকে মাত্র ৬০ মাইল দূরে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত স্পেনের কাছে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে একটি ভূমিধস হয় তাহ'লে এই সুনামি আঘাত হানবে।

নিউইয়র্ক, বোস্টন ও মিয়ামি এবং সেই সঙ্গে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে ধ্বংসলীলা চালাতে পারে এই ভয়াবহ সুনামি। এছাড়া মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতেও আঘাত হানতে পারে বলে এই বিজ্ঞানী সতর্ক করে দিয়েছেন। সিমন ডে বলেন, কামব্রি ভিয়েজা আগ্নেয়গিরি সমুদ্রে এক খণ্ড জমির মতো, যা স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল আইল অব ম্যানের আয়তনের সমান। এর কারণে একটি উঁচু পানির দেয়াল সৃষ্টি হবে, যেমনটি জনপ্রিয় চলচ্চিত্র 'দ্য ডে আফটার টুমোরো'তে দেখানো হয়েছে। সিমন বলেছেন, একটি ঢেউ বক্ররেখায় ব্রিটেনের দিকে যেতে পারে। কিন্তু এটি আমেরিকার ওপর বড় ধরনের আঘাত হানবে। ড. সিমন ১৫ বছর গবেষণা শেষে এই তথ্য জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি সবাইকে প্রস্তুত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। তবে তিনি স্বীকার করেছেন, অনেকেই তার এই গবেষণার তথ্যকে ইতিবাচকভাবে নেয়নি। তার এই গবেষণা তথ্যের ব্যাপারে অনেকে দ্বিমত পোষণ করলেও মার্কিন কর্তৃপক্ষ এটাকে বেশ আমলে নিয়েছে। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা এবং জাতীয় সমুদ্র ও বায়ুমণ্ডল বিষয়ক প্রশাসন (এনওএএ) উপকূলে বসবাসরত অধিবাসীদের এই ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিতে বলেছে।

১৮ বছর পর পেট থেকে অপারেশনের কাঁচি উদ্ধার!

অপারেশনের সময় পেটের ভেতরে ছুরি-কাঁচি ইত্যাদি রেখে দিয়ে সেলাই করে পরে ভুল বুঝে আবার তা বের করার ঘটনা শোনা যায়। কিন্তু পেটের ভেতরে রেখে দেওয়া এক জোড়া কাঁচি ১৮ বছর পর বের করার ঘটনা বিরল বৈকি! ভিয়েতনামে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ৫৪ বছর বয়সী মা ভান নাতের শরীরে আলট্রাসাউন্ড স্ক্যান করলে ডাক্তাররা তার মলাশয়ের কাছে ঝকঝকে ৬ ইঞ্চি সাইজের দু'টি ছুরি দেখতে পান। যার হাতলে সামান্য মরচে পড়ে গেছে। পরে গবেষণায় বুঝা গেল ১৯৯৮ সালে অপারেশনের সময় তা ভুলবশতঃ রেখে দেওয়া হয়েছিল। মাঝে মাঝে শুধু একটু পেটে ব্যথা ছাড়া এতদিন কিছুই বুঝতে পারেননি তিনি। রাজধানী হ্যানয় থেকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা এসে তিন ঘন্টার অপারেশনে বের করে আনার পর এখন পূর্ণ সুস্থ তিনি।

Contents

মুসলিম জাহান

সাদ্দাম হোসাইনই ছিলেন ইরাকের উপযুক্ত শাসক

সাবেক সিআইএ কর্মকর্তা জন নিক্সন বলেছেন, সাদ্দাম হোসাইনই ছিলেন ইরাকের উপযুক্ত শাসক। তাকেই ইরাক শাসন করতে দেয়া উচিত ছিল। এ মাসে প্রকাশিতব্য তার 'ডিব্রিফিং দ্য প্রেসিডেন্ট : দ্য ইন্টারোগেশন অফ সাদ্দাম হোসাইন'-বইয়ে তিনি সাদ্দাম হোসেনের সাথে তার জিজ্ঞাসাবাদ ও বিভিন্ন আলোচনার বিবরণ দিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, প্রথমেই সাদ্দাম হোসাইন তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ইরাক দখল খুব সহজ ব্যাপার হবে না। তিনি আমাকে বলেন, আপনারা ব্যর্থ হ'তে যাচ্ছেন। আপনারা দেখতে পাবেন যে ইরাক শাসন করা এত সহজ নয়।

নিক্সনের মতে, ইরাকের মত বহু জাতিগোষ্ঠী ভিত্তিক দেশ পরিচালনার জন্য তার মত একজন শক্ত মানবের প্রয়োজন ছিল। সাদ্দাম থাকলে আইএস ইরাকে মাথাচাড়া দিতে পারত না।

তিনি লিখেছেন, 'সাদ্দাম হোসাইনের শাসনামলের বহু ত্রুটির মধ্যে ছিল তার নেতৃত্ব পদ্ধতি ও বর্বরতা। তিনি যখন তার ক্ষমতার ভিত্তির প্রতি হুমকি দেখতেন তখন নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করতেন। সে কারণেই ইসলামিক স্টেট (আইএস) বাগদাদের নিপীড়ক শী'আ সরকারের অধীনে যে সাফল্য লাভ করতে পেরেছে, সাদ্দামের শাসনকালে তা ছিল অসম্ভব। নিক্সন লিখেছেন, সাদ্দামকে আমি যদিও একেবারেই অপসন্দ করি, কিন্তু দীর্ঘদিন ইরাককে ঐক্যবদ্ধ রেখে শাসন করার যোগ্যতার জন্য আমি তাকে সম্মান করি।

আইএস 'মিথ্যাবাদী'

-আল-কায়েদা প্রধান

আল-কায়েদাকে নিয়ে ইসলামিক স্টেট (আইএস)-এর সমালোচনাকে অসৎ প্রচারণা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন আল-কায়েদা প্রধান আয়মান আল-জাওয়াহিরি। গত ৫ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার এক অডিও বার্তায় আইএসকে মিথ্যাবাদী হিসাবেও উল্লেখ করেন তিনি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম 'দ্যা গার্ডিয়ান' এ খবর জানিয়েছে। ৬৫ বছরের জাওয়াহিরি অডিও বার্তায় জানান, আইএস প্রধান আবুবকর আল-বাগদাদী তাদের বিরুদ্ধে শী'আ মুসলিমদের ওপর হামলার বিরোধিতা এবং খ্রিস্টান নেতাদের সঙ্গে কাজ করার অভিযোগ এনেছেন। তিনি বলেন, এই মিথ্যাবাদীরা (আইএস) নিজেদের মিথ্যাবাদিতার পক্ষে সাফাই গেয়ে যাচ্ছে।... জাওয়াহিরি দাবী করেন, তিনি কখনও বলেননি যে, ভবিষ্যতে ইসলামী খেলাফতে খ্রিস্টান ধর্মালম্বীরা তাদের অংশীদার হবে। তিনি শুধু বলেছেন, খ্রিস্টানরা বসবাস করতে পারবে এবং আমাদের জমি, কৃষি, বাণিজ্য ও অর্থ ইত্যাদিতে অংশীদার হ'তে পারবে। যা আমাদের শরী'আ আইন সমর্থন করে। জাওয়াহিরি আরও জানান, তিনি কখনও বলেননি যে, শী'আ সম্প্রদায়কে হামলার লক্ষ্যবস্তু করা হবে না। তিনি শী'আ নেতৃত্বাধীন ইরাকী বাহিনীর ওপর হামলা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ জনগণের ওপর হামলা তাদের লক্ষ্য নয়। তিনি বলেন, আমি তাদের বার বার বলেছি, মার্কেট, মাযার ও মসজিদে হামলা না করে সেনাবাহিনী, নিরাপত্তারক্ষী, পুলিশ ও শী'আ মিলিশিয়াদের ওপর হামলা চালানোর জন্য। উল্লেখ্য যে, আইএসের উত্থানকাল থেকেই আল-কায়েদার পক্ষ থেকে তাদের বিরোধিতা করা হয়েছে। আইএসও আল-কায়েদাকে স্বীকৃতি দেয় না।

[১৯৭৯-১৯৮৯-এর দশ বছরে আফগানিস্তান থেকে রাশিয়াকে হটানোর জন্য আমেরিকা সেখানে 'তালেবান' সৃষ্টি করে। যা পরে আল-কায়েদা নাম ধারণ করে। রাশিয়াকে হটানোর পর আমেরিকা তালেবান উৎখাতে লেগে যায় এবং তাদেরকে সন্ত্রাসী সংগঠন বলে অভিহিত করে। এরপর তারা মধ্যপ্রাচ্যে আইএস সৃষ্টি করে। এভাবে তাদের সৃষ্ট দুই প্রধান জঙ্গী গোষ্ঠীর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী তারা ইসলামকে জঙ্গী ধর্ম ও মুসলমানকে জঙ্গী বলে চিহ্নিত করছে। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে পদক্ষেপ নিতে হবে (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কম্পনের চিকিৎসায় মস্তিষ্কে শব্দতরঙ্গ!

হাত স্থির করে ধরে রাখতে বললে পারেন না। স্পষ্ট দেখা যায় হাত কাঁপছে। কারও কারও মাথা, মুখ কিংবা পা-ও কাঁপতে দেখা যায়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হাতেই সমস্যাটা দেখা যায়। সাধারণত ৪০ বছরের বেশী বয়সে প্রতি ২৫ জনে একজন এ সমস্যায় আক্রান্ত হন। চিকিৎসকরা একে বলেন, ট্রেমর। ট্রেমরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হ'তে হয়। এত দিন ওষুধ প্রয়োগ, নয়তো মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারই ছিল এর সমাধান। তবে লন্ডনের সেন্ট মেরি'স হাসপাতালের একদল চিকিৎসক দাবী করছেন, মস্তিষ্কের একদম গভীরে শব্দতরঙ্গ পাঠিয়ে ট্রেমর রোগীকে সারিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন তারা। ইংল্যান্ডের কর্নওয়ারের সেলউইন লুকাস (৫২) নামের ঐ ব্যক্তি চিকিৎসার পর বলেছেন, এখন তিনি স্থিরভাবে তার ডান হাত ধরে রাখতে পারেন।

কোন রকম শল্যচিকিৎসা ছাড়াই ঐ চিকিৎসক দল ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং (এমআরই) নিয়ন্ত্রিত উচ্চ-তরঙ্গের শব্দ বা আলট্রাসাউন্ড পাঠিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তির মস্তিষ্কে থাকা ট্রেমরের জন্য দায়ী টিস্যু ধ্বংস করেছেন। এই টিস্যু মাংসপেশিতে বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠাতে মস্তিষ্ককে উদ্দীপিত করে।

তাদের মতে, এর মাধ্যমে শুধু ট্রেমরই না, পারকিনসনস রোগের মতো অনিচ্ছাকৃত কম্পনজনিত অন্যান্য সমস্যায়ও ফলপ্রসূ হ'তে পারে। তাদের মতে, নতুন এ পদ্ধতি চিকিৎসায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। কারণ এরূপ সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে শল্যচিকিৎসা ছাড়াই রোগীকে সারিয়ে তোলা যাবে।

পরিত্যক্ত প্লাস্টিক ব্যাগ থেকে জ্বালানি তেল উৎপাদন কৌশল আবিষ্কার

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মাহমূদুর রহমান পরিত্যক্ত পলিথিন ব্যাগ থেকে জ্বালানি ও প্রেট্রোল তেল উৎপাদনের কৌশল আবিষ্কার করেছেন। এই প্রক্রিয়ায় ১ কেজি প্লাস্টিক থেকে ০.৫ লিটার তেল উৎপাদন সম্ভব। এই তেল সম্পূর্ণ সালফারমুক্ত। এই প্রক্রিয়ায় ১৭% গ্যাস, ৪৩% পেট্রোল, ২৩% কেরোসিন, ১৪% ডিজেল এবং ৩% কার্বন রেসিডিউ তৈরী হয়। এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত লাভজনক হবে বলে মনে করছেন এই আবিষ্কারক। কারণ এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত ক্যাটালিস্টটি তৈরির কাঁচামাল সস্তা ও সহজলভ্য। এ প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত তেল প্রতি লিটার ৩০/- টাকা হারে বাজারজাত করা সম্ভব।

প্রাথমিক অবস্থায় স্বল্প পরিসরে একটি মেশিন থেকে প্রতি মাসে কমপক্ষে ৩০০ লিটার তেল উৎপাদন করা যাবে। বড় পরিসরে প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ লিটার তেল উৎপাদন করা যাবে। এর ফলে পরিত্যক্ত প্লাষ্টিক ব্যাগ থেকে জ্বালানি তেল উৎপাদনের মাধ্যমে প্লাষ্টিকের ক্ষতিকর প্রভাব এবং পরিবেশ দূষণ হ'তে সমগ্র দেশ রক্ষা পাবে। উক্ত তেলে সকল প্রকার যানবাহন, সেচ পাম্পসহ মেশিনে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। এই প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত গ্যাস থেকে বিদ্যুৎও উৎপাদন করা যাবে। এর ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি যুগান্তকারী বিপ্লব সূচিত হবে বলে বিশেষজ্ঞগণের অভিমত।

[আলহামদুলিল্লাহ! আমরা চাইব সরকার যেন এই গবেষণায় পূর্ণ সহযোগিতা দেয়। কোনরূপ দলীয় সংকীর্ণতায় পড়ে এই আবিষ্কারটিও অংকুরে বিনষ্ট না হয় (স.স.)]

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন ॥ নওগাঁ

কুরআন ও সুন্নাহ্র নিরপেক্ষ অনুসারী হৌন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

নওগাঁ ৩০শে অক্টোবর'১৬ রবিবার : অদ্য সকাল ৯-টা হ'তে মাগরিব পর্যন্ত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শহরের মুক্তি কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মাযহাবী গোঁড়ামী না ছাড়লে কুরআন-সুন্নাহ মেনে চলার দাবী অর্থহীন হবে। একইভাবে সঠিক আক্বীদা বুঝাতে না পারলে দেশকে জঙ্গীবাদ মুক্ত করা সম্ভব হবে না। এজন্য তিনি 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' পরিবেশিত বই-পুস্তক, পত্রিকা ও বক্তব্য সমূহের অডিও-ভিডিও নিয়মিত শোনার আহ্বান জানান। তিনি সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে 'আন্দোলন' ও যুবসংঘের জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টায় সবাইকে শরীক হওয়ার আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর ও যুব বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম. 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম, মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ঢাকার খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, নওগাঁ-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামীদ, নওগাঁ-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক আফযাল হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুর রহমান, জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহফূযুর রহমান, চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আবুল হোসাইন প্রমুখ। সম্মেলনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন ও সাধারাণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম।

সম্মেলনে পার্শ্ববর্তী বগুড়া, জয়পুরহাট ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ উত্তর ও দক্ষিণ যেলা হ'তে দায়িত্বশীলগণ যোগদান করেন। সম্মেলন শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত স্বীয় সফরসঙ্গী ও যেলা দায়িত্বশীলদের নিয়ে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব নযরুল ইসলামের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে শহরের খাস নওগাঁ এলাকায় তার বাসায় গমন করেন এবং সেখানে রাতের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। এ সময়ে তিনি পরিবারের মহিলা সদস্যাদের উদ্দেশ্যে পর্দার অন্তরাল থেকে গুরুত্বপূর্ণ নছীহত পেশ করেন ও তাদের লিখিত প্রশ্ন সমূহের জবাব দেন। অতঃপর রাত ৯-টায় তিনি রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে রাত ১১-টায় মারকাযে পৌঁছেন।

যেলা সম্মেলন ॥ ময়মনসিংহ

সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র ইবাদতে ব্রতী হৌন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ ২০শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ যেলার উদ্যোগে ফুলবাড়িয়া থানাধীন জোরবাড়িয়া কোনাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমরা অধিকাংশ মুসলমান জীবনের কিছু কিছু শাখায় আল্লাহ্র বিধান মেনে চলি। কিন্তু অধিকাংশ শাখায় মানি না। এমতাবস্থায় কিভাবে আমরা জান্নাত আশা করতে পারি? তিনি বলেন, সার্বিক জীবনে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সনিষ্ঠ অনুশীলন করাই হ'ল একজন প্রকৃত আহলেহাদীছের নিদর্শন। তিনি বলেন, ধানীখোলা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি এক সময় আহলেহাদীছ আন্দোলনের ঘাঁটি এলাকা ছিল। গাযী আশেকুল্লাহ ও তাঁর সাথীরা এ অঞ্চল আবাদ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে সাংগঠনিক প্রচেষ্টার অভাবে এলাকা পুনরায় সামাজিক কুসংস্কারে ছেয়ে গেছে। আহলেহাদীছ ভাইয়েরা আদর্শ ভুলে নানা মতাদর্শের অনুসারী হয়েছেন। আমরা সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ফেলে আসা সরল পথে পুনরায় জামা'আতবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি এবং নিরন্তর সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের গুরু দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।

জোরবাড়িয়া কোনাপাড়া দারুস সুন্নাহ রহমানিয়া মাদরাসার সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ মল্লিক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক এহসান এলাহী যহীর, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম, নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলাম, ময়মনসিংহ-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল কাদের, সেক্রেটারী আবুল কালাম আযাদ, ময়মনসিংহ-দক্ষিণ যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আলী ও উত্তর যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি যুলহাসুদ্দীন প্রমুখ। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র কেন্দ্রীয় সদস্য মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট)।

উল্লেখ্য যে, আগের দিন ১৯শে ডিসেম্বর'১৬ পূর্ব ঘোষিত জামালপুর-উত্তর যেলা সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ইসলামপুর উপযেলাধীন চিনাডুলী ফাযিল মাদরাসা ময়দানে সম্মেলন স্থলে পৌঁছে যাওয়ার পরেও পুলিশ প্রশাসনের বাধার মুখে আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীগণ রাত সাড়ে ১০-টার দিকে ময়মনসিংহ শহরে ফিরে আসতে বাধ্য হন। অতঃপর সেখানে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র প্রফেসর ড. এ.কিউ.এম. বযলুর রশীদের বাসায় রাত্রি যাপন করেন। যথারীতি লিখিত পূর্বানুমতি থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ করে প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা আরোপে সবাই বিস্মিত ও দুঃখিত হন। যার সাক্ষাৎ ফলাফল দেখা গেল মাত্র এক সপ্তাহ পরেই যেলা প্রশাসকের সাথে বেয়াদবী করার অপরাধে উক্ত এস.পি-র স্ট্যাণ্ড রিলিজ অর্ডারের মাধ্যমে। এভাবেই আল্লাহ অহংকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকেন।

উপযেলা সম্মেলন ॥ রূপসা

বক্র পথ ছেড়ে ছিরাতে মুস্তাক্বীমে ফিরে আসুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

রূপসা, খুলনা ২৯শে ডিসেম্বর'১৬ বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রূপসা উপযেলার উদ্যোগে

চাঁদপুর দাখিল মাদরাসা সংলগ্ন ফুটবল ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সকলের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আধুনিক যুগের বক্রপথ সমূহ সর্বদা মানুষকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে ফিরিয়ে জাতিকে ছিরাতে মুস্তাক্বীমে পরিচালনা করাই হ'ল আমাদের প্রধান দায়িত্ব। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষকে সেপথেই পরিচালিত করছে।

খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, বায়তুল মা'মূর জামে মসজিদ, নয়াবাজার, ঢাকার খতীব মাওলানা শামসুর রহমান আযাদী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আল-আমীন।

বিরামপুর, দিনাজপুর ৯ই জানুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ আছর চাঁদপুর আহলেহাদীছ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে চাঁদপুর দারুস সালাম হাফেযিয়া মাদরাসার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মুহাম্মাদ আমীরুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও বিশেষ অতিথি ছিলেন 'সোনামণি'-র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রবীণ লেখক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক রফীক আহমাদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, নওগাঁ-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক আফযাল হুসাইন, পীরগঞ্জ উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ও অত্র মসজিদের খতীব মুহাম্মাদ রাশেদুল ইসলাম প্রমুখ। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন হাকিমপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক।

নির্যাতিত রোহিঙ্গা ভাই-বোনদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

৯ই ডিসেম্বর'১৬ শুক্রবার জুম'আর খুৎবায় এবং ১৭ই ডিসেম্বর শনিবার রাজশাহী সাহেব বাজারে অনুষ্ঠিত 'মানব বন্ধনে' মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমার হ'তে বিতাড়িত নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলিম ভাই-বোনদের মাঝে যরূরী ত্রাণ সাহায্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। তাতে সর্বত্র ব্যাপক সাড়া পড়ে এবং কেন্দ্রীয় ত্রাণ তহবিলে নগদ অর্থ জমা হ'তে থাকে। *আলহামদুলিল্লাহ* পূর্ণ আমানতদারীর সাথে সেগুলি নিয়মিতভাবে সংগঠনের কর্মীদের মাধ্যমে ২০শে ডিসেম্বর থেকে যথাস্থানে যথাযথভাবে বিতরণ করা হচ্ছে। যা অব্যাহত রয়েছে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

আলোচনা সভা

জিরানী, সাভার, ঢাকা ৩০শে ডিসেম্বর'১৬ শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর জিরানী বাজার পুকুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সেক্রেটারী আলহাজ্জ মুহাম্মাদ ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার ও অর্থ-সম্পাদক কাযী মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম, সাবেক সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ ও প্রচার সম্পাদক আব্দুর রাযযাক প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল জাব্বার।

প্রশিক্ষণ

বাঘা, রাজশাহী ১০শে জানুয়ারী'১৭ মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টা হ'তে দিন ব্যাপী 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পুঠিয়া, চারঘাট ও বাঘা তিন উপযেলার যৌথ উদ্যোগে বাঘা উপযেলার হাবাসপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বাঘা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আবুল হোসাইন ছিদ্দীকির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. ইদরীস আলী, পুঠিয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইলিয়াস কুতুব, বাঘা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম, মণিগ্রাম এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুর রাকীব, রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুর রহীম ও সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহিল কাফী প্রমুখ। প্রশিক্ষণে সঞ্চালক ছিলেন বাঘা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম। প্রশিক্ষণের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন বাঘা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন।

সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণে মূর্তি স্থাপন থেকে বিরত হৌন!

-সরকারের প্রতি আমীরে জামা'আত

সম্প্রতি ঢাকার সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণে প্রাচীন গ্রীক দেবী থমাসের পূর্ণদেহী মূর্তি স্থাপনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, মূর্তি ভাঙ্গা জাতি মুসলমানের দেশে সর্বোচ্চ আদালত প্রাঙ্গণে দেবী মূর্তি স্থাপন তাওহীদের বিরুদ্ধে শিরকের যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। অতএব এ উদ্যোগ অবশ্যই বাতিল করতে হবে। নইলে আল্লাহ্র গযবে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আদালত আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী দেশে ন্যায় বিচার কায়েম করুক এটাই সকলের কাম্য। মূর্তি স্থাপন নয়। অতএব এ থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

যুবসংঘ

প্রশিক্ষণ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৪ই ডিসেম্বর'১৬ মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ৯-টায় মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদের দ্বিতীয় তলায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী কলেজ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী কলেজ 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রাকীবুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, দফতর সম্পাদক মিনারুল ইসলাম, রাজশাহী কলেজের সাবেক সভাপতি ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম, রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল প্রমুখ।

আদিতমারী, লালমণিরহাট ৬ই জানুয়ারী'১৭, শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় মহিষখোচা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লালমণিরহাট যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল কাইয়ূমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুন্তাযির রহমান। দিনব্যাপী উক্ত প্রশিক্ষণে যেলার বিভিন্ন শাখা, এলাকা, উপযেলা ও যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

রংপুর, ৭ই জানুয়ারী, শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় রংপুর শহরের মুসলিমপাড়াস্থ শেখ জামালুদ্দীন জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রংপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি শিহাবুদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি প্রফেসর মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন। অনুষ্ঠানে যেলা, উপযেলা, এলাকা ও শাখার দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন।

পঞ্চগড়, ৮ই জানুয়ারী, রবিবার : অদ্য বাদ যোহর ফুলতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ শামীম প্রধানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আমীনুর রহমান।

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ১০ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর গোবিন্দগঞ্জ টি.এন্ড.টি. সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা যেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১১ ও ১২ই জানুয়ারী বুধ ও বৃহস্পতিবার : অদ্য ১১ই জানুয়ারী বিকাল ৪-টায় মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদের দ্বিতীয় তলায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

ইসলামী সম্মেলন

চিরিরবন্দর, দিনাজপুর ৮ই জানুয়ারী'১৭ রবিবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চিরিরবন্দর উপযেলা ও খামার সাতনালা আহলেহাদীছ লাইব্রেরীর উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চিরিরবন্দর উপযেলার সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রায্যাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন নওগাঁ-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক আফযাল হুসাইন, অত্র উপযেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি ফাহীম হাসান ও জনাব আযীযুল ইসলাম প্রমুখ। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন দিনাজপুর পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছাদিকুল ইসলাম।

সুধী সমাবেশ

আন্ধারমুহা, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর ৮ই জানুয়ারী'১৭ রবিবার : অদ্য বাদ আছর আন্ধারমুহা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চিরিরবন্দর উপযেলা পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চিরিরবন্দর উপযেলার সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রায্যাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও নওগাঁ-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক আফযাল হুসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি তোফায্যল হুসাইন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুমিনুল ইসলাম ও অর্থ সম্পাদক আকবর হুসাইন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাজ্জাদ হুসাইন। অনুষ্ঠানে ফাহীম হাসানকে সভাপতি ও সাজ্জাদ হুসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

Contents

মহিলা সমাবেশ

২৯শে নভেম্বর'১৬ মঙ্গলবার, জয়পুরহাট : অদ্য কালাই উপযেলা 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'-র উদ্যোগে কালাই কাযীপাড়া গ্রামে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভানেত্রী খাদীজা-র নেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে হাযারের অধিক মহিলা অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মাহফূযুর রহমান এবং 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম বক্তব্য রাখেন। 'মহিলা সংস্থা'-র যেলা কর্মপরিষদ সদস্যা সালমা খাতুন ও অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ মূলক বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যে ইসলামী পরিবার গঠনে মহিলাদের ভূমিকা, সমাজ থেকে বেহায়াপনা, ইভটিজিং, জঙ্গীবাদী তৎপরতা উৎখাতে মহিলাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি বর্তমানে মিয়ানমারে মুসলিম নারী ও শিশুদের উপরে নৃশংস নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করা হয়। সাথে সাথে দেশের নারী প্রধানমন্ত্রীকে সর্বাগ্রে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

জামনগর ঘোষপাড়া, বাগাতিপাড়া, নাটোর ২৩শে ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব জামনগর ঘোষপাড়ায় মুহাম্মাদ ছায়েমুদ্দীনের বাড়ীতে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'সোনামণি' সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মা'রূফ হোসাইন।

মারকায সংবাদ

(১) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী :

জুনিয়র দাখিল পরীক্ষা (জেডিসি) : ২০১৬ সালের জুনিয়র দাখিল পরীক্ষায় বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর বালক ও বালিকা শাখা মিলে ৮৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবারও শতভাগ পাস করেছে। তন্মধ্যে বালক শাখার ৫২ জনের মধ্যে ২৩ জন জিপি ৫ (A+) ও ২৯ জন জিপিএ ৪ (A) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। বালিকা শাখা থেকে ৩২ জনের মধ্যে ১১ জন জিপিএ ৫ (A+) ও ২১ জন জিপিএ ৪ (A) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য যে, তাদের মধ্যে ২ ছাত্র গোল্ডেন জিপিএ ৫ পেয়েছে। তারা হ'ল খালিদ (যশোর) ও মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক (কুষ্টিয়া)।

ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষা : ২০১৬ সালের ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর বালক ও বালিকা শাখা মিলে ৯৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবারও শতভাগ পাস করেছে। তন্মধ্যে বালক শাখার ৫৩ জনের মধ্যে ১১ জন জিপিএ ৫ (A+), ৩৩ জন জিপিএ ৪ (A) ও ৭ জন জিপিএ ৩.৫০ (A-) এবং বাকী ২ জনের ১জন B ও ১ জন C গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

অত্র মারকাযের বালিকা শাখা থেকে ৪২ জনের মধ্যে ৬ জন জিপিএ ৫ (A+), ৩০ জন জিপিএ ৪ (A) ও ৫ জন জিপিএ ৩.৫০ (A-) এবং ১ জন জিপিএ ৩.০০ (B) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

(২) দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা : অত্র মাদরাসা থেকে ২০১৬ সালের জুনিয়র দাখিল পরীক্ষায় ১৮ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে এবারও শতভাগ পাস করেছে। তাদের মধ্যে ১০ জন জিপিএ ৪ (A), ৩ জন জিপিএ ৩.৫০ (A-), ৩ জন জিপিএ ৩.০০ (B) এবং ২জন জন জিপিএ ২.৫০ (C) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাদের মধ্যে অহীদুল ইসলাম গোল্ডেন জিপিএ ৫ পেয়েছে।

একই বছরের ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় ২৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৬ জন জিপিএ ৫ (A+), ১৪জন জিপিএ ৪ (A) এবং ৪ জন জিপিএ ৩.৫০ (A-) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। পাশের হার শতভাগ।

(৩) মাদরাসাতুল হাদীছ আস-সালাফিইয়াহ, সাবগ্রাম, বগুড়া :

অত্র মাদরাসা থেকে ২০১৬ সালের জুনিয়র দাখিল পরীক্ষায় ৬ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ৬ জনই জিপিএ ৪ (A) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

একই বছরের ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় ২৪জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ২২ জন জিপিএ-৫ (A+) এবং ২ জন জিপিএ-৪ (A) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

(৪) সাহারবাটি সিএমএস দাখিল মাদরাসা, মেহেরপুর :

অত্র মাদরাসা থেকে ২০১৬ সালের জুনিয়র দাখিল পরীক্ষায় ১৬ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ১ জন জিপিএ-৫ (A+), ৮জন জিপিএ ৪ (A), ৩ জন জিপিএ ৩.৫০ (A-), ৩ জন জিপিএ ৩.০০ (B) এবং ১জন জন জিপিএ ২.০০ (C) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

একই বছরের ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় ২৬জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ২ জন জিপিএ-৫ (A+), ৫জন জিপিএ ৪ (A), ৫ জন জিপিএ ৩.৫০ (A-), ৪ জন জিপিএ ৩.০০ (B), ৮জন জন জিপিএ ২.০০ (C) এবং ২জন জিপিএ ১.০০ (D) গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার সাবেক সভাপতি (২০০৭-২০০৯) মাওলানা মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম (৫৮) গত ২০শে ডিসেম্বর'১৬ মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪-টায় জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপযেলার বুড়াইল গ্রামের নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র, ২ কন্যা, আত্মীয়-স্বজন ও বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। পর দিন সকাল ১১-টায় বুড়াইল গ্রামের নিজ বাসভবন সংলগ্ন মাঠে তার জানাযা ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তার অছিয়ত অনুযায়ী জানাযা ছালাতে ইমামতি করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাওলানা খলীলুর রহমান। তার জানাযার ছালাতে যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তার জানাযায় শরীক হন। উল্লেখ্য যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সাংগঠনিক সফরে থাকায় তার পক্ষ থেকে জানাযা ছালাতে উপস্থিত মুছল্লীদের সালাম প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১৬১) : থুতনির নীচে দাড়ি রেখে গালের দু'পাশের দাড়ি কামানো যাবে কি?

-আবু যাহরাহ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : না। কারণ রাসূল (ছাঃ) দাড়ি ছাটতেন বা কাটতেন মর্মে কোন দলীল নেই। বরং উম্মতের উদ্দেশ্যে তিনি বলে গেছেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর। দাড়ি লম্বা কর, গোঁফ ছোট কর' *(বুখারী হা/৫৮৯২; মিশকাত হা/৪৪২১)*। তিনি দাড়ি ছাটতেন মর্মে তিরমিযীতে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে তা মাওযূ' বা জাল *(যঈফ তিরমিযী হা/২৭৬২; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮৮, ১/৪৫৬ পৃঃ)*। আলবানী (রহঃ) বলেন, 'জেনে রাখ হে পাঠক! দাড়ি ছাটার পক্ষে রাসূল (ছাঃ) থেকে একটি ছহীহ হাদীছও প্রমাণিত হয়নি। না তার কথা দ্বারা ... না তার কাজ দ্বারা' *(আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ ৫/৩৭৬ পৃঃ, হা/২৩৫৫)*।

উল্লেখ্য, অনুরূপভাবে হজ্জ বা ওমরা করার সময় ইবনু ওমর (রাঃ) এক মুষ্টির অধিক দাড়ি কেটে ফেলতেন মর্মে যে বর্ণনা এসেছে, সেটা তার ব্যক্তিগত আমল। হজ্জ ও ওমরাহ ব্যতীত অন্য সময়ে তিনি এরূপ করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং তা দলীল হিসাবে গ্রহণীয় নয় *(ফাৎহুল বারী ১০/৪২৮-২৯, হা/৫৮৯২-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। বরং গ্রহণযোগ্য হ'ল জনৈক ব্যক্তির প্রতি তাঁর স্পষ্ট নির্দেশনা- 'তোমাদের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অধিক অনুসরণযোগ্য না ওমরের সুন্নাত?' *(আহমাদ হা/৫৭০০; তিরমিযী হা/৮২৪, সনদ ছহীহ)*।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, দাড়ি বিষয়ে হাদীছে পাঁচ ধরনের শব্দ এসেছে, যার সবগুলি একই অর্থ বহন করে যে, দাড়িকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেয়া *(শরহ মুসলিম ৩/১৫১)*। উছায়মীন (রহঃ) বলেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতে চায়, তারা যেন অবশ্যই দাড়ির কোন অংশ না কাটে। কেননা শেষনবী (ছাঃ) এবং তার পূর্বের কোন নবী দাড়ি কাট-ছাঁট করতেন না *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৮২)*। শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, দাড়িকে তার নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/৯৬-৯৭)*। অতএব দাড়ির কোন অংশে কাট-ছাঁট করার কোন সুযোগ নেই।

প্রশ্ন (২/১৬২) : জনৈক ব্যক্তি বলেছেন যে, ওযূ করার সময় ডান হাত দিয়ে পা ধোয়া যাবে না। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-মকবূল রহমান, বংশাল, ঢাকা।

উত্তর : শারঈ ওযর ব্যতীত ডান হাত দিয়ে পা ধোয়া উচিত নয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর ডান হাত ছিল পবিত্রতা অর্জন ও খাওয়ার জন্য এবং বাম হাত ছিল শৌচকর্মও অন্যান্য অপসন্দনীয় কাজসমূহ করার জন্য' *(আবুদাঊদ হা/৩৩; মিশকাত হা/৩৪৮, সনদ ছহীহ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'তিনি ওযূর ক্ষেত্রে ডান হাত ব্যবহার করতেন' *(আহমাদ হা/২৬৩২৮)*। তবে 'তোমাদের কেউ ওযূ করার সময় ডান হাত দ্বারা দু'পায়ের নিম্নভাগ ধৌত করবে না' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(দায়লামী হা/১২২১; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৫২৫)*।

প্রশ্ন (৩/১৬৩) : মুওয়াযযিনের আযান ও ইক্বামতের জবাব দেওয়া ও পরবর্তী দো'আসমূহ পাঠ করার ফযীলত কি?

-শওকত ইসলাম, শেরপুর।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) আযান ও ইক্বামতের জবাব এবং আযান পরবর্তী দো'আ পাঠের অনেক ফযীলত বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি মুওয়ায্যিনের পিছে পিছে আযানের বাক্যগুলি অন্তর থেকে পাঠ করে..., সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(মুসলিম হা/৩৮৫; মিশকাত হা/৬৫৮, ৬৭৬)*। অন্যত্র তিনি এরশাদ করেন, 'যখন তোমরা আযান শুনবে, তখন মুওয়াযযিন যা বলে তদ্রূপ বল'। অতঃপর আমার উপর দরূদ পড়। কেননা যে আমার উপর একবার দরূদ পড়ে, আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। তারপর আমার জন্য আল্লাহ্র নিকট 'ওয়াসীলা' চাও...। যে ব্যক্তি আমার জন্য 'ওয়াসীলা' চাইবে তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে' *(মুসলিম হা/৩৮৪; মিশকাত হা/৬৫৭)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনে বলবে, *'আশহাদু আল লা ইলাহা... রাযীতু বিল্লাহি... ওয়াবিল ইসলামে দীনা'* তার সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে *(মুসলিম হা/৩৮৬; মিশকাত হা/৬৬১)*।

ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুওয়াযযিনরা তো আমাদের উপর ফযীলত প্রাপ্ত হচ্ছে। আমরা কিভাবে তাদের সমান ছওয়াব পাব? তিনি বলেন, মুওয়াযযিনরা যেরূপ বলে তুমিও তদ্রূপ বলবে। অতঃপর যখন আযান শেষ করবে! তখন আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করলে তুমিও তদ্রূপ ছওয়াব প্রাপ্ত হবে' *(আবুদাঊদ হা/৫২৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫৬)*। আর ইক্বামতের জবাব একইভাবে দিবে। কেবল *'ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালা-হ'* ব্যতীত। উল্লেখ্য যে, আযান ও ইক্বামত দু'টিকেই হাদীছে 'আযান' বলা হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬৬২)*।

প্রশ্ন (৪/১৬৪) : জানাযার ছালাত না পড়ে থাকলে কেবলমাত্র কবরে মাটি দেওয়ার জন্য ওযূ করা যরূরী কি?

-ইলিয়াস, বহরমপুর, ভারত।

উত্তর : না। কারণ কবরে মাটি দেওয়ার জন্য ওযূ শর্ত নয়।

প্রশ্ন (৫/১৬৫) : সুন্নাত বা ফরয ছালাতের পর একাকী হাত তুলে মুনাজাত করা যাবে কি?

-মানছূর রহমান, টঙ্গী, গাযীপুর।

উত্তর : যাবে। ছালাতের পরে বা যেকোন সময় যেকোন প্রয়োজনে একাকী হাত তুলে মুনাজাত করা যাবে। হাত তুলে দো'আ করলে আল্লাহ্ শূন্য হাত ফিরিয়ে দেন না' *(আবুদাঊদ হা/১৪৮৮; তিরমিযী হা/৩৫৫৬)*। তবে মুখে হাত মাসাহ করার হাদীছ যঈফ *(আবুদাঊদ; মিশকাত হা/২২৫৫)*।

প্রশ্ন (৬/১৬৬) : ওযূর জন্য ব্যবহৃত পানির কিছু অংশ ওযূ শেষে দাড়িতে থেকে যায়। উক্ত পানি কি অপবিত্র?

-সোহেল চৌধুরী, ওমান।

উত্তর : অপবিত্র নয়। কারণ ওযূতে ব্যবহৃত পানি অপবিত্র নয় *(বুখারী হা/১৮৭-৮৮)*। তাছাড়া অপবিত্র বস্তু মিশ্রিত না হ'লে কোন পানিই অপবিত্র হয় না *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/২৩৬)*।

প্রশ্ন (৭/১৬৭) : কারু উপকার করার কারণে 'জাযাকাল্লাহু খায়রান' বললে তার উত্তরে কি বলা উচিত?

-মিনহাজুদ্দীন, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

উত্তর : এর জওয়াবে একই উত্তর দেওয়া যায়। একদা উসাইদ বিন হুযায়ের (রাঃ) কোন এক প্রেক্ষিতে শুকরিয়া স্বরূপ রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, 'জাযাকাল্লাহু খায়রান' বা 'জাযাকাল্লাহু আত্বইয়াবাল জাযা'। উত্তরে তিনি বললেন, 'ফা জাযাকুমুল্লাহু খায়রান' *(হাকেম হা/৬৯৭৪; ইবনে হিব্বান হা/৭২৭৯; ছহীহাহ হা/৩০৯৬)*।

উল্লেখ্য যে, পরস্পরের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ 'জাযাকাল্লাহু খায়রান' বলার অভ্যাস খুবই গুরুত্ববহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কাউকে অনুগ্রহ করা হ'লে সে যদি অনুগ্রহকারীকে বলে, 'জাযাকাল্লাহু খায়রান' (আল্লাহ আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন) তবে সে উপযুক্ত ও পরিপূর্ণ প্রশংসা করল *(তিরমিযী হা/২০৩৫; মিশকাত হা/৩০২৪; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৬৮)*। ওমর (রাঃ) বলেন, 'জাযাকাল্লাহু খায়রান' বলাতে কি কল্যাণ রয়েছে লোকেরা তা যদি জানত, তাহ'লে পরস্পরকে বেশী বেশী বলত *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৭০৫০)*। এছাড়া কেউ 'বারাকাল্লাহু ফীকুম' বলে দো'আ করলে তার জওয়াবে অনুরূপ বলবে *(নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/১০১৩৫, সনদ জাইয়িদ)*।

প্রশ্ন (৮/১৬৮) : খুৎবা চলাকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় বাক্যালাপ করা যাবে কি?

-ইলিয়াস, রংপুর।

উত্তর : খুৎবা চলাকালীন সময়ে পারস্পরিক বাক্যালাপ শরী'আত সম্মত নয়। এমনকি রাসূল (ছাঃ) কাউকে 'চুপ কর' বলতেও নিষেধে করেছেন। যেমন তিনি বলেন, জুম'আর দিন ইমাম খুৎবারত অবস্থায় যদি তুমি তোমার পাশের মুছল্লীকে 'চুপ কর' বল, তাহ'লে তুমি অনর্থক কথা বললে' *(বুখারী হা/৯৩৪; মিশকাত হা/১৩৮৫)*। এছাড়া খুৎবা চলাকালীন সময়ে চুপ থাকার প্রভূত ফযীলত বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮১-৮২)*।

তবে যরূরী প্রয়োজনে ইমাম ও মুছল্লী পরস্পরে কথা বলতে পারেন। জনৈক ছাহাবী খুৎবা চলাকালীন সময়ে রাসূল (ছাঃ)-কে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করলে এবং পরে অতি বৃষ্টি বন্ধের আবেদন করলে তিনি খুৎবারত অবস্থায় হাত তুলে মুনাজাত করেছিলেন *(বুখারী হা/৯৩৩; মিশকাত হা/৫৯০২)*।

প্রশ্ন (৯/১৬৯) : ইবলীস কখনো আল্লাহর ইবাদত করেছিল কি? সে কি ফেরেশতাদের সর্দার ছিল?

-ওয়ালিউর রহমান, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

উত্তর : ইবলীস আল্লাহর ইবাদত করত। তবে সে ফেরেশতাদের সর্দার ছিল না। বরং আল্লাহ বলেন, সে জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর সে তার রবের আদেশের অবাধ্যতা করল' *(কাহফ ১৮/৫০)*। তবে ইবলীস তার ইবাদতে ফেরেশতাদের সদৃশ হয়েছিল। একারণে তাকে তাদের সাথে সম্বোধন করা হয়েছে *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা কাহফ ৫০ আয়াত)*। পরে অহংকার ও অবাধ্যতা করলে আল্লাহ তাকে বহিষ্কার করেন এবং অভিশপ্ত হিসাবে ঘোষণা করেন *(আ'রাফ ৭/১৮; হিজর ১৫/৩৪)*।

প্রশ্ন (১০/১৭০) : বসে ছালাত আদায় করলে রাফউল ইয়াদায়েন করতে হবে কি?

-দুররুল হুদা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : বসে ছালাত আদায় করলেও যথাস্থানে রাফউল ইয়াদায়েন করতে হবে। কারণ দৈহিক অক্ষমতার কারণে যতটুকু অনুসরণ করা সম্ভব হয় না, ততটুকুর ব্যাপারে শরী'আতে ছাড় রয়েছে, তার বেশী নয়। তবে কেউ কেউ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ 'তিনি ছালাতে বসা অবস্থায় কোন কিছুতেই রাফউল ইয়াদায়েন করেননি' *(আবুদাউদ হা/৭৪৪; তিরমিযী হা/৩৪২৩)* মর্মের হাদীছ থেকে এ ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করেছেন। অথচ এর অর্থ হ'ল, তিনি দুই সিজদার মাঝখানে বসা অবস্থায় রাফউল ইয়াদায়েন করেননি, যা অন্য হাদীছে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে *(মুসলিম হা/৩৯০; আবুদাউদ হা/৭২২; তামামুল মিন্নাহ ১/১৭২)*। অতএব ছালাতের সময় দাঁড়ানো অবস্থায় যা করতে হয়, বসা অবস্থায়ও তাই করতে হবে।

প্রশ্ন (১১/১৭১) : একটি ছাগল আমাদের জানা মতে কুকুরের দুধ খেয়ে বড় হয়েছে। এক্ষণে সেটি দিয়ে কুরবানী বা আক্বীক্বা করা যাবে কি?

-দীদার বখ্শ, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ছাগল যদি কুকুরে রূপান্তরিত না হয়, তবে তা দিয়ে কুরবানী করায় কোন বাধা নেই। কারণ খানাপিনায় হালাল-হারামের বিধান পশু-পাখির জন্য প্রযোজ্য নয়।

প্রশ্ন (১২/১৭২) : ছালাতের দুই সালামের মাঝে কোন দো'আ পাঠ করতে হয় কি?

-শরীফ আলম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : উক্ত স্থানে পঠিতব্য কোন দো'আ হাদীছে পাওয়া যায় না। সুতরাং কিছু পাঠ করা যাবে না।

প্রশ্ন (১৩/১৭৩) : ফরয ছালাতে ইমাম দুই দিকে সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদীগণ সালাম ফিরাবেন? নাকি ইমাম এক সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদীগণ সালাম ফিরাবেন?

-আব্দুর রহমান, বংশাল, ঢাকা।

উত্তর : ইমাম ডানে সালাম ফিরানোর পর মুছল্লী ডানে এবং বামে সালাম ফিরানোর পর বামে সালাম ফিরাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ইমাম নিযুক্ত করা হয় তাকে অনুসরণের জন্য' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*। তিনি বলেন, হে লোকসকল! আমি তোমাদের ইমাম। সুতরাং তোমরা রুকূ, সিজদা, ক্বিয়াম ও সালাম কোন কিছুই আমার পূর্বে করবে না' *(মুসলিম হা/৪২৬; মিশকাত হা/১১৩৭)*। বারা বিন আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিজদায় গিয়ে মাটিতে চেহারা না

রাখা পর্যন্ত আমাদের কেউ দাঁড়ানো অবস্থা থেকে পিঠ ঝুঁকাতো না *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১১৩৬)*। তিনি বলেন, 'মুক্তাদী যদি ইমামের আগে মাথা উঠায়, তবে (ক্বিয়ামতের দিন) তার মাথা হবে গাধার মাথা' (অর্থাৎ তার ছালাত কবুল হবে না) *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১১৪১, ১১৩৮)*। অতএব ছালাতের প্রত্যেকটি কাজ শুরু করতে হবে ইমাম শুরু করার পর।

প্রশ্ন (১৪/১৭৪) : আমি বিপুল পরিমাণ টাকা ঋণ করে বিদেশে এসেছি। এক্ষণে আমার ইনকাম থেকে বেশী বেশী দান করব না ঋণ পরিশোধে টাকা ব্যয় করব?

-মনীরুল ইসলাম, পেনাং, মালয়েশিয়া।

উত্তর : ঋণ পরিশোধকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ধনী ব্যক্তির (ঋণ আদায়ে) গড়িমসি করা যুলুম' *(বুখারী হা/২৪০০; মুসলিম হা/১৫৬৪; মিশকাত হা/২৯০৭)*। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ছাদাক্বাহ করতে চায়; অথচ সে নিজেই দরিদ্র বা তার পরিবার-পরিজন অভাবগ্রস্ত অথবা সে ঋণগ্রস্ত, এ অবস্থায় তার জন্য ছাদাক্বাহ করা, গোলাম আযাদ করা ও দান করার চেয়ে ঋণ পরিশোধ করা অধিক কর্তব্য *(বুখারী ৫/৩৯২, ২/১১২)*। 'আইনী বলেন, ব্যক্তি ঋণী হ'লে তার উপর ঋণ পরিশোধ করা আবশ্যক। কারণ ছাদাক্বাহ অপেক্ষা ঋণ অগ্রগামী' *(উমদাতুল কারী ১৩/৩২৭)*। তবে ছাদাক্বাহ থেকে বিরত থাকা যাবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ছাদাক্বা সম্পদের কিছুমাত্র হ্রাস করে না' *(মুসলিম হা/২৫৮৮, মিশকাত হা/১৮৮৯)*।

প্রশ্ন (১৫/১৭৫) : সংসারবিমুখ নববধূ রাজধানীতে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী চাকুরীতে ব্যস্ত থাকে এবং স্বামী দেশের বাড়িতে রান্না-বান্না সহ যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেয়। এক্ষণে স্বামীর জন্য করণীয় কি?

-আব্দুল্লাহ, লালমণিরহাট।

উত্তর : নারীর মৌলিক দায়িত্ব স্বামীর ঘর সামলানো এবং সন্তান প্রতিপালন। আর পুরুষের দায়িত্ব পরিবারের ভরণ-পোষণ। (ক্বিয়ামতের দিন) স্বামী পরিবার সম্পর্কে তার দায়িত্বের ব্যাপারে এবং স্ত্রী তার স্বামীর সংসার ও সন্তান-সন্ততি সম্পর্কিত দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নারী হ'ল গোপন বস্তু। যখন সে বের হয়, শয়তান তার পিছু নেয়' *(তিরমিযী হা/১১৭৩; মিশকাত হা/৩১০৯)*। তাই নিরূপায় না হ'লে গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করাই মহিলাদের কর্তব্য *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। স্বামীর অনুমতিক্রমে স্ত্রী পর্দা সহ শরী'আতের বিধানসমূহ মেনে যদি চাকুরীরত থাকেন এবং যদি চাকুরীস্থলে ধর্মীয় পরিবেশ বজায় থাকে, তবে চাকুরী করতে পারেন। এক্ষণে প্রশ্নের আলোকে উভয়ের জন্য পরামর্শ হ'ল, শরী'আতের বিধান মেনে দাম্পত্য জীবন যাপন করুন।

প্রশ্ন (১৬/১৭৬) : দাঁত পরিষ্কারের ক্ষেত্রে প্রচলিত পেস্ট-ব্রাশ ব্যবহার করে মিসওয়াক করার নেকী পাওয়া যাবে কি?

-মুত্ত্বালিব, রিয়ায, সঊদী আরব।

উত্তর : যাবে। কারণ মিসওয়াক করার উদ্দেশ্য হ'ল মুখ পরিষ্কার রাখা। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মিসওয়াক হচ্ছে মুখ পরিষ্কারকারী এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উপায়' *(আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৮১, হাদীছ ছহীহ)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) মিসওয়াকের জন্য কোন কিছু নির্দিষ্ট না করে একাধিক গাছের ডাল দ্বারা মিসওয়াক করেছেন *(বুখারী হা/২২৮; আহমাদ হা/৩৯৯১)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মিসওয়াকের বিধান দেওয়া হয়েছে মুখকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য *(শরহ উমদাতুল ফিক্বহ ১/২১৮)*। অতএব কোন ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকলে পেস্ট-ব্রাশ ব্যবহারে কোন বাধা নেই। উছায়মীন বলেন, ব্রাশ-পেস্ট ব্যবহার করায় সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। কারণ এর ছওয়াব বস্তুর কারণে নয়, বরং কাজ ও তার ফলাফলের উপর। আর শুধুমাত্র মিসওয়াক ব্যবহারের চেয়ে ব্রাশ-পেস্ট ব্যবহারে অনেক বেশী ফলাফল অর্জিত হয় *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব, ৭/২)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭৭) : 'ঈমান ছুরাইয়া নক্ষত্রের নিকটে থাকলেও আমার উম্মতের কিছু লোক বা তাদের এক ব্যক্তি তা অবশ্যই পেয়ে যাবে'। এ হাদীছ দ্বারা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-কে বুঝানো হয়েছে কি?

-মীম, দক্ষিণ মুগদা, ঢাকা।

উত্তর : না। বরং এর দ্বারা সালমান ফারেসী ও তাঁর জাতিকে বুঝানো হয়েছে। হাদীছটির অনুবাদ হ'ল, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে বসেছিলাম। এসময় তার উপর সূরা জুম'আ অবতীর্ণ হ'ল, যার একটি আয়াত হ'ল- 'এবং তাদের অন্যান্যের জন্যও যারা এখনও তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি' *(৬২/৩)*। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা কারা? তিনবার জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আমাদের মাঝে সালমান ফারেসী উপস্থিত ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) সালমানের উপর হাত রেখে বললেন, ঈমান ছুরাইয়া নক্ষত্ররাজির নিকট থাকলেও কিছু লোক বা তাদের এক ব্যক্তি তা অবশ্যই পেয়ে যাবে' *(বুখারী হা/৪৮৯৭)*। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, যদি দ্বীন ছুরাইয়া নক্ষত্র রাজির কাছেও থাকত, তবুও পারস্যের একজন ব্যক্তি তা নিয়ে আসত বা পারস্যের সন্তানদের কেউ তা পেয়ে যেত' *(মুসলিম হা/২৫৪৬)*। ছহীহ ইবনে হিব্বানের বর্ণনায় আরো স্পষ্টভাবে এসেছে যে, রাসূল (ছাঃ) এসময় সালমানের উরুতে হাত মেরে বললেন, এই ব্যক্তি ও তার জাতি *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭১২৩)*।

হাদীছটির ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, অত্র হাদীছ দলীল হ'ল এ বিষয়ে যে, রাসূল (ছাঃ) আরব-আজমের সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন'। ত্বীবী বলেন, জাতি উল্লেখ করে সালমান ফারেসী (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। অথবা এর দ্বারা আরবের বিপরীতে অনারবদের বুঝানো হয়েছে *(মিরক্বাত হা/৬২১২-এর ব্যাখ্যা)*। যেমন বুখারী, মুসলিম সহ কুতুবে সিত্তাহর মুহাদ্দিছগণ সকলেই অনারব ছিলেন।

তবে রাদ্দুল মুহতারে ইমাম সুয়ূতী (রহঃ)-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে এ মর্মে যে তিনি বলেন, এ হাদীছ দ্বারা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর ব্যাপারে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে *(রাদ্দুল মুহতার ১/৫৩; বঙ্গানুবাদ তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন ১২৬৩ পৃ., মুহাম্মাদ ৩৮ আয়াতের ব্যাখ্যা)*। এর কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্ন (১৮/১৭৮) : ছালাতের কাতারসমূহের মাঝে কতটুকু ফাঁক রাখা শরী'আতসম্মত?

-আব্দুল লতীফ, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : দুই কাতারের মাঝে এমন ফাঁক রাখতে হবে, যাতে সহজে সিজদা করা যায়। তবে এমন ফাঁক রাখা যাবে না, যার মাঝে আরেকটি কাতার করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ছালাতের কাতারে পরস্পরে মিলে দাঁড়াবে এবং কাতার পরস্পর কাছাকাছি রাখবে। আর তোমাদের কাঁধসমূহ সোজা রাখবে। সেই আল্লাহ্র শপথ, যার হাতে আমার জীবন, নিশ্চয়ই আমি শয়তানকে দেখি কাল ছাগলের বাচ্চার ন্যায় কাতারসমূহের ফাঁকে প্রবেশ করে' *(আবুদাঊদ হা/৬৬৭; মিশকাত হা/১০৯৩)*। ছাহেবে মির'আত বলেন, 'ক্বারিবূ বায়নাহা' অর্থ কাতারসমূহ পরস্পরে এমন নিকটবর্তী রাখতে হবে, যাতে দুই কাতারের মাঝে আরেকটি কাতার করার সুযোগ না থাকে *(মির'আত হা/১০৯৯-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (১৯/১৭৯) : কোন কবরস্থান নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি, বংশ বা গ্রামবাসীর জন্য নির্ধারণ করা যাবে কি?

-আম্মার, নাটোর।

উত্তর : এরূপ করা জায়েয। ইমাম আহমাদ বলেন, ব্যক্তির নিজের জন্য কবরের মাটি কিনে রাখাতে এবং তাতে দাফনের অছিয়ত করায় বাধা নেই *(আল-মুগনী ৩/৪৪৩)*। তবে সাধারণ কবরস্থানে দাফন করা এবং তা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখাই উত্তম। ব্যক্তিগত স্থানে কবরস্থান করা কয়েকটি কারণে অপসন্দনীয়- (১) এতে দাফনকৃত ব্যক্তি আম জনসাধারণের দো'আ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয় (২) মৃতের ওয়ারিছরা উক্ত মাটি থেকে বঞ্চিত হয় (৩) ভবিষ্যতে উত্তরাধিকারী বা অন্য কারু দ্বারা প্রয়োজনে জমির খনন কার্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে (৪) এসব কবরকে মানুষ অন্য কবর থেকে পৃথক এবং অধিক সম্মানের মনে করে। বিশেষতঃ নেককার মানুষের কবর হ'লে একসময় সেখানে পূজা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে (৫) সর্বোপরি এভাবে নিজের বা নিজেদের জন্য কবরস্থান নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে ব্যক্তিগত বা বংশগত বড়ত্ব বা অহংকার ফুটে উঠে। অথচ মৃত্যু মানুষের যাবতীয় অহংকার ধুলিসাৎ করে দেয়।

সেকারণ দেখা যায় যে, মসজিদে নববীর পার্শ্ববর্তী বাক্বী' কবরস্থানে হাযার হাযার ছাহাবায়ে কেরামের কবর হ'লেও তার কোন একটি কবর অমুকের বলে নামকরণ নেই। এমনকি ছাহাবীগণের কবরস্থান হিসাবেও তা নির্দিষ্ট করা নেই। সর্বোপরি একটি কবরের উপর আরেকটি কবর দিয়ে আজো পর্যন্ত সেখানে প্রতিদিন বহু মুসলমান কবরস্থ হচ্ছেন।

প্রশ্ন (২০/১৮০) : মাইয়েতকে দাফন করার পর লাশ যাতে শিয়াল-কুকুরে তুলে না ফেলে এজন্য লোহার খাঁচা বা প্লাস্টিক জাতীয় কিছু কবরের উপরে দেওয়া যাবে কি?

-আকীমুল ইসলাম, জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : নিরাপত্তাজনিত কারণে এরূপ করা যায়। তবে সাধারণ অবস্থায় কবরকে উঁচু ও পাকা করা যাবে না *(মুসলিম হা/৯৭০)*।

প্রশ্ন (২১/১৮১) : মিথ্যা কসম, কুরআন অবমাননা প্রভৃতি কারণে অনেক মানুষের ব্যাপারে শোনা যায় যে তাদের আকৃতি কুকুর, বানর ইত্যাদিতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এসব ঘটনার কোন সত্যতা আছে কি?

-মাহবূব আলম, নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তর : আল্লাহ এরূপ করতে পারেন, যেভাবে তিনি প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণকারী শনিবারওয়ালাদেরকে শাস্তিস্বরূপ নিকৃষ্ট বানরে পরিণত করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা তাদের বিষয়ে সম্যক অবগত আছো, যারা তোমাদের মধ্যে শনিবারের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছিল। তখন আমরা তাদের বলেছিলাম যে, তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও *(বাক্বারাহ ২/৬৫; আ'রাফ ৭/১৬৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'অবশ্যই এই উম্মতের মধ্যে ভূমিধ্বস, আসমান থেকে নিক্ষিপ্ত গযব ও দৈহিক রূপান্ত রগত শাস্তির প্রাদুর্ভাব দেখা দিবে। এসব তখনই ঘটবে যখন তারা মদ্যপান শুরু করবে, গায়িকা রাখবে ও বাদ্যযন্ত্র বাজাবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যখন ঘৃণ্য পাপাচার সমূহের প্রকাশ ঘটবে *(তিরমিযী হা/২২১২, ২১৮৫; ছহীহাহ হা/৯৮৭, ২২০৩)*।

তবে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা এরূপ নানা ভিডিও চিত্রের সত্যতা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে বিশ্বাস করা যাবে না। কারণ প্রযুক্তির উৎকর্ষতার এই যুগে এসব ভিডিও কৃত্রিমভাবে তৈরী করা খুবই সহজ।

প্রশ্ন (২২/১৮২) : 'হে আলী! তুমি ও তোমার অনুসারীরা জান্নাতবাসী হবে' মর্মে বর্ণিত মারফূ' হাদীছটির সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাই।

-রাকীবুল ইসলাম, সঊদী আরব।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছসমূহ মওযূ' বা জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৫৯০-৯১, ৬২৬৬, ৬৫৪১)*। ইবনুল জাওযী বলেন, রাসূল (ছাঃ) থেকে এমর্মে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি *(আল-ইলালুল মুতানাহিয়া ১/১৬১-১৬৫; আল-মাওযূ'আত ১/৩৯৭)*। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, এই মর্মে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যার সবগুলো যঈফ *(দালায়েলুল নবুঅত ৮/২৪)*।

প্রশ্ন (২৩/১৮৩) : বহুল প্রচারিত একটি ইসলামী পত্রিকার প্রশ্নোত্তর কলামে বলা হয়েছে যে, কবরের সামনে দাঁড়িয়ে সূরা ইয়াসীন ও ফাতেহাসহ অন্যান্য সূরা পাঠ করা যাবে। এতে কবরের আযাব মাফ হবে এবং মৃত ব্যক্তি উক্ত তেলাওয়াতের নেকী পাবে। এ বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-ডা. মীযানুর রহমান, আমতলা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। এ মর্মে বর্ণিত হাদীছসমূহ যঈফ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৪৬, ৪১৪০)*। সেখানে কুরআন তেলাওয়াতের নেকী মৃত ব্যক্তি পাবেন না। তিরমিযীর ভাষ্যকার আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, ইবাদতে বদনী, যেমন কুরআন তেলাওয়াত, ছালাত, ছিয়াম ইত্যাদির ছওয়াব মাইয়েত পাবেন মর্মে কোন ছহীহ ও স্পষ্ট হাদীছ প্রমাণিত হয়নি। এরূপ দৈহিক ইবাদতের ছওয়াব তারা পাবেন মর্মে যেসব হাদীছ বলা হয়ে থাকে, তা সবই যঈফ'। *(বিস্তারিত দ্রঃ মাওলানা আহমাদ আলী, কোরআন ও কলেমাখানী বই ১০, ৫৬ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২৪/১৮৪) : ইসলাম গরীব অবস্থায় শুরু হয়েছিল... গরীবদের মাঝেই তা ফিরে যাবে। এখানে গরীব বলতে মক্কা-মদীনাকে বুঝানো হয়েছে কি? হাদীছটির বিস্তারিত

ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-উম্মে হাবীবা, রংপুর।

উত্তর : এখানে 'গরীব' বলতে অল্প সংখ্যক লোকদের বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ শেষ যামানায় অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যেই খাঁটি ইসলাম কেন্দ্রীভূত হবে। বংশগত ও নামধারী মুসলমানের সংখ্যা বাড়বে। কিন্তু প্রকৃত মুসলমানের সংখ্যা কমবে এবং কমতে কমতে তা এক পর্যায়ে মুষ্টিমেয় লোকদের মাঝে তা কেন্দ্রীভূত হবে। যেমন শুরুতে অল্প সংখ্যক লোকের মাধ্যমে ইসলামের সূচনা হয়েছিল। অতঃপর নবুঅতের বরকতে এবং খেলাফতে রাশেদাহ্র মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয় সাধিত হয়। কিন্তু খেলাফতের অবর্তমানে মুসলমানের আদর্শিক অবনতি দ্রুততর হয়, যা ইমাম মাহদীর আগমনের প্রাক্কাল অবধি চলতে থাকবে। একসময় ইসলামের প্রকৃত অনুসারীদের খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে। নানাবিধ শিরক ও বিদ'আতে ডুবে গিয়ে মুসলমান সেগুলিকেই ইসলাম ভাববে। অথচ প্রকৃত ইসলাম হবে তা থেকে অনেক দূরে।

হাদীছটির ব্যাখ্যায় ক্বাযী আয়ায বলেন, ইসলাম শুরু হয়েছিল অল্প সংখ্যক মানুষের দ্বারা। অতঃপর তা প্রকাশিত হয় এবং ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর অচিরেই তাতে আবার ঘাটতি বা কমতি দেখা দিবে। অতঃপর সূচনাকালের ন্যায় অল্প কিছু মানুষের মধ্যেই ইসলাম অবশিষ্ট থাকবে *(নববী, শরহ মুসলিম হা/১৪৭-এর ব্যাখ্যা)*।

অতঃপর হাদীছটির বাকী অংশে বলা হয়েছে, 'সুসংবাদ সেই অল্পসংখ্যক লোকদের জন্যই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৯ 'ঈমান' অধ্যায়; 'কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ় ভাবে ধারণ করা' অনুচ্ছেদ)*।

অন্য বর্ণনায় সেই অল্প সংখ্যক মানুষের পরিচয় দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, সুসংবাদ হ'ল সেই অল্পসংখ্যক লোকদের জন্য। যারা আমার পরে লোকেরা (ইসলামের) যে বিষয়গুলি বিনষ্ট করে, সেগুলিকে পুনঃ সংস্কার করবে' *(আহমাদ হা/১৬৭৩৬; মিশকাত হা/১৭০; ছহীহাহ হা/১২৭৩)*। এরাই হ'লেন ফিরক্বা নাজিয়াহ। ৭৩ ফিরক্বার মধ্যে কেবল তারাই শুরুতে জান্নাতী হবে' *(তিরমিযী হা/২৬৪১ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৭১; ছহীহাহ হা/১৩৪৮; বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'ফিরক্বা নাজিয়াহ' বই)*।

প্রশ্ন (২৫/১৮৫) : বাজারে মবিল কোম্পানী নাম ব্যবহার করে অনেক ব্যবসায়ী নকল মবিল তৈরী করে। এক্ষেত্রে একেকজন একেক পদ্ধতি অনুসরণ করে। কেউ ঐসব কোম্পানীর মবিলের খালি ক্যানে নিজেদের বানানো মবিল ভরে, কেউ পরিমাণ কম-বেশী করে নকল করে। এক্ষণে নকল তৈরীর ক্ষেত্রে আমার জন্য কোন পদ্ধতি হালাল হবে?

-আবু আব্দুল্লাহ, ভোলা।

উত্তর : এরূপ নকল পদ্ধতি সমূহ গ্রহণ করা হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতারণা করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২০)*। একবার রাসূল (ছাঃ) (বাজারে) একটি খাদ্যশস্যের স্তূপের মধ্যে হাত প্রবেশ করিয়ে ভিজা অনুভব করলে স্তূপের মালিক তা বৃষ্টির পানিতে ভিজে যাওয়ার কৈফিয়ত পেশ করল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ভিজাগুলো স্তূপের উপরে রাখলে না কেন, যাতে লোকেরা দেখতে পায়? অতঃপর বললেন, যে ব্যক্তি প্রতারণা করল, সে আমার দলভুক্ত নয়' *(তিরমিযী হা/১৩১৫; মিশকাত হা/২৮৬০)*।

প্রশ্ন (২৬/১৮৬) : জনৈক ব্যক্তি নিজস্ব অর্থায়নে মসজিদ নির্মাণের পর তার ব্যবসার শুরুটা অবৈধ ছিল বলে জানা যায়। এক্ষণে উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মুরসালীন, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : যাবে। হারাম অর্থ উপার্জনের জন্য উক্ত ব্যক্তি দায়ী হবে; মুছল্লীগণ নয়। আল্লাহ বলেন, কেউ অপরের (পাপের) বোঝা বহন করবে না' *(বনু ইসরাঈল ১৭/১৫)*। অতএব উক্ত মসজিদে ছালাত আদায়ে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (২৭/১৮৭) : ঘুমের মধ্যে ভয় লাগায় জনৈক মাওলানার নিকটে চিকিৎসা নেই। তিনি একটি সূরার নকশা দিয়ে সেটি বালিশের নীচে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। এক্ষণে কুরআনের আয়াত এভাবে রাখা যাবে কি?

-তুষার আহমাদ, পুঠিয়া, রাজশাহী।*

**[শুধু 'আহমাদ' নাম রাখুন। 'তুষার' নয় (স.স.)।]*

উত্তর : উক্ত চিকিৎসা মনগড়া ও শরী'আত পরিপন্থী। তাই বালিশের নীচে কুরআনের আয়াতের নকশা রাখা যাবে না। বরং ভয় থেকে বাঁচার জন্য সুন্নাতসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়।... কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখলে সে যেন *আ'উযুবিল্লাহি... রজীম* পাঠ করে এবং বাম দিকে তিনবার থুক মারে। আর কারু কাছে যেন সেটা প্রকাশ না করে। এতে তার কোন ক্ষতি হবে না' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬১২)*। ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, বাম দিকে ৩ বার থুক মারবে, ৩ বার *আ'উযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম* বলবে ও পার্শ্ব পরিবর্তন করবে' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬১৩-১৪ 'স্বপ্ন' অধ্যায়)*। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যদি ঘুমের মধ্যে ভীত হয়, তবে সে যেন পাঠ করে- *'আ'উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তাম্মা-তি মিন গাযাবিহী ও ইক্বাবিহী ওয়া শার্রি ইবাদিহী ওয়ামিন হামাঝাতিশ শায়াত্বীনি ওয়া আইঁ ইয়াহযুরূন।* অর্থাৎ আমি আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি হ'তে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট হ'তে এবং শয়তানের খটকা সমূহ হ'তে, আর সে যেন আমার নিকট উপস্থিত হ'তে না পারে। কেননা সে তাকে ক্ষতি করতে পারবে না' *(তিরমিযী হা/৩৫২৮; আবুদাঊদ হা/৩৮৯৩; মিশকাত হা/২৪৭৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬০১)*।

প্রশ্ন (২৮/১৮৮) : সূরা ফাতিহার মোট কয়টি নাম রয়েছে। ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এরশাদ আলী, ফুলবাড়িয়া, মংমনসিংহ।

উত্তর : বিভিন্ন হাদীছ, আছার ও বিদ্বানগণের নামকরণের মাধ্যমে অন্যূন ৩০টি নাম বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে ছহীহ হাদীছসমূহে এসেছে ৮টি। যেমন : (১) উম্মুল কুরআন (কুরআনের মূল)। (২) উম্মুল কিতাব (কিতাবের মূল)। (৩) আস-সাব'উল মাছানী (সাতটি বারবার পঠিতব্য আয়াত)।

(৪) আল-কুরআনুল 'আযীম (মহান কুরআন) *(হিজর ১৫/৮৭; বুখারী তা'লীক্ব হা/৪৭০৪; তিরমিযী হা/৩১২৪, আবুদাঊদ হা/১৪৫৭)*। (৫) আল-হামদু (যাবতীয় প্রশংসা)। (৬) ছালাত *(মুসলিম হা/৩৯৫, নাসাঈ হা/৯০৯; মিশকাত হা/৮২৩)*। (৭) রুক্বিয়াহ (ফুঁকদান) *(বুখারী হা/৫৭৩৬)*। (৮) ফাতিহাতুল কিতাব *(বুখারী হা/৭৫৬, মুসলিম হা/৩৯৪, ৮০৬)*। এ নামে সকল বিদ্বান একমত। কারণ এ সূরা দিয়েই কুরআন পাঠ শুরু হয়। কুরআনুল কারীম লেখা শুরু হয় এবং এটা দিয়েই ছালাত শুরু হয় *(কুরতুবী)*।

এতদ্ব্যতীত অন্য নামগুলি যেমন : (৯) শিফা *(দারেমী হা/৩৩৭০; মিশকাত হা/২১৭০, মুহাক্কিক : হুসাইন আসাদ সালীম, সনদ মুরসাল ছহীহ)*, (১০) আসাসুল কুরআন (কুরআনের ভিত্তি)। ইবনু আব্বাস (রাঃ) এ নামকরণ করেছেন *(ইবনু কাছীর)*। (১১) কাফিয়াহ (যথেষ্ট)। ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাছীর এ নামকরণ করেছেন। কারণ এটুকুতেই ছালাত যথেষ্ট এবং এটি ব্যতীত ছালাত হয় না *(কুরতুবী)*। (১২) ওয়াফিয়াহ (পূর্ণ)। সুফিয়ান বিন উয়ায়না এ নামকরণ করেছেন। কারণ এ সূরাটি সর্বদা পূর্ণভাবে পড়তে হয়। আধাআধি করে দু'রাক'আতে পড়া যায় না *(কুরতুবী)*। (১৩) ওয়াক্বিয়াহ (হেফাযতকারী)। (১৪) কান্য (খনি)। এছাড়াও ফাতিহাতুল কুরআন, সূরাতুল হাম্দ, শুক্র, ফাতিহাহ, মিন্নাহ, দো'আ, সওয়াল, মুনাজাত, তাফভীয, মাসআলাহ, রা-ক্বিয়াহ, নূর, আল-হাম্দুলিল্লাহ, ইল্মুল ইয়াক্বীন, সূরাতুল হাম্দিল উলা, সূরাতুল হাম্দিল কুছরা'। এইভাবে নাম বৃদ্ধির ফলে সূরা ফাতিহার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে *(আব্দুস সাত্তার দেহলভী, তাফসীরে সূরায়ে ফাতিহা ১/৬৮-৯২; বিস্তারিত দ্রঃ তাফসীরুল কুরআন, ৩০তম পারা ৮-৯ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২৯/১৮৯) : আমাদের এখানে অনেক আলেম বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা জান্নাতী। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কবর থেকে উঠিয়ে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করিয়েছেন। এর সত্যতা আছে কি?

-আবু তাহের, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : এ বিষয়ে আবুদাঊদের আরবী ভাষ্যকার শামসুল হক আযীমাবাদী বলেন, কোন কোন বিদ্বান রাসূল (ছাঃ)-এর পিতা-মাতাকে জীবিতকরণ, ঈমান আনয়ন ও নাজাত প্রাপ্তি সম্পর্কে কিছু দলীল পেশ করার চেষ্টা করেছেন, যার অধিকাংশই মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের নিকটে মিথ্যা ও জাল এবং বাকীগুলি খুবই দুর্বল (*আওনুল মা'বূদ ১২/৩২৪, হা/৪৭১৮-এর আলোচনা*)।

রাসূল (ছাঃ)-এর পিতা-মাতার জাহান্নামী হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা কোথায়? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার পিতা জাহান্নামে। একথা শ্রবণ করে লোকটি দুঃখিত হয়ে ফিরে যাচ্ছিল, তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললেন, আমার পিতা এবং তোমার পিতা উভয়েই জাহান্নামী *(মুসলিম হা/২০৩; আবুদাঊদ হা/৩৯৪৯; ছহীহাহ হা/২৫৯২)*। একবার রাসূল (ছাঃ) মা আমেনার কবর দেখতে গেলেন। তখন তিনি নিজেও কাঁদলেন এবং তাঁর সাথীগণও কাঁদলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চেয়েছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। অতঃপর তাঁর কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দেন। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়' *(মুসলিম হা/৯৭৬; মিশকাত হা/১৭৬৩ 'কবর' যিয়ারত' অনুচ্ছেদ)*। উপরোল্লিখিত হাদীছদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা জান্নাতী হবেন না।

প্রশ্ন (৩০/১৯০) : এক শ্রেণীর আলেম ও ইমাম গুল ও জর্দা খান। তাদেরকে সালাম দেওয়া বা তাদের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মুনীরুল ইসলাম, বদরগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : এসব নেশাদার দ্রব্য পান করা হারাম *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৬৫২)*। তাই এগুলি যারা খান, তারা কবীরা গোনাহগার। কিন্তু কাফির নন। অতএব তাদের পিছনে ছালাত হবে এবং তাদেরকে সালাম দেওয়া যাবে। আল্লাহ বলেন, তোমার রুকূকারীর পিছনে রুকূ কর *(বাক্বারাহ ২/৪৩)*। আর পরস্পরে সালাম বিনিময় করা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ আমল। তবে এরূপ ব্যক্তিকে ইমামতির মত গুরুত্বপূর্ণ পদে রাখা উচিত নয়। আর যে তিন শ্রেণীর মানুষের ছালাত কবুল হয় না তাদের একজন হচ্ছে সেই ইমাম, লোকেরা যাকে অপসন্দ করা সত্ত্বেও সে ইমামতি করে' *(আবুদাঊদ হা/৫৯৩; মিশকাত হা/১১২৩)*।

প্রশ্ন (৩১/১৯১) : মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত পাঠ করার উদ্ভব কখন থেকে হয়?

-রফীকুল ইসলাম, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : ইবনু তায়মিয়া (রহঃ)-এর বক্তব্য অনুযায়ী ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর একটি উক্তির ভুল ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে মুখে নিয়ত পাঠের সূচনা হয়েছে। যেখানে তিনি বলেন, بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِهَا كَلَامٌ 'ছালাতের পূর্বে কালাম বা বাক্য রয়েছে। ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) এ ব্যাপারে বলেন, বিদ্বানগণের ঐক্যমতে নিয়তের স্থান হ'ল অন্তর। কেউ যদি অন্তরে নিয়ত করে, মুখে উচ্চারণ না করে তাহ'লে তা যথেষ্ট হবে। শাফেঈ মাযহাবের কিছু অনুসারী ইমাম শাফেঈ-এর উক্তি ভুল বুঝে নতুন পথ বের করেছে। তিনি তাকবীরে তাহরীমা ও ছালাতের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য বলেছেন যে, بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِهَا كَلَامٌ অথবা لَا بُدَّ مِنَ النُّطْقِ فِي أَوَّلِهَا। এর দ্বারা কিছু অনুসারী মনে করেছেন যে, তিনি এর দ্বারা মুখে নিয়ত পাঠ করা বুঝিয়েছেন। অথচ তিনি এর দ্বারা তাকবীরে তাহরীমা বুঝিয়েছেন *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/২৬২, ২২/২২১, ২২/২৩০)*। ইমাম শাফেঈর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করার বিষয়টি ইমাম নববীও সমর্থন করেছেন *(নববী, শারহুল মুহাযযাব ৩/২৪৩)*।

এছাড়া হেদায়া লেখক আল-মারগীনানী (৫১১-৫৯৩ হি.) সহ পরবর্তী কালের কিছু ফক্বীহ অন্তরে নিয়ত করার সাথে সাথে মুখে তা পাঠ করাকে 'সুন্দর' বলে গণ্য করেন। যেমন হেদায়া-তে বলা হয়েছে, 'নিয়ত অর্থ সংকল্প করা। তবে শর্ত হ'ল এই যে, মুছল্লী কোন ছালাত আদায় করবে, সেটা অন্তর থেকে জানা। মুখে নিয়ত পাঠ করার কোন গুরুত্ব নেই। তবে

হৃদয়ের সংকল্পকে একীভূত করার স্বার্থে মুখে নিয়ত পাঠকে সুন্দর গণ্য করা চলে' (অর্থাৎ সংকল্পের সাথে সাথে মুখে তা উচ্চারণ করা) *[হেদায়া (দেউবন্দ, ভারত: মাকতাবা থানবী ১৪১৬ হিঃ) ১/৯৬ পৃঃ 'ছালাতের শর্তাবলী' অধ্যায়]*।

মোল্লা আলী ক্বারী, কামাল ইবনুল হুমাম, আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (রহঃ) প্রমুখ খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বানগণ এ মতের বিরোধিতা করেছেন ও একে 'বিদ'আত' বলে আখ্যায়িত করেছেন *(মিরক্বাত শরহ মিশকাত ১/৪০-৪১ পৃঃ; হেদায়া ১/৯৬ পৃঃ টীকা-১৩ দ্রষ্টব্য)*। অন্যান্য স্থান সহ ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ মুসলমানের মধ্যে 'নাওয়াইতু 'আন উছাল্লিয়া' পাঠের মাধ্যমে মুখে নিয়ত পড়ার প্রথা চালু রয়েছে। অথচ এর কোন শারঈ ভিত্তি নেই। ছালাতের শুরু হ'তে শেষ পর্যন্ত পুরা অনুষ্ঠানটিই আল্লাহ্র 'অহি' দ্বারা নির্ধারিত। এখানে 'রায়' বা 'ক্বিয়াস'-এর কোন অবকাশ নেই। অতএব মুখে নিয়ত পাঠ করা 'সুন্দর' নয় বরং 'বিদ'আত'- যা অবশ্যই 'মন্দ' ও পরিত্যাজ্য *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ৪৬ টীকা-১১২ দ্র.)*।

প্রশ্ন (৩২/১৯২) : জনৈক আলেম বলেন, কারো মৃত্যুর খবরে প্রথমে আল-হামদুলিল্লাহ বলতে হবে তারপর ইন্নালিল্লাহ বলবে। একথার কোন ভিত্তি আছে কি?

-হারূনুর রশীদ, চোরকোল, ঝিনাইদহ।

উত্তর : কারো মৃত্যুতে বা কোন বিপদে 'ইন্না লিল্লাহি... রাজেঊন' বলাই যথেষ্ট *(বাক্বারাহ ২/১৫৬)*। এছাড়া এক্ষেত্রে 'আল্লাহুম্মা আজিরনী ফী মুছীবাতী...' দো'আটিও পাঠ করা যাবে *(বাক্বারা ২/১৫৬; মুসলিম হা/৯১৮, মিশকাত হা/১৬১৮)*। তবে একটি হাদীছে এসেছে যে, জনৈক ব্যক্তি স্বীয় সন্তানের মৃত্যুতে 'আল-হামদুলিল্লাহ' পাঠ করে তাকদীরের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের চরম পরাকাষ্ঠা দেখালে, আল্লাহ তা'আলা খুশী হয়ে ফেরেশতামণ্ডলীকে তার জন্য জান্নাতে 'বায়তুল হামদ' নামে একটি গৃহ নির্মাণ করার নির্দেশ দেন *(তিরমিযী হা/১০২১; ছহীহাহ হা/১৪০৮)*। এটি বিশেষ অবস্থার একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র।

মানুষের জীবন-মৃত্যুসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ডের একমাত্র মালিক ও নিয়ন্ত্রক আল্লাহ *(মুলক ২, গাফের ৬৪)*। আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার মাঝে সন্তানের প্রতি এমন ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, জীবদ্দশায় সন্তানের মৃত্যু পিতা-মাতার জন্য মেনে নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। সবই যে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এ বিশ্বাস থাকলেও এসময় তা কাজে আসে না। তাই এই কঠিন মূহূর্তেও যারা তাকদীরের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে সক্ষম হয়, তাদের পুরস্কারের কথা উক্ত হাদীছে বিবৃত হয়েছে। এর অর্থ এটা নয় যে, মৃত্যুর খবর শুনে আগে আলহামদুলিল্লাহ পড়তে হবে। বরং নিয়ম হ'ল আগে *ইন্না লিল্লাহি...* পড়া। যেটা কুরআন আয়াত ও হাদীছের মাধ্যমে উপরে বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই ছাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত।

প্রশ্ন (৩৩/১৯৩) : নিয়মিতভাবে বিতর ছালাত আদায় না করলে সে কি কবীরা গুনাহগার হিসাবে গণ্য হবে?

-আবু যাহরাহ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : না। কারণ বিতর ছালাত আদায় করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত হ'লেও তা ফরয নয়। যে কারণে এটি আদায় না করলে তাকে শাস্তিও দেওয়া হবে না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৭/১৭২)*। রাসূল (ছাঃ) জনৈক ছাহাবীর প্রশ্নের উত্তরে বলেন, দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয। সে বলল, আমার উপর এছাড়া আরো ছালাত আছে কি? তিনি বললেন, না, তবে নফল আদায় করতে পার *(বুখারী হা/৪৬; মুসলিম হা/১১; মিশকাত হা/১৬)*। নববী বলেন, এ হাদীছ প্রমাণ করে যে, বিতরের ছালাত ওয়াজিব নয় *(নববী, শরহ মুসলিম ১/১৬৯)*। ইবনু হাজার বলেন, দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ব্যতীত কোন ছালাত ওয়াজিব নয় *(ফাৎহুল বারী ১/১০৭)*।

বিতর ছালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৩; নাসাঈ হা/১৬৭৬)*। এটি খুবই ফযীলতপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাড়ীতে বা সফরে কোন অবস্থায় বিতর ও ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত পরিত্যাগ করতেন না *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/৪৫৬)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বিতর ছালাতকে তোমাদের জন্য অতিরিক্ত হিসাবে দান করেছেন। তোমরা এটি এশা ও ফজর ছালাতের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় কর *(হাকেম হা/১১৪৮; আহমাদ হা/২৩৯০২; ছহীহাহ হা/১০৮৭)*। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বিতরের ছালাত আদায়ের পূর্বে ঘুমিয়ে পড়ে বা ভুলে যায়, জাগ্রত হওয়া বা স্মরণ হওয়া মাত্রই যেন সে উক্ত ছালাত আদায় করে নেয় *(তিরমিযী হা/৪৬৫; মিশকাত হা/১২৭৯, সনদ ছহীহ)*। আলী (রাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই বিতর বাধ্যতামূলক ছালাত নয় এবং তোমাদের ফরয ছালাতের সম-পর্যায়ভুক্তও নয়। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) বিতরের ছালাত আদায় করেছেন, অতঃপর বলেছেন, হে আহলে কুরআন! তোমরা বিতর ছালাত পড়ো। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিতর (বেজোড়), তিনি বিতরকে ভালবাসেন *(আবুদাঊদ হা/১৪১৬; ইবনু মাজাহ হা/১১৬৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৯০, ৫৯৩)*।

প্রশ্ন (৩৪/১৯৪) : আমি কোম্পানীতে ড্রাইভিং করি। অবসর সময়ে গাড়িটি ভাড়ায় চালিয়ে ইনকাম করি। এরূপ ইনকাম হালাল হবে কি?

-মাহবূব, সঊদী আরব।

উত্তর : কোম্পানীর সম্মতি থাকলেই কেবল হালাল হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যাকে আমরা কোন দায়িত্বে নিয়োগ করি আমরা তার রুযীর ব্যবস্থা করে থাকি। এর বাইরে যদি সে নেয়, তবে তা খেয়ানত হবে' *(আবুদাঊদ হা/৩৫৮৮; মিশকাত হা/৩৭৪৮)*।

প্রশ্ন (৩৫/১৯৫) : জাপানের প্রায় প্রতিটি রেস্টুরেন্টে শূকরের গোশত বিক্রি হয়। সেখানে ওয়েটার হিসাবে মানুষকে তা খাওয়াতে হয়। এক্ষণে সেখানে চাকুরী করা বৈধ হবে কি?

-মাহফূযুর রহমান, টোকিও, জাপান।

উত্তর : এরূপ প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা হারাম। কারণ শূকরের গোশত হারাম *(বাক্বারাহ ২/১৭৩)*। আর হারাম কাজে অন্যকে সাহায্য করাও হারাম। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর। গোনাহ ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (৩৬/১৯৬) : জনৈক বিদেশীকে ব্যবসার পথ ও নিয়ম কানূন দেখিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে তার নিকট থেকে মনপ্রতি ১০ টাকা করে হাদিয়া গ্রহণ করার চুক্তি করা যাবে কি?

-সা'দ আহমাদ, হাড়াভাঙ্গা, মেহেরপুর।

উত্তর : হালাল কর্মের বিনিময়ে এরূপ মজুরী গ্রহণ করা হালাল। তবে উভয়ের সন্তুষ্টি থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত' *(নিসা ৪/২৯)*। রাসূল (ছাঃ)-এর একদল ছাহাবী তাদের কাজের বিনিময়ে মজুরী গ্রহণ করলে তিনি তা সমর্থন করেন *(বুখারী হা/৫৭৩৭; মিশকাত হা/২৯৮৫)*।

প্রশ্ন (৩৭/১৯৭) : সুলতান সোলায়মান নামক একটি টিভি সিরিয়ালে সূরা যুমারের ৪২ আয়াতের ভিত্তিতে যিম্মী তথা অঙ্গীকারাবদ্ধ কোন ব্যক্তিকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করা জায়েয ফৎওয়া দেওয়া হয়েছে। উক্ত আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা কি?

-মোবারক হোসেন, রাজশাহী সেনানিবাস, রাজশাহী।

উত্তর : এটি আদৌ জায়েয নয়। কেননা আয়াতটির অর্থ হ'ল, 'আল্লাহ জীবসমূহের প্রাণ হরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যারা মরেনি তাদের নিদ্রার সময়। তারপর যার জন্য তিনি মৃত্যুর ফায়ছালা করেন, তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অন্যগুলো ফিরিয়ে দেন একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে *(যুমার ৩৯/৪২)*।

আয়াতের মর্ম এই যে, মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে তাদের রূহ আল্লাহ নিজ ক্ষমতায় উঠিয়ে নেন। এরপর যাদের মৃত্যুর সময় হয়ে গেছে তাদের রূহ আর ফেরত দেন না। আর যাদের মৃত্যুর সময় হয়নি, তাদের রূহ নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল পূর্ণ হওয়ার জন্য ফেরত দেন *(ইবনু কাছীর অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদেরকে রাত্রিতে (ঘুমের মাধ্যমে) মৃত্যু দান করেন...। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেন, যাতে তোমাদের নির্ধারিত আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। পরিশেষে তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল...' *(আন'আম ৬/৬০-৬১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ শয্যা গ্রহণ করতে যায়, তখন সে যেন পড়ে, হে আমার প্রতিপালক! আপনারই নামে আমার দেহটা বিছানায় রাখলাম এবং আপনারই নামে আবার উঠবো। যদি আপনি ইতিমধ্যে আমার জান কবয করে নেন, তাহ'লে তার উপর রহম করবেন। আর যদি তা আমাকে ফিরিয়ে দেন, তবে তাকে এমনভাবে হেফাযত করবেন, যেভাবে আপনি আপনার নেক বান্দাদের হেফাযত করে থাকেন' *(বুখারী হা/৬৩২০; মিশকাত হা/২৩৮৪)*। এজন্য মৃত্যুকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ওফাতে কুবরা তথা মৃত্যু ও ওফাতে ছুগরা তথা ঘুম *(ইবনু কাছীর ৭/১০১-১০২)*।

উপরোক্ত আলোচনায় বুঝা যায় যে, উক্ত আয়াতে যিম্মীকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করার কোন দলীল নেই। বরং এটি চূড়ান্তভাবে একটি খেয়ানত মাত্র।

প্রশ্ন (৩৮/১৯৮) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, বাদ্যযন্ত্র নিষেধ মর্মে কোন হাদীছই ছহীহ নয়। এমনকি এ মর্মে বুখারীতে বর্ণিত মু'আল্লাক্ব হাদীছটিও যঈফ। এই বক্তব্যের সত্যতা আছে কি?

-আবু যাহরাহ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন এবং ইসলাম বিরোধী। ইসলামে বাদ্যযন্ত্র হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'লোকদের মধ্যে কিছু লোক অজ্ঞতা বশে বাজে কথা খরিদ করে মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য এবং আল্লাহ্র পথকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি' *(লোক্বমান ৩১/৬)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, এখানে 'বাজে কথা' অর্থ গান-বাজনা *(ইবনু কাছীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মাতের মধ্যে অবশ্যই এমন কিছু দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জ্ঞান করবে' *(বুখারী হা/৫৫৯০; মিশকাত হা/৫৩৪৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাদ্যযন্ত্রকে مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ 'শয়তানের বাদ্য' বলেছেন *(আবুদাঊদ হা/২৫৫৬)*। নাফে' বলেন, 'আমি রাস্তায় ইবনু ওমরের সাথে ছিলাম। তিনি বাদ্যযন্ত্রের আওয়ায শুনে তাঁর দু'কানে দু'আঙ্গুল প্রবেশ করালেন এবং রাস্তার অন্য ধারে সরে গেলেন। অতঃপর দূরে গিয়ে বললেন, নাফে'! তুমি কি এখন কিছু শুনতে পাচ্ছ? (নাফে' বলেন,) আমি বললাম, না। তখন তিনি তার কান থেকে আঙ্গুল সরালেন এবং বললেন, আমি একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তিনি বাঁশীর আওয়াজ শুনে এরূপ করেছিলেন' *(আহমাদ হা/৪৫৩৫, ৪৯৬৫; আবুদাঊদ হা/৪৯২৪; মিশকাত হা/৪৮১১, সনদ ছহীহ)*।

এক্ষণে উপরে বর্ণিত ছহীহ বুখারীর মু'আল্লাক্ব হাদীছটিকে *(হা/৫৫৯০)* ইবনু হাযম আন্দালুসী দুর্বল বললেও ইবনুল ক্বাইয়িম, ইবনু হাজার, আলবানী প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ ছহীহ বলেছেন এবং ইবনু হাযম-এর গবেষণাগত ত্রুটি তুলে ধরেছেন *(আলবানী, ছহীহাহ হা/৯১-এর আলোচনা ও 'তাহরীমু আলাতিত ত্বারাব' বই দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (৩৯/১৯৯) : জনৈক ব্যক্তি লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে নামকাওয়াস্তে পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে সে তওবা করতে চায়। স্থায়ীভাবে হারাম ভক্ষণের গুনাহ থেকে বাঁচতে চায়। এক্ষণে তার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, গাইবান্ধা।

উত্তর : উক্ত পদে যোগ্য হয়ে থাকলে সে খালেছ নিয়তে তওবা করবে এবং চাকুরীরত থাকবে। কারণ যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও যুলুম প্রতিরোধের জন্য বা বাধ্যগত অবস্থায় ঘুষ দিলে সেক্ষেত্রে ঘুষগ্রহীতা পাপের বোঝা বহন করবে, ঘুষদাতা নয় *(মুহাল্লা ৮/১১৮ মাসআলা নং ১৬৩৮; মাজমূ' ফাতাওয়া ৩১/২৮৬)*।

তবে ঘুষ দাতা অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও অন্যের হক নষ্ট করে ঘুষের জোরে চাকুরী নিয়ে থাকলে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্র নিকট তওবা করবে। রাসূল (ছাঃ) ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার উপর লা'নত করেছেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৫৩)*।

প্রশ্ন (৪০/২০০) : তাফসীর ইবনে কাছীর গ্রন্থে আয়াতের ব্যাখ্যায় যে সব হাদীছ বা ছাহাবীদের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি সব কি ছহীহ?

-শেখ আলী আলম, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : সবগুলি ছহীহ নয়। যার কিছু কিছু তিনি নিজেই যঈফ সাব্যস্ত করেছেন। আবার কিছু পরবর্তী মুহাদ্দিছগণ যঈফ প্রমাণ করেছেন।